Year 11 | Issue 17
24 - 30 MAY 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১৭
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১৫ জুলক্বাদ ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

আজিজ আহমেদকে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : দুর্নীতিতে সম্পৃক্ততার অভিযোগে বাংলাদেশের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় গত ২০ মে সোমবার (বাংলাদেশ সময় সোমবার ---- ১৬ নং পৃষ্ঠা ...

হঠাৎ ঋষি সুনাকের ঘোষণা

৪ জুলাই নির্বাচন

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪: যুক্তরাজ্যে হঠাৎ 'আগাম নির্বাচন' আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বিবিসি জানিয়েছে, গত ২২ মে বুধবার বিকাল ৫টায় ঋষি সুনাক ঘোষণা দেন, আগামী ৪ জুলাই হবে এ নির্বাচন। জাতীয় নির্বাচনের দৌড়ে বিরোধী দল লেবার পার্টি জনমত জরিপে এগিয়ে রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে ---- ১৫ নং পৃষ্ঠা

যুক্তরাজ্য সরকারের নতুন খসড়া আইন

যৌন শিক্ষা নিষিদ্ধ হচ্ছে

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু নিয়ে নতুন একটি প্রস্তাব পাস করতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। নতুন খসড়া আইন অনুসারে, বৃটেনের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের জেন্ডার আইডেনটিটি বা লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে কোনো শিক্ষা দেওয়া হবে না।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। ১৫ মে বুধবার ব্রিটিশ সরকার বিবিসিকে জানিয়েছে, ৯ বছরের কম বয়সীদের জন্য সব ধরনের যৌন ও লিঙ্গ পরিচয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা চলছে।

খসড়ায় বলা হয়েছে, সম্প্রতি লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে উদ্বেগে ভোগা তরুণ-তরুণীদের হরমোন চিকিৎসার ওপর 'কড়া সতর্কতা' জারির ওপর গুরুত্ব দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরের মার্চে তীব্র সমালোচনার মুখে বন্ধ হয়ে যায় যুক্তরাজ্যে লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ নিয়ে কাজ করা প্রথম সংস্থাটি, যার পরিচালনায় ছিল টাভিস্টক ও পোর্টম্যান এনএইচএস ট্রাস্ট।

সংস্থাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা এ সংক্রান্ত জটিল চিকিৎসার সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত নির্ধারণ করে ফেলতো।

ব্রিটিশ শিক্ষা বিভাগের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নতুন খসড়া নির্দেশিকাতে থাকা প্রস্তাব অনুযায়ী, যেকোনো বয়সের শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ পরিচয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তত্ত্ব শেখানো থেকে দূরে রাখা হবে। ---- ১৫ নং পৃষ্ঠা

১০ হাজারের বেশি বাংলাদেশিকে ফেরত যেতে হবে

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের আবেদনকারী (এসাইলাম-সীকার) বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বড় রকমের দুঃসংবাদ দিয়েছে সরকার।

যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশ ফাস্ট ট্র্যাক রিটার্ন চুক্তিতে সম্মত হয়েছে এবং এই চুক্তির আওতায় অ্যাসাইলাম আবেদন প্রত্যাখান হওয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। আর তাদের সংখ্যা হতে পারে ১০ হাজারেরও বেশি। গত বৃহস্পতিবার (১৬ মে) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাসাইলাম আবেদন করে ব্যর্থ হওয়া ---- ১৫ নং পৃষ্ঠা ...

ria Money Transfer
Send Money to Bangladesh
Bank Deposit | Cash Pickup | Mobile Wallet
Fast Safe Guaranteed

Southeast Bank Limited
AB Bank
RUPALI BANK LIMITED
রকেট
JAMUNA BANK
BRAC BANK
bKash
নগদ
Download the Ria App

ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে বিশেষ সেমিনার

মৃত্যুপুর্ববর্তী শেষ দিনগুলোর প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত

ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে মানুষের মৃত্যুপুর্ববর্তী শেষ দিনগুলোতে করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে এক বিশেষ সেনিমার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ মে বুধবার সকালে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চতুর্থ তলাস্থ সেমিনার রুমে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্যে ৬ থেকে-১২ মে পর্যন্ত পালিত জাতীয় ডায়িং ম্যাটার্স উইক উপলক্ষে এই সেমিনার আয়োজন করা হয় । মুলত ইস্ট লন্ডন মস্কের সিনিয়র সিটিজেন্স ফোরাম প্রজেক্ট, সেন্ট জোসেফ হসপিস ও ইস্ট লন্ডন ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । এতে শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের শুরুতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সিইও জুনায়েদ আহমদ।

সেমিনারের মুল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম, বার্টস হেলথ এনএইচএস ট্রাস্ট এর হেড অব চ্যাপলেন্সি ইমাম ইউনুস দুধওয়ালা, কনালটেন্ট ডক্টর জর্জি অজবর্ণ, প্রধান নার্স এমা রভিনসন, ইস্ট লন্ডন ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের এডভান্স কেয়ার প্লানার সাবিনা জাব্বার, সেন্ট জোসেফ হসপিসের ক্লিনিক্যাল নার্স স্পেশালিস্ট তাহমিনা আলী ও কম্পোশনেট কেয়ার কো-অর্ডিনেটর আয়ারুন চৌধুরী।

সেমিনারের সার্বিক তত্তাবধানে ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের হেড অব প্রোগ্রামস ও মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলম এবং ইএলএম সিনিয়র সিটিজেন্স ফোরামের কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মোহিত।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, একজন মানুষের জীবনের শেষগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোনো মানুষ মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌঁছে, ক্যান্সারের মতো দীর্ঘমেয়াদী দুরারোগ্য ব্যাধিতে চিকিৎসাধীন থাকা ব্যক্তিকে ডাক্তার মৃত্যুর একটি সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দেন, তখন ওই ব্যক্তির জীবনে অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। তিনি যদি বাকশক্তিসহ স্বজ্ঞান থাকেন তাহলে নিজেই তাঁর ইচ্ছাগুলোর কথা বলে রাখা উচিত । বাকশক্তি হারিয়ে ফেললে কাগজে লিখে রাখতে পারেন। মনে রাখতে হবে, শেষ ইচ্ছাগুলো বাকশক্তি ও জ্ঞান থাকা অবস্থায় বলে রাখা জরুরী। কারণ কখন বাকশক্তি চলে যায়, জ্ঞান থাকেনা বলা যায় না। মৃত্যুর পর দাফন কাফন কীভাবে হবে, মৃত্যূর সময় আপনাকে হাসপাতালে রাখা হবে, ঘরে রাখা হবে, নাকি হসপিসে রাখা হবে-এই বিষয়গুলো আপনি আপনার বাকশক্তি থাকা অবস্থায় ওসিয়ত করে যাবেন। মৃত্যুর পর আপনার জানাজা, দাফন-কাফন কোথায় হবে, আপনার ঘরবাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স, সহায়-সম্পদ কিভাবে উত্তারাধিকারীদের মধ্যে বিলি-বন্টন করা হবে- বিষয়গুলো আপনি একজন আইনজীবীর মাধ্যমে 'উইল' তৈরি যেতে পারেন। আপনি উইলের মাধ্যমে সম্পদের একটি অংশ চ্যারিটিতেও দান করতে পারেন । তাহলে কবরে বসে বসে সাদাকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পাবেন। নতুবা মৃত্যূর পর আপনার অনেক সহায়-সম্পদ রাষ্ট্রিয় মালিকানায় চলে যেতে পারে। রাষ্ট্রের মালিকানায় সম্পদ চলে গেলে তা হয়তো কোনো অনৈসলামিক খাতেও ব্যয় হতে পারে।

বক্তারা আরো বলেন, মৃত্যু অনিবার্য। যেকোনো সময়ই আমাদেরকে মৃত্যূর মুখোমুখি হতে হবে। বিশেষকরে দীর্ঘমেয়াদী রোগে অসুস্থ হলে চিকিৎসক আমাদেরকে মৃত্যুর একটি সম্ভাব্য সময় বলে দেন। তাই আমাদের জন্য প্রস্ততি গ্রহণ সহজ হয়। তাই মৃত্যুর নিয়ে কথা বলতে ভয় না করে অনিবার্য এই সত্যকে আলিঙ্গনের প্রস্তুতি সর্ম্পকে পরিবারের সদস্য ও চিকিৎসদের সাথে কথা বলা উচিত। জীবনের শেষযাত্রার সময়টুকু যেন পীসফুল বা শান্তিপুর্ন হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

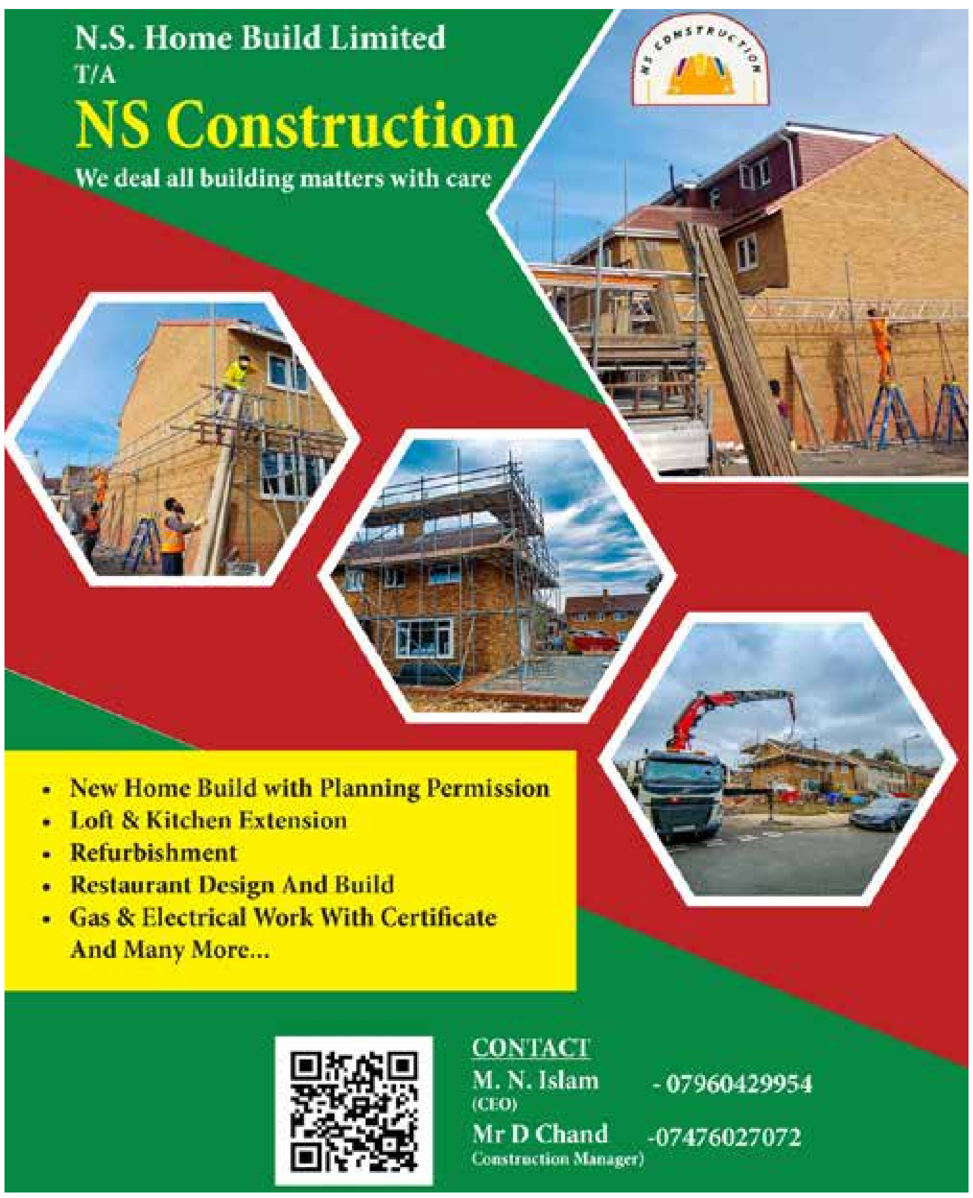

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier
07582 386 922
www.klsmanandvan.co.uk

সিলেটে মেয়র-চেয়ারম্যান মুখোমুখি

সিলেট প্রতিনিধি : সিটি করপোরেশন নির্বাচন থেকেই দুটি বলয়ে বিভক্ত সিলেট আওয়ামী লীগ। সম্প্রতি শীর্ষ দুই নেতার বাগ্‌যুদ্ধে আবারও প্রকাশ্যে এল এই বিভক্তি। এটি দলের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করছেন নেতারা।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী এবং সিলেট - ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডনে রেইনবো চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হচ্ছে ২ জুন

থাকছে ১৮টি ভাষায় ১৫ দেশের ৩৮টি সিনেমা

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪: রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ আগামী ২ জুন থেকে ৯ জুন পর্যন্ত ৮দিন ব্যাপী রেইনবো আন্তর্জাতিক - ১৫ নং পৃষ্ঠা ...

প্রেসিডেন্ট রাইসির জানাজায় মানুষের ঢল

দুর্ঘটনা না হত্যা তদন্তে ইরান

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ান সহ ৯ আরোহী নিহতের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ইরান। দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ বাগেরি উচ্চপর্যায়ের একটি দলকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্ত দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার আলী আবদুল্লাহি। দলটি ইতোমধ্যেই হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের এলাকায় পৌঁছে কাজ শুরু করে দিয়েছে। - ২১ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK
টাকা পাঠান বাংলাদেশে
অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK
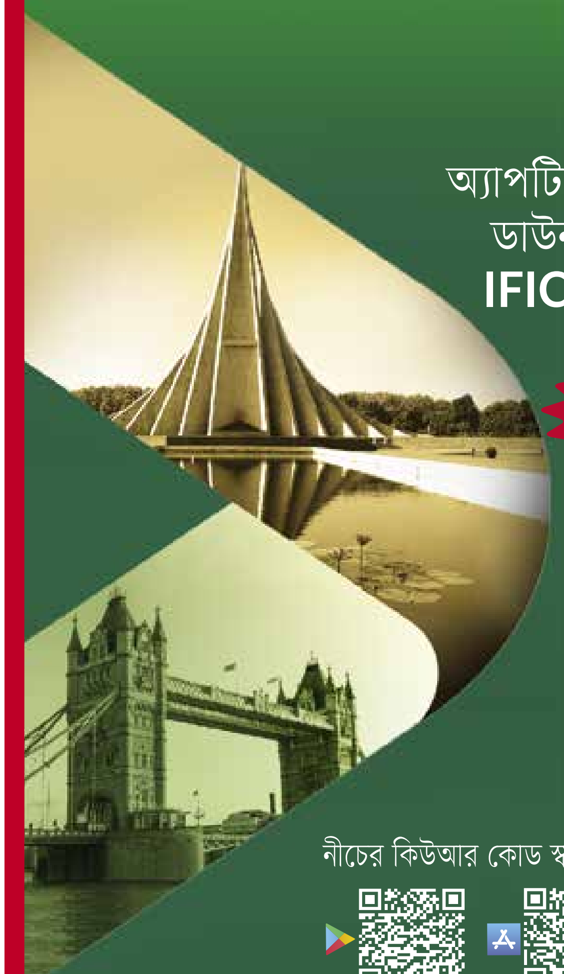
50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'
কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়
নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন
সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk
0207 247 9670
IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC
FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

আমেরিকার আশায় আন্দোলন করলে হবে না : নুর

ঢাকা, ২২ মে : আমেরিকার আশায় আন্দোলন করলে হবে না বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক

নুর। তিনি বলেন, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য নিজেদের আন্দোলন করতে হবে।

বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত 'ধারাবাহিক প্রহসনের নির্বাচন ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি।

নুর বলেন, 'গত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন জনগণ তার পছন্দের ব্যক্তিকে ভোট দিতে পারেনি। বিরোধীদলের কৌশল, দূরদর্শীতার অভাবে আওয়ামী লীগ এখনো ক্ষমতায় বসে আছে। বাংলাদেশ আরেকটা ফিলিস্তিন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।'

এ সময় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'অন্য কোনো দেশ আমাদের আন্দোলন করে দিয়ে যাবে, এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। গণবিরোধী শক্তিকে পরাজিত করতে হলে আমাদের নিজেদেরই আন্দোলন করতে হবে।'

দুদু আরও বলেন, 'বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করে রাজনীতিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য যে দেশ স্বাধীন হয়েছে সে দেশে এখন আর গণতন্ত্র নেই। এই সরকার দেশের সব প্রতিষ্ঠানকে একটি দলের আওতায় নিয়ে এসেছে।'

বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন মো. ফারুক রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় গণফোরামের মহাসচিব অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাবিবুর রশিদ হাবিব, এবি পার্টির সদস্যসচিব মজিবুর রহমান মঞ্জু, ইসলামী ঐক্য জোটের প্রেসিডেন্ট মো. শওকত আমিনসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ছাপানো টাকায় সরকারের ঋণ

আগের বকেয়া ৬২ হাজার কোটি টাকা

বাজারে থাকা ছাপানো টাকায় বাড়ছে মুদ্রা সরবরাহ, চাপ বাড়ছে মূল্যস্ফীতিতে

ঢাকা, ২১ মে : কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ছাপানো টাকায় চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত সরকার নতুন কোনো ঋণ নেয়নি। বরং আগের ঋণ থেকে ৩৬ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ কিছুটা কমলেও গত অর্থবছরে নেওয়া ঋণের এখনো ৬২ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। যে কারণে ছাপানো টাকার নেতিবাচক প্রভাব এখনো মূল্যস্ফীতিতে পড়ছে। ফলে এ হার এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের নেওয়া ঋণের স্থিতি মার্চ পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, গত অর্থবছরের বৈশ্বিক মন্দার কারণে রাজস্ব আয় কমে গেলে এবং বাড়তি ব্যয় মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে রেকর্ড পরিমাণ ঋণ নিয়েছিল সরকার। এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৮ হাজার কোটি টাকা। ওই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ স্থিতি ছিল ১ লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত সরকারের ঋণ স্থিতি কমে ১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য সময়ে ঋণ স্থিতি কমেছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। ঋণ কমেছে ১৮ দশমিক ০৫ শতাংশ। এ সময়ে নতুন কোনো ঋণ নেয়নি। বরং গত অর্থবছরে নেওয়া ঋণের সুদসহ ৩৬ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। ফলে ঋণ স্থিতি কিছুটা কমেছে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ছাপানো টাকায় ঋণ নেওয়াকে সরকারের খারাপ কাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কারণ, ছাপানো টাকায় ঋণ নিলেই মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যাবে। যথাসম্ভব এ ঋণ এড়িয়ে চলতে হবে। সরকারের অপচয় বন্ধ করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয় না।

তিনি আরও বলেন, সরকারের ঋণ গ্রহণের একটি পরিকল্পনা থাকা দরকার। যাতে আর্থিক খাত সরকারকে চাহিদা অনুযায়ী ঋণের জোগান দিতে পারে। একই সঙ্গে ঋণের টাকা উৎপাদন খাতেই নেওয়া উচিত। অনুৎপাদনশীল খাতে এ টাকা ব্যয় করা একেবারেই অনুচিত। সরকার মূল্যস্ফীতির হার কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। এটি করতে হলে ছাপানো টাকায় নতুন ঋণ নেওয়া যেমন বন্ধ করতে হবে, তেমনই আগের নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তা না হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যেসব টাকা বেরিয়ে গেছে, সেগুলো ফেরত আসবে না। ফলে মুদ্রার প্রবাহ বাড়তে থাকবে।

সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব সময়ই টাকা ছাপানোর কাজটি করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশমতো গাজীপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড টাকা ছাপানোর কাজটি করে। ছাপানো টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্ট জমা থাকে। ভল্টে থাকা অবস্থায় ছাপানো টাকাকে মৃত বা নির্জীব বা মূল্যহীন কাগজ বলা হয়। ভল্ট থেকে টাকা বাইরে এলেই জীবন পায়। মূল্যবান হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের টাকাকে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বা হাইপাওয়ার্ড মানি বলা হয়, যা বাজারে টাকার প্রবাহ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। এতে মূল্যস্ফীতির হারও বাড়ে। তবে উৎপাদন খাতে ছাপানো টাকার জোগান গেলে মূল্যস্ফীতিতে চাপ কম পড়ে। অনুৎপাদনশীল খাতে গেলে মূল্যস্ফীতিতে চাপ বেশি পড়ে। গত অর্থবছরে ছাপানো টাকার বেশির ভাগই গেছে অনুৎপাদনশীল খাতে। যে কারণে মূল্যস্ফীতিও বেড়ে ডাবল ডিজিটের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে এখন আবার বাড়তে শুরু করেছে। এপ্রিলে এ হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ। এর মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে ডাবল ডিজিটে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, গত বছরের মার্চের তুলনায় চলতি বছরের একই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের নেওয়া ঋণ বেড়েছে ১১ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা। ওই সময়ে ঋণ বেড়েছে ১০ দশমিক ৭৩ শতাংশ। তবে জুলাই-মার্চের হিসাবে ঋণ কমেছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ঋণ নিয়েছিল ৪৯ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা।

গত অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত সরকার ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নিয়েছিল ৪৭ হাজার ৭৯৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে ঋণ নিয়েছে ২১ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকা। আলোচ্য সময়ে সরকারের ঋণ কমেছে ২৬ হাজার ২৪১ কোটি টাকা।

গত অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে নন-ব্যাংক খাত থেকে সরকার ঋণ নিয়েছিল প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে নিয়েছে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। এ খাত থেকে সরকারের ঋণ বেড়েছে ৭ হাজার কোটি টাকা। সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ড বিক্রি করে সরকার এসব ঋণ নিয়েছে।

এদিকে সরকার আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ নিতে পারত; কিন্তু এখন সুদের হার বাজারভিত্তিক করতে গিয়ে ট্রেজারি বিল বন্ডের সুদের হার বেড়ে গেছে। এপ্রিলে এ হার বেড়ে গড়ে প্রায় ১১ শতাংশে উঠেছে। এতে সরকারের ঋণের খরচ বেড়ে গেছে, যা সরকারের ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ওলামা লীগের 'ধর্মের নামে ব্যবসা' চলবে না: ওবায়দুল কাদের

ঢাকা, ২১ মে : ধর্মের নামে ওলামা লীগে ব্যবসা চলবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ওলামা লীগে চাঁদাবাজদের স্থান নেই।

বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয়

কার্যালয়ের সামনে আজ সোমবার ওলামা লীগের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে কাজ করতে হলে দলের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ মেনে চলতে হবে। শেখ হাসিনার সৎ রাজনীতিকে অনুসরণ করতে হবে। ফ্রি স্টাইলে যা খুশি বলবেন—এই রকম লোকের দরকার নেই।

ওলামা লীগের ইতিহাস আওয়ামী লীগের জন্য খুব সুখকর নয় বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, 'অতিতে যা দেখেছি, কারও সঙ্গে কারও মিল নাই। নেতায় নেতায় বিভেদ। দলের আদর্শ পরিপন্থী সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিতে দেখছি অনেককে। আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের কেউ এমন উচ্চারণ করবে, সেটা আমি আশা করি না। নেতায় নেতায় বিভেদ আর চাই না। সত্যিকারের ওলামা দিয়ে এই সংগঠন গঠন করতে হবে। কোনো টাউট-বাটপার যেন অনুপ্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।'

যেখানে সম্মেলন, সেখানেই কমিটি করতে হবে—এমন নির্দেশনা দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেরি হলে কলহ বাড়ে, মতভেদ বাড়ে। শেষ পর্যন্ত সে কমিটি অনিশ্চয়তায় পড়ে যায়। দলের শৃঙ্খলা মেনে ওলামা লীগ করতে হবে। দলবিরোধী কোনো কাজ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র ধর্ম ইসলামের বিকাশে যে অবদান রেখেছেন, অন্য কোনো শাসক তা করেননি বলে মন্তব্য করেন সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বিএনপির নেতাদের কারাগারে পাঠানো-সংক্রান্ত দলটির বক্তব্যের জবাব দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, বিএনপির কোনো নেতা-কর্মীকে বিএনপি হিসেবে নয়, অপরাধী হিসেবে জেলে পাঠানো হয়েছে। অপরাধীদের কোনো দল নেই। তারা দুর্বৃত্ত, তারা সন্ত্রাসী।

ওলামা লীগের সভাপতি মাওলানা কে এম আবদুল মমিন সিরাজীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ, ধর্ম সম্পাদক সিরাজুল মোস্তফা, ওলামা লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক প্রমুখ।

ডিসি-ইউএনওদের জন্য কেনা হচ্ছে ২৬১ বিলাসবহুল গাড়ি

ঢাকা, ২২ মে : জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) জন্য ২৬১টি বিলাসবহুল গাড়ি কেনা হচ্ছে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ৩৮২ কোটি টাকা। বুধবার এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মুদ্রণ ও পরিবহন অধিশাখা) মীর নাহিদ আহসান মানবজমিনকে বলেন, ২০০টি গাড়ি হচ্ছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য এবং ৬১টি হচ্ছে ডিসিদের জন্য। বিষয়টি আরও চার থেকে পাঁচদিন আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির কাছে গিয়েছে। পিএসসি কমিটির মাধ্যমে পরবর্তীতে টেন্ডার হবে। এখন নীতিগত অনুমোদন হয়েছে। আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে পরিবহন কমিশনারকে গাড়িগুলো ক্রয়ের দায়িত্ব দেয়া।

টাকা ফেরত পাচ্ছেন না আমানতকারীরা

লুটপাটে কাবু আইসিবি, ইসলামিক ব্যাংক

ঢাকা, ২১ মে : লুটপাটে কাবু আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক এবার আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে পারছে না। ভেঙে পড়েছে ঋণ-আমানত শৃঙ্খলাও। ৮৭ শতাংশ খেলাপি ঋণ নিয়ে দীর্ঘদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেও এবার চরম তারল্য সংকটের কারণে গ্রাহকের চাপ নিতে পারছে না ব্যাংকটি। কয়েকদিনের ব্যবধানে ব্যাংকটির প□ন, কাওরান বাজার ও মৌলভীবাজার শাখার গ্রাহকরা টাকা তুলতে গিয়ে খালি হাতে ফেরত আসার ঘটনা ঘটেছে। গ্রাহক তার জমানো টাকা তুলতে গেলে শাখার কর্মকর্তারা যখন বলেন পরে আসেন-এটি একটি ব্যাংকের জন্য অশনিসংকেত বলে মন্তব্য করেছেন আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, গ্রহকের টাকা সরিয়ে নেওয়া বা লুটপাটের কারণে এমনটি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত সপ্তাহে এ ব্যাংকের মৌলভীবাজার শাখার গ্রাহক আব্দুল হামিদ মাহবুব টাকা তুলতে গেলে তাকে কোনো টাকা দেওয়া হয়নি। ওই শাখায় তার ১ লাখ টাকা জমা রয়েছে। মাহবুব বলেন, ‘মঙ্গলবার আমি ৫৫ হাজার টাকার চেক নিয়ে ব্যাংকে গিয়েছিলাম। শাখা ম্যানেজার জানান, তাদের কাছে তখন কোনো টাকা ছিল না।’ ওইদিন মৌলভীবাজার শাখার আরও ১৫-২০ জন আমানতকারীর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, টাকা না পেয়ে সাংবাদিকদের সহায়তা চাই। দুদিন পর (বৃহস্পতিবার) স্থানীয় সাংবাদিকদের সহায়তায় ওই শাখা থেকে মাত্র ২০ হাজার টাকা তুলতে পেরেছি।’

একই পরিস্থিতি ঢাকার পলটন ও কাওরান বাজার শাখায়ও। শাখা দুটিতে টাকা তোলার জন্য আসা আমানতকারীদের ফেরত যেতে হয়েছে খালি হাতেই। ব্যাংকটির প□ন শাখায় ২ লাখ টাকা জমা রয়েছে জাকির হোসেনের। বৃহস্পতিবার একটি চেক নিয়ে গেলে তাকে ফেরত আসতে হয় নগদ টাকা ছাড়াই। তিনি বলেন, ‘শাখা ম্যানেজার আমাকে আশ্বস্ত করেন টাকা তুলতে পারব। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে যে ব্যাংকের ভ□ খালি।’ গুরুতর তারল্য সংকটে পড়ে ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে জামানতমুক্ত তারল্য সহায়তা হিসাবে ৫০ কোটি টাকা চেয়েছিল আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ইতোমধ্যে ব্যাংকটির ৪২৫ কোটি টাকা দেনা থাকায় আবেদনের দুই সপ্তাহ পর তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যান্ড পলিসি ডিপার্টমেন্টকে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানায়। কারণ, এটি তারল্য সংকটের কারণে কার্যত বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘ব্যাংকটি জমাকৃত আমানত, মূলধনের ঘাটতি, উচ্চ খেলাপি ঋণ এবং তারল্য সংকটের কারণে পদ্ধতিগত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।’

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা যায়, পরিস্থিতি বর্তমানে খুব নাজুক। ব্যাংকটির কাছে এমন কোনো জামানত নেই, যার বিপরীতে এটি অন্যান্য ইসলামি ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে নগদ অর্থ ধার করতে পারে। এমনকি ব্যাংকটির কর্মীদের বেতনও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক বলেন, ‘আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত আছি। ব্যাংকের তহবিলের একটি বড় অংশ কিছু লিজিং কোম্পানির কাছে আটকে আছে, যে কারণে তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে। সেটা উদ্ধারে চেষ্টা করছি। এছাড়া ব্যাংকের মালয়েশিয়ান শেয়ারহোল্ডারকে নতুন করে তহবিল দিতে বলেছি।’

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের শেষের দিকে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক ১ হাজার ৮২৩ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতিতে পড়ে। ব্যাংকটির ৭৯০ কোটি ৪০ লাখ টাকা ঋণের ৮৭ শতাংশই খেলাপি। বর্তমানে তাদের ৩৩টি শাখায় ৩৫০ জন কর্মচারী রয়েছেন। আইসিবির একাধিক কর্মকর্তা জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কর্মীদের পুরো বেতন দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মুহাম্মদ শফিক বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা আগে কখনো এমন সংকটে পড়িনি। সব আমানতকারী একই সময়ে টাকা তুলতে আসছেন। যে কারণে তাদের টাকা দিতে হিমশিম খাচ্ছি। এ বছর গ্রাহকদের ৫০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে তারল্য সহায়তা চেয়েছিলাম। কিন্তু এখনো পাইনি। কারণ, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের জামানত হিসাবে কোনো তরল সম্পদ নেই। আশা করি, এ মাসের মধ্যে এই সংকট কেটে যাবে।’

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক যাত্রা শুরু করে ১৯৮৭ সালে, তখন এটি আল-বারাকাহ ব্যাংক নামে পরিচালিত হতো। ১৯৯৪ সালে এটি ‘সমস্যাযুক্ত ব্যাংকে’ পরিণত হয়। তখন ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ত্রুটিযুক্ত ব্যাংকগুলোয় পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রথা চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এরপর ২০০৪ সালে এটি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক নামে বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। তবে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়ার পর ২০০৬ সালের জুনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত করে দেয়।

ওরিয়েন্টাল ব্যাংক থেকে আনুমানিক ৩৪ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২০০৫ ও ২০০৬ সালে ৩৪টি মামলা হয়েছিল। তখন বাংলাদেশ ব্যাংক এটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং আমানতকারীদের অর্থ সুরক্ষার জন্য ব্যাংকের প্রশাসক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন নির্বাহী পরিচালককে নিয়োগ দেয়। ২০০৭ সালের আগস্টে ব্যাংকটির অধিকাংশ শেয়ার বিক্রির জন্য দরপত্র আহ্বান করে বাংলাদেশ ব্যাংক। তখন এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনাকারী সুইস আইসিবি গ্রুপের সঙ্গে দরপত্রে অংশ নেন দুজন দরদাতা। ২০০৮ সালে ব্যাংকটির নাম পরিবর্তন করে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের মতোই নানা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনায় চলছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও বেড়েছে অনেক। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। ফলে বাড়ছে নানারকম জালজালিয়াতি, অর্থ পাচার ও আত্মসাতের মতো ঘটনা। এতে নাজুক অবস্থায় পড়েছে পুরো আর্থিক খাত। এ অবস্থা থেকে ফেরাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত করে সুশাসন নিশ্চিত জরুরি। পাশাপাশি ঋণ কেলেঙ্কারির নেপথ্য নায়কদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

জানতে চাইলে বিআইবিএম-এর সাবেক মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বলেন, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের আজকের পরিস্থিতির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেই দায়ী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভুলনীতির কারণে ব্যাংকটির সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। যখন লুটপাটের শিকার হয়, তখন ব্যাংকটিকে অধিগ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সে খারাপ অবস্থায় আবার ব্যাংকটিকে বিক্রি করে দেয় মালয়েশিয়ান কোম্পানির কাছে। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

নির্বাচনে জয়লাভ করে উপজেলা চেয়ারম্যানের দুধ দিয়ে গোসল

ঢাকা, ২২ মে : রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভের পর ১৫ লিটার দুধ দিয়ে গোসল করেছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সদ্য বিজয়ী চেয়ারম্যান মো. এহসানুল হাকিম সাধন।

বুধবার দুপুরে দুধ দিয়ে গোসল করার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার পদমদী ইউনিয়নের কুরশী গ্রামের নিজ বাড়িতে গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে দেন।

মঙ্গলবার (২১ মে) রাতে ভোট গণনার পর এহসানুল হাকিম সাধনকে বেসরকারি ভাবে বিজয়ী ঘোষণা করেন বালিয়াকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম।

দুধ দিয়ে গোসল করা প্রসঙ্গে এহসানুল হক সাধন বলেন, নির্বাচনের পরে মানুষের অনেক ইচ্ছে ও প্রত্যাশা থাকে। সেগুলো পূরণ করতে হয়। আমি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে মানুষ আমাকে দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমার গ্রামের মানুষের দাবি আমি পূরণ করেছি।

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে বালিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদকে পরাজিত করে তিনি জয়লাভ করেন। এহসানুল হাকিম সাধন ৪২ হাজার ৬৮০ পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবুল কালাম আজাদ পেয়েছেন ৪১ হাজার ৬৮০ ভোট।

আজিজের ওপর নিষেধাজ্ঞায় খুশি হওয়ার কিছু নেই

ঢাকা, ২২ মে : সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় খুশি হওয়ার কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, অনেকেই খুশি হবেন যে, আজিজের স্যাংশন এসেছে, আমি মনে করি যে, ওটা হচ্ছে আরেকটা বিভ্রান্তি। এরকম বিভ্রান্ত আমরা সব সময় হচ্ছি, তখন র‍্যাবের বিরুদ্ধে হয়েছে, পুলিশের ৯ জন কর্মকর্তা র‍্যাবে ছিলেন- তাদের বিরুদ্ধেও স্যাংশন হয়েছিল। এতে করে কি তাদের (সরকার) সেই ভয়ঙ্কর যাত্রা বন্ধ হয়েছে? বন্ধ হয় নাই।

মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) একাংশের উদ্যোগে দলটির প্রতিষ্ঠাতা শফিউল আলম প্রধানের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আজিজ আহমেদ এবং তার পরিবারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, আমরা হাজারবার বলছি, সব সময় বলছি, গোটা দুনিয়া বলছে যে, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আকুণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে আছে। এখন তারা (সরকার) অস্বীকার করে, তারা দুর্নীতি করে না। এখন দেখেন এই যে, আজকেই খবর এসেছে যে, সাবেক সেনাপ্রধান (অবঃ) জেনারেল আজিজ আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তার পরিবারসহ। কেন? দুর্নীতি এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবিত করা এবং জনগণের বিশ্বাস ক্ষুণ্ন করা- এটা হচ্ছে একটা কেস। একথা কিন্তু আমরা বারবার বলেছি, আপনারা (সরকার) ব্যবহার করেছেন রাষ্ট্রযন্ত্রকে, আপনারা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন সেনাবাহিনীকে, ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন বিচারবিভাগকে, প্রশাসনকে এবং আজকে এমন একটা ত্রাস ও ভয়ের রাজত্ব তৈরি করেছেন- সাংবাদিকরাও কিন্তু মন এবং প্রাণ খুলে কিছু লিখতে পারেন না। প্রতিটি শব্দ চয়ন লিখতে চিন্তা করতে হয়, এ জন্য জেলে যেতে হবে কিনা? এজন্য মামলা খেতে হবে কিনা- এই হচ্ছে দেশের বর্তমান অবস্থা।

নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, আমার নিজের ঘর যদি নিজে সামলাতে না পারি, অন্য কেউ ঘর সামলিয়ে দেবে না।

খুলনায় ব্যালট বই ছিনিয়ে নিয়ে গণসিল

ঢাকা, ২২ মে : খুলনার ফুলতলা উপজেলার তিনটি ভোটকেন্দ্রে ব্যালট বই ছিনিয়ে নিয়ে গণসিল মারার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ওই ভোটগুলো বাতিল করেন। নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা এ টি

এম শামীম মাহমুদ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এছাড়া গতকাল খুলনার ফুলতলা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরুত্তাপ ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি কম থাকলেও পুরুষের চেয়ে নারী ভোটারের সংখ্যা ছিল বেশি। কোনো কেন্দ্রেই ভোটারের লম্বা লাইন চোখে পড়েনি।

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে ফুলতলা উপজেলার শিরোমণি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে (পশ্চিম পাশের ২ তলা ভবন) একজন মহিলা একটি বুথে প্রবেশ করে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট বই ছিনিয়ে নেন। তিনি ৩৩টি ব্যালট পেপারে সিল মারেন। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাকে আটক করে। ফুলতলা উপজেলার আনন্দ নিকেতন মডেল স্কুল ভোটকেন্দ্রে একটি কক্ষে কয়েকজন যুবক ১৯টি ব্যালট পেপারে সিল মারে। যার মধ্যে ৫টি ব্যালট বক্সে ঢুকিয়ে দেয় এবং ১৪টি ব্যালট বক্সে ঢুকাতে পারেনি।

একই ঘটনা ঘটেছে শিরোমণি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পশ্চিম পাশের ২ তলা ভবন কেন্দ্রে। কয়েকজন যুবক ভোট কক্ষে প্রবেশ করে ব্যালট বই ছিনিয়ে নেয়। তারা ৫১টি ব্যালট পেপারে সিল মারে। যার মধ্যে ১০টি ব্যালট বক্সে ঢুকিয়ে দেয় এবং ৪১টি ব্যালট বাইরে পড়ে ছিল। অন্য একটি কক্ষে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী ৫৭টি ব্যালট পেপারে সিল মারে যার ১টিও ব্যালট বাক্সে ঢুকাতে পারে নাই।

রিটার্নিং কর্মকর্তা এ টি এম শামীম মাহমুদ বলেন, শিরোমনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সিল মারা ৩৩টি ব্যালট পেপারের একটি বাক্সে ঢোকানো হয়নি। অন্যান্য ভোট কেন্দ্রেও গণসিল মারা ব্যালটগুলো প্রিজাইডিং অফিসাররা বাতিল করেছেন। যে ব্যালটগুলো বাক্সে ঢোকানো হয়েছিল, সেগুলোর পেছনে সিল ছিল না। গণনার সময় সেগুলোও বাতিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, অন্য সব কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। কোন প্রার্থীর সমর্থকরা ব্যালট পেপার কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে জড়িত তা তিনি জানাতে পারেননি।

১১ বছর পর এভারেস্ট চূড়ায় লাল সবুজের পতাকা

ঢাকা, ২০ মে : চট্টগ্রামের হালদা পাড়ের সন্তান ডা. বাবর আলী এভারেস্ট জয় করেছেন। পেশায় চিকিৎসক বাবর এখন ৬ষ্ঠ বাংলাদেশি এভারেস্ট বিজয়ী। সর্বোচ্চ চূড়া থেকে নেমে ক্যাম্পে ফিরে তিনি লোৎসে অভিযানেও

যাবেন। রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ উঁচু স্থান মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেছেন তিনি। তার এভারেস্ট অভিযানের সমন্বক ফরহান জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার বুড়িচ্চরে জন্ম নেয়া বাবর আলী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ৫১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। তিনি নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত।

জানা যায়, শনিবার দিবাগত রাতে ৭ হাজার ৯০০ মিটার উঁচু ক্যাম্প-৪ থেকে এভারেস্ট শিখরের পথে যাত্রা করেন বাবর। গত ১লা এপ্রিল এই তরুণ এভারেস্ট জয়ের উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়েছিলেন। অভিযানের সমন্বয়ক ফরহান জামান জানান, মাউন্ট এভারেস্টে অভিযান নিঃসন্দেহে দুরূহ একটা কাজ। আজ সেটি সম্পন্ন করে বাবর ২৭ হাজার ৯৪০ ফুট উচ্চতার মাউন্ট লোৎসে আরোহণে যাত্রা করবেন।

বাংলাদেশ থেকে আগে এভারেস্ট আরোহণ হলেও একই অভিযানে এভারেস্ট এবং লোৎসে আরোহণের চেষ্টা হয়নি পূর্বে। সেই চ্যালেঞ্জই নিয়েছেন বেশ কয়েক বছর ধরে নিজেকে হিমালয়ের নানান চূড়ায় অভিযানের জন্য প্রস্তুত করা বাবর। তিনি বলেন, এই অভিযানে মোট খরচ হচ্ছে ৪৫ লাখ টাকা। যাতে মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আছেন ভিজ্যুয়াল নিটওয়্যার লিমিটেড। এ ছাড়া সহ-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, ঢাকা ডাইভার্স ক্লাব, বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, ব্লু জে, চন্দ্রবিন্দু প্রকাশনী, গিরি, ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স।

এ ছাড়াও অভিযানের জন্য গণতহবিল সংগ্রহে অংশ নিয়েছেন দেশ-বিদেশের নানা সামাজিক ও ক্রীড়া সংগঠন এবং অগণিত শুভাকাংক্ষী। অভিযানের সার্বিক সমন্বয় করেছে ডা. বাবর আলীর ক্লাব ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স।

জানা যায়, ২০১৪ সালেই ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত নেপালে এক হিমালয় অভিযানে বাবর সামিট করেন পাঁচ হাজার মিটার উচ্চতার পর্বত। সেটিই তার হিমালয়ে পথচলা শুরু। এরপর পর্বতারোহণের বিশুদ্ধতম ধরন বলে পরিচিত আল্পাইন স্টাইলে ২০১৬ সালে ক্লাব থেকে সামিট হয় ভারতের মাউন্ট ইয়ানাম। যা ছিল বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার কোনো ২০ হাজার ফুট উচ্চতার পর্বত সামিট এবং সেই দলের সদস্য ছিলেন তিনি। পর্বতারোহণকে ধ্যানজ্ঞান মেনে তিনি বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করেন ভারতের নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং থেকে। ২০১৪ সাল থেকে প্রায় প্রতিবছর করেছেন এক বা একাধিক হিমালয় অভিযান। এ ছাড়াও নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে বাবর নিয়মিত দৌড়ান, করেছেন ক্রস কান্ট্রি সাইক্লিং, করেন কায়াকিং, পায়ে হেঁটে টানা ৬৪ জেলা ভ্রমণ করেছেন সিঙ্গেল ইজার প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে। ২০২৩ সালে তিনি ভারতের সর্ব উত্তরের কাশ্মীর থেকে সর্ব দক্ষিণের বিন্দু কন্যাকুমারী পর্যন্ত সাইকেলে চড়ে ভ্রমণ করেছিলেন।

যে ৫ খাবারে সুস্থ থাকবে দাঁত

ঢাকা, ২১ মে : মিষ্টিজাতীয় ও ভাজাপোড়া খাবার দাঁত ও মাড়ির জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব খাবার অতিরিক্ত খেলে হতে পারে দাঁতের ক্ষয়সহ বিভিন্ন রকম মাড়ির অসুস্থতা। তবে এমন কিছু খাবার আছে যেগুলো দাঁত ও মাড়ির সুস্থতার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। যেগুলো সবার হাতের নাগালেই রয়েছে এবং দাঁতের সুরক্ষার জন্য দারুণ উপকারী। এমন পাঁচটি খাবার হচ্ছে-

কচকচে সবজি : আমাদের সার্বিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে শাকসবজি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে যেকোনো কচকচে সবজি দাঁতে থাকা ব্যাকটেরিয়া দূর করে এবং দাঁত সুরক্ষিত রাখে। যেমন- প্রতিদিন যদি গাজর, ব্রকলি, মরিচ ইত্যাদি খাবার, খাদ্যতালিকায় থাকে তাহলে কোনো পণ্য বা চিকিৎসা ছাড়াই দাঁত ও মাড়ি সুস্থ থাকবে। তাই দাঁতের যত্নে প্রতিদিন এই সবজিগুলো খেতে হবে।

দুধের তৈরি খাবার : দুধ যে সুষম খাদ্য হিসেবে পরিচিত তা সবারই জানা। দুধ, দই, পনির ও দুধের তৈরি অন্যান্য খাবার দাঁতের অ্যানামেল মজবুত করতে সাহায্য করে। কারণ এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন। এই ক্যালসিয়াম আমাদের দেহের হাড় ও দাঁতে জমা থাকে এবং তা দাঁত ও হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতে দাঁতের ক্ষয় থেকে শুরু করে দাঁত পড়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। তাই দাঁত ও মাড়ির সুরক্ষায় প্রতিদিন খাবেন দুধ বা দুধের তৈরি খাবার।

বাদাম : সুন্দর ত্বক ও মজবুত চুল পেতে বাদামের উপকারিতা অনেক। চিনি-লবণ মুক্ত, আঁশ ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ একটি খাবার হচ্ছে বাদাম। এটি আমাদের দাঁতের অ্যানামেলকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া বাদাম চিবানো লালার নিঃসরণ বাড়ায়, যা দাঁতের ক্ষয় রোধ করে। তাই দাঁত ও মাড়ির সুস্থতার জন্য বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। নিজের পছন্দের যে কোনো বাদাম কিংবা মিক্সড বাদামও খেতে পারেন।

পেঁয়াজ ও রসুন : অনেকেই হয়তো জানেন না যে, পেঁয়াজ ও রসুন আমাদের দাঁতের জন্যও বেশ উপকারী। পেঁয়াজ ও রসুন দুটোই মুখের ব্যাকটেরিয়ার কারণে হওয়া মাড়ির প্রদাহ, দাঁতের ক্ষয়, ক্যাভিটি ইত্যাদি দূর করতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কি নিষিদ্ধ পল্লি- প্রশ্ন রিজভীর

ঢাকা, ২০ মে : বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলাদেশ ব্যাংক কি নিষিদ্ধ পল্লি? আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের 'বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকেরা কেন ঢুকবে' বক্তব্যের সমালোচনা করে রিজভী এই প্রশ্ন তোলেন।

রোববার নয়াপলটে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সহায়তা দেওয়া উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে রিজভী এই প্রশ্ন তোলেন। ফরিদপুরের মধুখালীতে দুই শ্রমিক ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁদের পরিবারকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে আজ নগদ অর্থসহায়তা দেওয়া হয়।

রিজভী বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক জনগণের আমানত রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। এখানে সাংবাদিকেরা তো যেতে পারেন। সাংবাদিকেরা দুবাই, মালয়েশিয়া, কানাডায় বাড়ি করেননি। যে মাফিয়ারা জনগণের পকেট কেটে অর্থবিত্তের মালিক হয়ে বিভিন্ন দেশে বিলাসে মগ্ন, তাদের কথা যেন দেশবাসী অথবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জানতে না পারে, সে জন্য সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, দেশের মানুষ একটা শূন্য গহ্বরের ভেতরে বসবাস করছে। পায়ের নিচে মাটি নেই। শুধু ব্যাংক থেকেই ১২ হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়ে গেছে। হাজার কোটি টাকা লোপাটকারীরা ক্ষমতাঘনিষ্ঠ মানুষ।

ইবিতে নবীন ছাত্রকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন

তদন্তে প্রমাণ মিললেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ঢিলেমি

ঢাকা, ২০ মে : তিন মাস আগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লালন শাহ হলে এক নবীন ছাত্রকে বিবস্ত্র করে র‍্যাগিং ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিয়ে হল কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক পৃথক দুইটি

তদন্ত কমিটি করা হয়। তদন্তে ঘটনার সত্যতা পায় কমিটি। গত এপ্রিলে কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় তারা। একইসঙ্গে শাস্তির সুপারিশও করা হয়। তবে প্রতিবেদন জমা দেয়ার ৩ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি কর্তৃপক্ষ। ঘটনা ধামাচাপা দিতে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তে ঢিলেমি করছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

তথ্যমতে, চলতি বছরের ৭ই ফেব্রুয়ারি লালন শাহ হলের গণরুমে (১৩৬ নম্বর কক্ষে) নবীন ছাত্রকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে। ভুক্তভোগী আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। ওইদিন রাত সাড়ে ১২টা থেকে ভোর সাড়ে ৪টা পর্যন্ত দফায় দফায় তার ওপর নির্যাতন চালানো হয় এবং ভয় দেখিয়ে বারবার বিছানাপত্র বাইরে ফেলে দেয়া হয় বলে জানায় ভুক্তভোগী। নির্যাতনের সময় উলঙ্গ করে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা, বারংবার রড দিয়ে আঘাত, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও নাকে খত দেয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ঘটনা প্রকাশ্যে এলে ১৩ই ফেব্রুয়ারি পৃথকভাবে তদন্ত কমিটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষ। এরপর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে প্রশাসনের তদন্ত কমিটি ও ২২শে এপ্রিল হল কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দেয়। তদন্তের প্রতিবেদনে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় বলে জানায় সূত্র। ফলে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে শিক্ষার্থী ও সচেতন মহল। দ্রুত বিষয়টির সুরাহা করার দাবি তাদের।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় গুরুতর অভিযুক্ত হিসেবে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের মুদাচ্ছির খান কাফী ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মোহাম্মদ সাগরের নাম উঠে আসে। এ ছাড়া ইতিহাস বিভাগের উজ্জ্বল হোসেনের কম সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে জানা যায়। তারা সবাই ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী। প্রশাসন কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ড. দেবাশীষ শর্মা বলেন, গত ঈদের ছুটির আগেই আমরা ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়েছি। সিদ্ধান্তের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ভালো বলতে পারবে। প্রক্টর ড. শাহাদৎ হোসেন আজাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাসহ নানাবিধ ব্যস্ততায় বিষয়টা একটু পিছিয়ে গেছে। তবে হয়তো খুব দ্রুত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এই বিষয়ে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) এইচএম আলী হাসান বলেন, এখনো ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির সভা হয়নি। কিছুদিনের মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির সভা ডাকা হবে। সেখানে তদন্ত রিপোর্টের আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

গণসংহতির হুঁশিয়ারি

ঋণখেলাপিদের তালিকা প্রকাশ না করলে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘেরাও

ঢাকা, ২২ মে : আগামী ৩০ জুনের মধ্যে ঋণখেলাপি ও অর্থ পাচারকারীদের তালিকা প্রকাশ না করলে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে গণসংহতি

আন্দোলন। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক-সংলগ্ন সড়কে আয়োজিত সমাবেশ থেকে এ হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এর আগে দলটি একটি মিছিল নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবিতে আজ দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছেই পদচারী-সেতুর নিচে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে গণসংহতি আন্দোলন।

সমাবেশে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ চায় বাংলাদেশের ব্যাংক ও ব্যাংকের সম্পদ সুরক্ষিত থাকুক। দেশের সব সম্পদ দখল হয়ে যাচ্ছে, সেটা দেশবাসীকে পরিষ্কার করে জানাতে আজ আমাদের এই বিক্ষোভ। ব্যাংক লোপাটকারীদের নাম দেশের জনগণকে জানাতে হবে। যদি কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে এখানে আরও বড় আকারে বিক্ষোভ হবে।'

জোনায়েদ সাকি বলেন, খেলাপি ঋণের অর্থের পরিমাণ ১ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা বলা হলেও সেটা ৪ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ঋণখেলাপিদের ঋণ ফেরত দেওয়ার চাপ না দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের নির্দেশে নাকি ঋণ মাফ করে দেয়। আসলে এরা নানা রকম ফন্দিফিকির করে ঋণ মওকুফ করে দেয়। জনগণের কাছে এগুলোর কোনো পরিসংখ্যান নেই।

জনগণের সঞ্চিত টাকা কতিপয় 'চিহ্নিত' লুটেরা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলে জোনায়েদ সাকি বলেন, অন্যদিকে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করে দিয়ে নতুন ব্যাংক লোপাটের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। দুর্বল ব্যাংকের লোপাটকারী পরিচালকদের শাস্তি তো হয়নি; বরং তারা সবল ব্যাংকের পরিচালক হচ্ছেন। তিনি হুঁশিয়ার করে বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে সবকিছুর হিসাব আছে, লুটপাটের পরিমাণেরও হিসাব আছে, আমরা সব ঋণখেলাপির হিসাব চাই।'

বিক্ষোভ সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য হাসান মারুফ, তাসলিমা আখতার, মনির উদ্দীন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূঁইয়া, জুলহাস নাইন, দীপক রায়, তরিকুল সুজন; কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলিফ দেওয়ান, অঞ্জন দাস, মিজানুর রহমান মোল্লা; ঢাকা দক্ষিণের সদস্যসচিব সেলিমুজ্জামান প্রমুখ।

কারাগারকে বিরোধীদের স্থায়ী ঠিকানা বানাতে চাচ্ছে সরকার: রিজভী

ঢাকা, ২১ মে : সরকার কারাগারকে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের স্থায়ী ঠিকানা করতে চাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গত সোমবার রাজধানীর নয়াপলটনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন কথা বলেন।

বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির সদস্য ইশরাক হোসেনকে কারাগারে পাঠানো সম্পর্কে রুহুল

কবির রিজভী বলেন, ইশরাককে একটি মিথ্যা মামলায় জামিন না দিয়ে সরকারের নির্দেশে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পেশিশক্তির জোরে চলছে বিরোধী দল দমনের কর্মসূচি।

উল্লেখ্য, গত রোববার রাষ্ট্রদ্রোহের এক মামলায় ইশরাক হোসেনকে কারাগারে পাঠান আদালত। সেদিন তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করে ১২টি মামলায় জামিন আবেদন করেন। আদালত ১১টি মামলায় জামিন মঞ্জুর করলেও পলটন থানার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আজকের সংবাদ সম্মেলনে আদালতের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রিজভী। তিনি বলেন, আদালতের স্বাধীনতা থাকলে সাজানো মামলায় বিপুলসংখ্যক বিএনপি নেতা-কর্মীকে সাজা দেওয়া যেত না। তাঁর অভিযোগ, মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত মামলায় অন্যায়ভাবে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আতাউর রহমান, বনানী থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদসহ মোট ৩০ নেতা-কর্মীর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া ক্যান্টনমেন্ট থানার তিনটি মামলায় মোট ১৪ নেতা-কর্মী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে জামিন চাইতে গেলে আদালত তাঁদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান।

ইশরাক হোসেনসহ বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার, সাজা বাতিল ও অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান রিজভী।

দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষেরা এখন কারাগারে, আর টেন্ডারবাজ, সিন্ডিকেটবাজ, চাঁদাবাজ ও ঋণখেলাপিদের দৌরাত্ম্য এখন চরমে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এই নেতা। তিনি বলেন, অনিয়ম, অপচয়, দুর্নীতি ও মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবনে হতাশা, অশান্তি ও নৈরাজ্য নেমে এসেছে।

শীর্ষ ব্যবসায়ী অনুমতি না নিয়ে বিদেশে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন অভিযোগ করে এই বিএনপি নেতা বলেন, নিয়মনীতি না মেনে ক্ষমতাঘনিষ্ঠের কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং খাতে চরম অব্যবস্থাপনা। বিরোধী দলের কথা বলা, স্বাধীন মত প্রকাশ করা আওয়ামী লীগের নীতিবিরুদ্ধ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

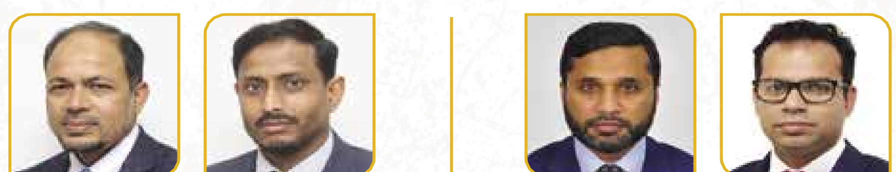

ASADUZZAMAN | FAKHRUL ISLAM | SAYED HASAN | SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

সিলেটে স্প্রে চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার

সিলেট, ২২ মে : সিলেট নগরে সিএনজি অটোরিকশায় যাত্রী ও চালকবেশে ছিনতাই চক্রে জড়িত দুইজন আটক হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ছিনতাইকৃত মালামাল উদ্ধার করা হয়। আটককৃতরা হলো- ইব্রাহিম হোসেন ইমন ও আছকন্দর আলী। মঙ্গলবার তাদের আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহপরাণ (রহ.) থানা পুলিশ।

নগরীতে নিয়মিত ছিনতাই'র শিকার হচ্ছেন অনেকে। অটোরিকশা নিয়ে ওত পেতে থাকা ছিনতাইকারী চক্রের খপ্পরে পড়ে কেউ হারাচ্ছেন টাকা আর কেউ দামি মোবাইল। চক্র অটোরিকশার ভেতরে অস্ত্র ধরে অথবা চেতনানাশক স্প্রে করে যাত্রীর সর্বস্ব লুটে তাকে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। সম্প্রতি এই চক্র সক্রিয় হয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই প্রচার করছেন।

পাওনা না পেয়ে ভাড়া বাড়াচ্ছে বিদেশি এয়ারলাইন্স

ঢাকা, ২২ মে : বাংলাদেশের কাছ থেকে পাওনা ডলার ছাড় করে নিজ দেশে নিতে না পেরে টিকিটের মূল্য বাড়িয়ে চলছে বিদেশি এয়ারলাইন্স-গুলো। প্রায় দেড় বছরের বকেয়ার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশন (আইএটিএ)। সংগঠনটি দ্রুত এয়ারলাইন্সগুলোর বকেয়া পরিশোধের তাগিদও দিয়েছে। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোর বাংলাদেশের কাছে পাওনা ৩২ কোটি ৩০ লাখ ডলার। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১১৭ টাকা দরে) ৩ হাজার ৭৭৯ কোটি ১০ লাখ টাকা। বিবৃতিতে এশিয়া-প্রশান্ত অঞ্চলে আইএটিএ'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফিলিপ গোহ বলেছেন, লিজ চুক্তি, খুচরা যন্ত্রাংশ, ওভারফ্লাইট ফি এবং জ্বালানির মতো ডলার নির্ভর খরচ মেটাতে বিভিন্ন দেশের কাছে এই পাওনা সময়মতো পরিশোধ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই পাওনা পরিশোধে বিলম্ব দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন এবং তা বিমান সংস্থার জন্য ঝুঁকির হার বৃদ্ধি করে। এর আগে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশকে দেয়া আইএটিএ'র বিজ্ঞপ্তিতে ২০ কোটি ৮০ লাখ ডলার ও ২০২৩ সালের জুনে প্রায় ২১ কোটি ডলার বকেয়া থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল।

গত বছর বাংলাদেশ, পাকিস্তান ছাড়া আরও তিনটি দেশকে বকেয়া পরিশোধের নোটিশ দিয়েছিল আইএটিএ। তবে অন্য তিনটি দেশই এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসলেও বাংলাদেশ পারেনি। এভিয়েশন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক দেশ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়।

তাদেরকে নোটিশও দেয় আইএটিএ। তবে অন্যান্য দেশ এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উদাহরণ আছে। এসব বকেয়া সময়মতো পরিশোধ করা প্রয়োজন। কারণ এ ধরনের নোটিশের পরেও যদি পরিশোধ করা না হয় তবে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। এ ছাড়া বকেয়া ডলারের জন্য একদিকে এয়ারলাইন্সগুলো বাংলাদেশ থেকে ফ্লাইট সীমিত করছে। অন্যদিকে তারা ভাড়া বাড়াচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে টিকিট বিক্রি যেমন কমেছে তেমনি যাত্রীরাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কিন্তু চলমান ডলার সংকটের কারণে বাংলাদেশও তাদের পাওনা পরিশোধ করতে পারছে না। এতে করে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক এয়ারলাইন্স বাংলাদেশে স্টেশন করার আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে তারা যখন বকেয়ার বিষয়টি জানতে পারছে তখন তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছে। আবার যাত্রী বেশি হওয়াতে যেসব এয়ার লাইন্স ফ্লাইট বেশি পরিচালনার চিন্তা করেছিল তারাও ফ্লাইট কমিয়েছে।

এভিয়েশন সূত্রগুলো বলছে, ৩০টি আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ থেকে ফ্লাইট পরিচালনা করে। বাংলাদেশে বিক্রি হওয়া টিকিট বিক্রির যে টাকা তারা পায় সেটি আইএটিএ'র মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। ট্রাভেল এজেন্সিগুলো টিকিট বিক্রি করে সেই টাকা আইএটিএ'র অ্যাকাউন্টে জমা দেয়। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক চূড়ান্তভাবে টিকিটের অর্থ ছাড় দেয় এবং সেটি ডলারের মাধ্যমে পেমেন্ট করা হয়। কিন্তু ব্যাংকগুলোতে ডলার সংকট থাকায় পরিশোধ করা যাচ্ছে না। তবে সূত্র বলছে, বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যায়ক্রমে এয়ারলাইন্সগুলোর পাওনা ছাড় দিচ্ছে। তবে শিডিউল ব্যাংকগুলোতে ডলারের সংকট রয়েছে।

ট্র্যাভেল ও রিক্রুটিং এজেন্সির ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিদেশি এয়ারলাইন্সের পাওনা পরিশোধ না করাতে বহু ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে দেশের এভিয়েশন খাত। ডলারের দাম বাড়ার কারণে আগে যে দামে টিকিট কিনতে পারতেন যাত্রীরা এখন তার চেয়ে অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। প্রতি মাসে, বেশি টাকা গুনতে হচ্ছে যাত্রীদের। এতে করে যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। বাধ্য হয়েই বেশি টাকা দিয়ে টিকিট কিনে গন্তব্যে যাচ্ছেন। বিগত বছরের তুলনায় এমনিতেই সব ধরনের যাত্রী কমে গেছে। তাই টিকিট বিক্রি করে যারা কমিশন পেতো সেটিও কমে গেছে। অনেক যাত্রী এখন কৌশলী হয়ে বিদেশ থেকে টিকিট কিনছেন। ফলে দেশের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। সরকারও রাজস্ব হারাচ্ছে। দেশের টিকিট এজেন্টরাও কমিশন পাচ্ছে না। ফ্লাইট বন্ধ ও সীমিত করার কারণে বিমানবন্দরগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষ করে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল ঘিরে যে পরিকল্পনা তার বাস্তবায়ন নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

ইরানি প্রেসিডেন্টের মর্মান্তিক মৃত্যু আমরা গভীরভাবে শোকাহত

রোববার মর্মান্তিক এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি নিহত হয়েছেন। জানা যায়, আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী এলাকায় দুদেশের যৌথভাবে নির্মিত একটি বাঁধ উদ্বোধন করে হেলিকপ্টারে ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজে ফিরছিলেন তিনি। তার হেলিকপ্টারে সহযাত্রী ছিলেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আব্দুল্লাহিয়ান, পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের গভর্নর মালেক রহমাতিসহ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা। পথে পূর্ব আজারবাইজানের জোলফা এলাকার কাছে দুর্গম পাহাড়ে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়।

প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিহতের ঘটনায় স্বভাবতই ইরানজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দেশটির জনগণকে উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় ইরানের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর খবরে ইরানের সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ, ইরাক, ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া, ভেনিজুয়েলা, আর্মেনিয়াসহ বিভিন্ন দেশের নেতারা।

এদিকে প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়ার পর ইরানের মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক হয়েছে। এটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি অন্তর্ঘাতমূলক হামলা, তা স্পষ্ট নয়। তেহরানের তরফ থেকে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে দেশটির সংবিধান অনুযায়ী পরবর্তী ৫০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে এবং নতুন প্রেসিডেন্ট বেছে নিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে দেশটির সংবিধান অনুযায়ী সর্বোচ্চ নেতার অনুমোদনের মাধ্যমে ইরানের সপ্তম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বে থাকা মোহাম্মদ মোখবারের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের কথা।

প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যুতে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। ইসরাইল-গাজা সংঘাতের এ সময়ে তেহরানের সঙ্গে তেলআবিবের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

প্রেসিডেন্ট রাইসিকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসাবে দেখা হতো। বলা হয়, তার শাসনামলেই ইরান পর্যাপ্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ হয়েছে, যার মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব। তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞাও ছিল। ইরানের প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পূর্ব আজারবাইজানের গভর্নরসহ হেলিকপ্টারে থাকা সব আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি। দেশটির শোকার্ত জনগণের প্রতি প্রকাশ করছি সংহতি ও একাত্মতা। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আশা করি, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে।

রাইসির মৃত্যু কি ইরানকে ফের অস্থির করে তুলবে

জ্যাক ডেটশ

উত্তর ইরানের পাহাড়ি এলাকায় কপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে রোববার প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের মৃত্যু ইরান ও এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎকে কিছুটা হলেও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশে ভ্রমণ করার সময় প্রেসিডেন্ট রাইসির সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাহিয়ানও নিহত হন।

ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাস্থল খুঁজে পেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেছে। কুয়াশা এতটাই ঘন ছিল যে হেলিকপ্টারটি শনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্যাটেলাইটগুলোর সহায়তা চাইতে ইরানিদের বাধ্য হতে হয়েছে।

ইরান যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কঠোর পন্থা বেছে নিয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যকে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের কিনারে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এমন এক সময় এই দুর্ঘটনাকে ইরানের রাজনীতিতে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু রূপান্তরমূলক যুগের উপসংহার বলা যেতে পারে।

প্রায় তিন বছরের ক্ষমতাকালে ইব্রাহিম রাইসি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং সামাজিক নীতিকে আগের চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল জায়গায় নিয়ে যান। পূর্বসূরি হাসান রুহানির পর তিনি এই অঞ্চলে ইরানকে স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় ঠেলে দেন।

ইরানের একজন শুরা সদস্য কিছুদিন আগে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির সঙ্গে রাইসির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং দেশটির অনেক কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞের ধারণা ছিল, খামেনির উত্তরাধিকারী হওয়ার দৌড়ে রাইসি প্রথম সারিতে থাকবেন।

২০১৮ সালে তৎকালীন ট্রাম্প সরকার ইরান চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তিন বছর পর গদিতে বসে রাইসি ক্রমাগত ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে গতি বাড়িয়েছিলেন এবং ইরান চুক্তি নিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে আলোচনার গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন। রাইসির অধীনস্থ ইরান সরকার ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে এবং রাশিয়াকে শাহেদ নামের আত্মঘাতী ড্রোন এবং প্রচুর গোলাবারুদ দিয়েছে।

এখন রাইসির মৃত্যুজনিত আগাম নির্বাচনকে ঘিরে শাসক শ্রেণির শীর্ষে দলাদলি ও রেষারেষির আশঙ্কা আছে। ৮৫ বছর বয়সী খামেনির সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে রাইসির নাম উঠে আসছিল। কিন্তু এখন তাঁর মৃত্যুর কারণে খামেনির উত্তরসূরি নির্ধারণ প্রশ্নে ইরানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অস্থিরতার মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

গত বছরের অক্টোবরে ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে রাইসির ইরান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিভিন্ন কৌশলগত স্বার্থে আঞ্চলিক প্রতি যোদ্ধাদের দিয়ে হামলা চালিয়েছে। তাঁর এই অকস্মাৎ মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে ইরান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পশ্চিমদের সম্পর্কে ইরানের গ্রহণ করা নীতি এবং কৌশল সম্পর্কে রাইসি তাঁর দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যে শক্ত সংহতি স্থাপন করে গেছেন তাতে মনে হচ্ছে, তাঁর জায়গা কে প্রেসিডেন্ট হবেন, সেটি কোনো বড় বিষয় হিসেবে থাকছে না। কারণ প্রেসিডেন্টের গদিতে এখন যে-ই বসুন না কেন, ইরানে রাইসির অনুসৃত নীতির কোনো বদল হবে না।

ইরানের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখেন ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অব ডেমোক্রেসিস (এফডিডি)-এর জ্যেষ্ঠ ফেলো বেহনাম বেন তালেবলু। তাঁর ভাষ্য হলো, ৭ অক্টোবরের পর মধ্যপ্রাচ্য যেভাবে বিশ্বকে ঝাঁকুনি দিয়েছে তা রাইসিসহ কিংবা রাইসিবিহিন–উভয় ইরানের জন্যই সন্তোষজনক হবে।

ইরানের সংবিধান অনুযায়ী আগামী ৫০ দিন প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবার মন্ত্রিসভার প্রধান হিসেবে থাকবেন এবং এর মধ্যে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করবেন।

বিশ্লেষকেরা বলেছেন, সাম্প্রতিক পার্লামেন্টারি নির্বাচনে রেকর্ড মাত্রার কম ভোট পড়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ নির্বাচনের সময় রাইসির জয় নিশ্চিত করার জন্য খামেনি ও তাঁর সহযোগীরা সব ধরনের ক্ষমতা খাটিয়েছিলেন এবং অন্য সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে রাইসি ইরানের প্রসিকিউশন কমিটিতে কাজ করেছিলেন। এই কমিটির মাধ্যমেই ১৯৮৮ সালে ইরান সরকার প্রায় ৫ হাজার ভিন্নমতাবলম্বীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল। রাইসিকে জাতিসংঘ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা

> লক্ষ্য করার বিষয় হলো, উদ্ধারকর্মীরা যখন রাইসির বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটির সন্ধান করছিলেন, তখন রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ইরানের জনগণকে তাঁর জন্য দোয়া করতে বলা হচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে কিছু ইরানিকে কট্টরপন্থী রাইসির সম্ভাব্য মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করে আতশবাজি ফাটাতে দেখা গেছে।

আরোপ করেছিল। তাঁর চালু করা কঠোর নীতির শিকার হয়েছিলেন ২২ বছর বয়সী মাহশা আমিনি।

এখন রাইসির মৃত্যুজনিত আগাম নির্বাচনকে ঘিরে শাসক শ্রেণির শীর্ষে দলাদলি ও রেষারেষির আশঙ্কা আছে। ৮৫ বছর বয়সী খামেনির সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে রাইসির নাম উঠে আসছিল। কিন্তু এখন তাঁর মৃত্যুর কারণে খামেনির উত্তরসূরি নির্ধারণ প্রশ্নে ইরানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অস্থিরতার মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর বৃহত্তম শাখা ও দেশটির অর্থনীতির বড় অংশকে নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) রাজনীতিতে তার অবস্থান শক্তিশালী করতে অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটির নিয়ার ইস্ট সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের অধ্যাপক এবং অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন সেনা কর্নেল ডেভিড ডেস রোচেস বলেন, খামেনি চলে গেলে তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। এ অবস্থায় আইআরজিসি একটি ধীর গতির অভ্যুত্থান ঘটাবে কিনা সেটিই দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, উদ্ধারকর্মীরা যখন রাইসির বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটির সন্ধান করছিলেন, তখন রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ইরানের জনগণকে তাঁর জন্য দোয়া করতে বলা হচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে কিছু ইরানিকে কট্টরপন্থী রাইসির সম্ভাব্য মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করে আতশবাজি ফাটাতে দেখা গেছে।

নেভাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইরান বিশেষজ্ঞ আফশোন অস্তোভার রাইসির মৃত্যুর নিশ্চিত খবর প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে তাঁর এ হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজকের দুর্ঘটনা এবং প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্ভাব্য মৃত্যু ইরানের রাজনীতিকে নাড়িয়ে দেবে। কারণ যাই হোক না কেন, প্রশাসনের মধ্যে যে এখন একটি ফাউল খেলার ধারণা ছড়িয়ে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। উচ্চাভিলাষী গোষ্ঠীগুলো সুবিধা আদায়ের জন্য সুযোগ খুঁজতে পারে।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগাম নির্বাচনে ইরানে উদারনৈতিক কোনো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা কম; তবে রাইসির মৃত্যু প্রতিবাদ আন্দোলনকে আবার চাগিয়ে তুলতে পারে।

জ্যাক ডেটশ ফরেন পলিসির পেন্টাগন এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদক

ফরেন পলিসি থেকে নেওয়া। অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ

বিশিষ্ট আইনজীবী, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, যুক্তরাজ্যস্থ নিউহ্যাম বারার সাবেক ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেছেন, সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে আমরা এই সমাজ থেকে সহজেই দারিদ্রতা দূর করা সম্ভব। তিনি বলেন, সমাজের বিত্তবানরা মানবিক চেতনা লালন করে যদি সুবিধাবঞ্চিতদের পাশে দাড়ান তবে এই সমাজের মৌলিক সংকট সহজেই দূর হবে।

ব্যারিস্টার নাজির আহমদ গত ১০ মে শুক্রবার তার নিজ অর্থায়নে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সিলেট নগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ কিছু সুবিধাবঞ্চিত পুরুষ ও নারীকে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

ব্যারিস্টার নাজির আরও বলেন, বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। এ দেশের মানুষগুলোর রয়েছে অফুরন্ত জীবনীশক্তি ও কর্ম স্পৃহা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে যথাযথ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টন না থাকায় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছি। এ দেশ আমাদের প্রিয় স্বদেশ। আমাদেরকেই দেশ এবং মানুষের কল্যানে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতে হবে।

নগরীর জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিলেট জজ কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সেলিম মোহাম্মদ আলী আসগর, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও শিক্ষাবিদ মোস্তফা মিয়া, সিনিয়র সাংবাদিক কোম্পানীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি শাব্বির আহমদ, লেখক ও কবি জায়েদ আলী, বিশিষ্ট আইনজীবী মুমিনুর রহমান প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট মেট্রোপলিটন ক্লাবের পক্ষ থেকে সমাজসেবক সাইদুল ইসলামকে সংবর্ধনা

লন্ডনে সফররত বড়লেখার তরুণ সমাজসেবক (সিআইপি) মো. সাইদুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে সিলেট মেট্রোপলিটন ক্লাবের পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন সিলেট মেট্রোপলিটন ক্লাব ইউকের আহবায়ক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক বাংলাদেশ সেন্টারের সংস্কৃতি উপ কমিটির আহবায়ক ফখরুল আম্বিয়া। ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানান বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী কবি ফয়েজুল ইসলাম ফয়েজ নুর।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বৃটেনের আগামি নির্বাচনে কামডেন এলাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট এমপি প্রার্থী সাবেক কাউন্সিলর ওয়াইছুল ইসলাম ওয়াইছ, মিডিয়া বাক্তিত্ব রেডিও টিভি উপস্থাপক মিছবাহ জামাল, জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপিকা হেনা বেগম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও রেডিও প্রেজেন্টার হাফসা ইসলাম।

এসময় ক্লাবের আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাদিক রহমান বকুল, সৈয়দ সাদেক আহমদ, মঈনুল ইসলাম, রোকন উদ্দিন, মোহাম্মদ আলি মাসুম, অয়েস, ফয়সল আহমদ, খলিল মিয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি সাইদুল ইসলাম দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন ও প্রবাসীদের যেকোনো সমস্যার সমাধানকল্পে সহযোগিতার পাশাপাশি বিশেষ করে ঢাকা এয়ারপোর্টে প্রবাসীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াবেন বলে আশ্বাস দেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

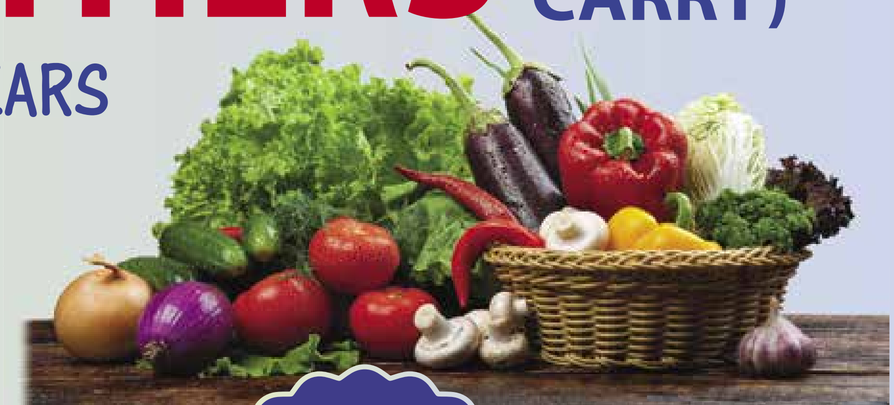

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

লন্ডনে স্মরণ সভায় বক্তারা

নাসির আহমদের কর্মময় জীবন নতুন প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয়

বার্মিংহামে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনকারীদের অন্যতম, যুক্তরাজ্যের প্রবীণ কমিউনিটি সংগঠক আলহাজ্ব নাসির আহমেদ স্মরণে দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ মে সোমবার পুর্ব লন্ডনের লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি হলে এই স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রাস্টের সভাপতি বদরুল হোসেন জুনা চৌধরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইকবাল আহমেদ ও নির্বাহী সদস্য মুহিবুর রহমান লাভলুর যৌথ পরিচালনায় শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আ ফ ম শুয়াইব।

স্মরণসভার প্রধান অতিথি ছিলেন লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটসের নবনির্বাচিত স্পিকার কাউন্সিলর ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ।

বিশেষ অথিতির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও চ্যানেল এস টিভির চেয়ারম্যান আহমেদ-উস-সামাদ জেপি, জিএসসির চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের, বিসিএ'র সভাপতি ওলি খান এমবিই, প্রবীণ কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কবির উদ্দিন, আব্দুল আজিজ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, ব্রিকলেন জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নজরুল ইসলাম, বার্মিংহাম মালটিপারপাস সেন্টারের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব কামরুল হাসান চুনু, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাসন, কাউন্সিলর সদরুজ্জামান খান, কাউন্সিলর দেলওয়ার খান, জিএসসির সেক্রেটারি আলহাজ্ব খসরু খান, প্রবাসী বালাগন্জ আদর্শ উপজেলা সমিতির সভাপতি রশিদ আহমেদ, ফুলতলি কমপ্লেক্স ও ইসলামী সেন্টার এর প্রিন্সিপাল আল্লামা কাদের আল হাসান, উইল স্ট্রিট মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারের সভাপতি আজির উদ্দিন আবদাল, বালাগঞ্জ ওসমানীনগর গরীব কল্যাণ ট্রাস্টের সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াদুদ, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আনহার আলী, ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি আবুল কালাম, তহুর আলী, সাবেক উপদেষ্টা আব্দুর রব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আলহাজ্ব নাসির আহমেদ এর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, নাসির আহমেদ ব্রিটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির ভিত্তি স্থাপনের সাথে জড়িত হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বৃটেনে আসার পর প্রায় ছয় দশক তিনি সামাজিক নানা কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে কমিউনিটির জন্য আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। এছাড়া যুক্ত ছিলেন দেশের নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে। তিনি অসংখ্য সামাজিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন, সাথে রক্ষণাবেক্ষনও করেছেন যত্ন সহকারে। তার এ কর্মময় জীবন নতুন প্রজন্মের কাছেও অনুকরণীয় উদহারণ হয়ে থাকবে। সভায় আলহাজ নাসির আহমেদের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি মুফিদুল গনি মাহতাব। এ সময় তার রুহের শান্তি কামনায় দোয়া করা হয়। এছাড়া, দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে তিনজন ব্যক্তিকে সাহায্যের তিন লক্ষ টাকার চেক স্ব স্ব প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিএনপি নেতা আব্দুল আহাদের মাতার মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির শোক

যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল আহাদের এর মমতাময়ী মাতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

গণমাধ্যমে প্রেরিত এক শোকবার্তায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ বলেন, আব্দুল আহাদ এর মাতার মৃত্যুতে মরহুমার পরিবারের মতো যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মরহুমা তার নিজ এলাকার মানুষের কাছে একজন ধার্মিক, মহিয়সী ও রত্নগর্ভা নারী হিসাবে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন এবং মেধা ও শ্রম দিয়ে তার সন্তানদের সুশিক্ষিত ও সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সমাজ সেবার অংশ হিসেবে দুঃখী ও অসহায় মানুষকে সাহায্য করতেও ছিলেন উদারহস্ত যা এলাকাবাসী চিরকাল স্মরণ রাখবে।

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয়, মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরকালে জান্নাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট: হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে সফরকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. সামন্ত লাল সেনের সাথে সাক্ষাৎ করেছে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল। হাসপাতালের সিইও এম সাব উদ্দিন এর নেতৃত্বে ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিনিয়র মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. কবির মাহমুদ, ট্রাস্টি মারুফ আহমেদ চৌধুরী এবং মার্কেটিং ডিরেক্টর ফরহাদ হোসেন টিপু।

এসময় বৈঠকে হাসপাতালের কার্যক্রম সম্পর্কে ডা. সেন খোঁজ-খবর নেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হাসপাতালের সামগ্রিক কার্যক্রম সহ হাসপাতালের নিকট ও অদূর ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিস্তারিত ডা. সেনের কাছে উপস্থাপন করেন। প্রফেসর ডা. সেন অল্প সময়ের মধ্যে হাসপাতালের অগ্রগতি দেখে মুগ্ধ হন। বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের কাছে মরণব্যাধী ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা, স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যান্সারের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম সহ দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করায় বিয়ানীবাজার ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রবাসীদেরকে দেশের চিকিৎসা সেবাসহ সকল দুর্যোগময় মূহুর্তে পাশে থাকায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে এই ধরনের উদ্যোগের গুরুত্বের উপর জোর দেন। এসময় অধ্যাপক ডাঃ সেন স্বাস্থ্যসেবায় অবকাঠামো ও পরিষেবার অগ্রগতিতে সকল সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে তার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত ভাবে হাসপাতালটিকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ এই সভা আয়োজনে সহায়তার জন্য ডাঃ সুবীর সেন, কমিউনিটির সুপরিচিত জিপি এবং বিখ্যাত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সুজিত সেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাদের প্রচেষ্টা হাসপাতাল ফাউন্ডেশন এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে মূল হোলডার মধ্যে সংযোগ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন। এই সম্পৃক্ততা মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা প্রদানের জন্য ফাউন্ডেশনের মিশনের জন্য অত্যাবশ্যক চলমান সহযোগিতা এবং সমর্থনের উপর জোর দেয়। এটি ফাউন্ডেশনের নাগাল এবং প্রভাব প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতিকেও তুলে ধরে, এটি নিশ্চিত করে যে এমনকি সবচেয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়েরও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার ধার উন্মুক্ত রয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে, ফাউন্ডেশন তার পরিষেবাগুলিকে আরও উন্নত করার জন্য প্রফেসর ডঃ সেন এবং অন্যান্য অংশীদারদের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করে তার কৃতিত্বগুলি গড়ে তুলতে নিবেদিত। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য বিএনপির সাংগঠনিক সভা

ডামি সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে আন্দোলন জোরদার হবে

যুক্তরাজ্য বিএনপির সাংগঠনিক কোর কমিটির একটি সভা গত ১৫ মে বুধবার পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় নিম্নলখিত সিদ্বান্ত গৃহীত হয়।

ডামি সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের একদফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যসহ প্রবাসে আন্দোলন জোরদার করা। বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী মাদার অব ডেমোক্রেসী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অভিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের উপর ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং বিএনপিসহ বিরোধী মতের নেতা-কর্মীদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ ও রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানানো হয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা মামলা দিয়ে ভূয়া চার্জ গঠন করে কারাগারে বন্দি সকল নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়। সভায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার মহান ঘোষক, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্য বিএনপির পক্ষ থেকে খতমে কোরআন, দোয়াসহ কর্মসূচী পালন, যুক্তরাজ্য বিএনপির কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দের অপরিশোধিত বাৎসরিক সাবস্ক্রিপশন ফি ও বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রোগ্রামের জন্য নির্ধারিত কন্ট্রিবিউশন প্রদানের তারিখ আগামী ৭ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। যে সকল সদস্য এখনো বাৎসরিক সাবস্ক্রিপশন ফি ও বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রোগ্রামের জন্য নির্ধারিত কন্ট্রিবিউশন পরিশোধ করেন নাই তাদেরকে লিখিত চিঠির মাধ্যমে তা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধের আহবান জানানোর সিদ্বান্ত ও সংগঠনের সার্বিক বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী এক মাসের মধ্যে কার্যকরী কমিটির সভার তারিখ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যুক্তরাজ্য বিএনপির জোনাল কমিটির কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতিটি জোনে মেম্বারশিপ সংগ্রহ ও প্রদানের তারিখ আগামী ১৫ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। সভায় পবিত্র রমজানে লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের উপস্থিতিতে একসাথে তিনটি ভেন্যুতে বিএনপির ইফতার সফলভাবে সম্পন্ন হওয়াতে যুক্তরাজ্য বিএনপিসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সর্বস্থরের নেতা-কর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, গোলাম রাব্বানী সোহেল, মোঃ তাজুল ইসলাম, আবেদ রাজা, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, খসরুজ্জামান খসরু, গুলজার আহমেদ, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, ড. মুজিবুর রহমান (দপ্তরের দায়িত্বে), আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, সিনিয়র সদস্য নাসিম আহমেদ চৌধুরী, কামাল উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম বাদল, এস এম লিটন, কোষাধ্যক্ষ সালেহ গজনবী, সহ সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, বাবুল আহমেদ চৌধুরী, নাজিমুল ইসলাম লিটন, কে আর জসিম, এডভোকেট খলিলুর রহমান, শাহিন মিয়া, টিপু আহমেদ, সেলিম আহমেদ (সহ দপ্তরের দায়িত্বে), সহ প্রচার সম্পাদক মইনুল ইসলাম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

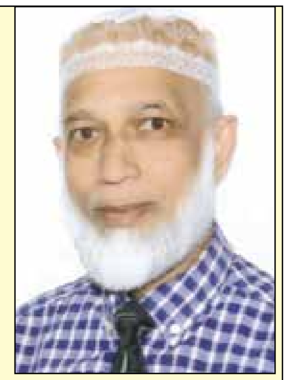

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

বিনামূল্যে প্রি-লোড সিম কার্ড এবং ট্যাবলেট লোন দিচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

টাওয়ার হ্যামলেটসের যে সকল বাসিন্দা জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে লড়াই করছেন তারা যাতে ডিজিটাল সুবিধাদির সাথে সংযুক্ত থাকতে সক্ষম হন, সেজন্য তাদেরকে মোবাইল ডাটা, মিনিট ও টেক্সট প্রি-লোড করা ফ্রি সিম কার্ড দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির চলমান সংকটের সময় বাসিন্দাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়ার লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ন্যাশনাল ডাটা ব্যাঙ্ক এবং গুড থিংস ফাউন্ডেশন স্কিমের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছে। ন্যাশনাল ডেটাব্যাঙ্ক তাদের এক গবেষণার বরাতে এই তথ্য প্রকাশ করেছে যে, যুক্তরাজ্যে ২.৫ মিলিয়ন পরিবার ইন্টারনেট সুবিধা পেতে আর্থিক চাপের সাথে সংগ্রাম করছে, এবং প্রতি ১৪ জনের মধ্যে ১ জনের বাড়িতে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই। এটি প্রায়শই আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে যারা ইতিমধ্যে একাধিক অসমতার মুখোমুখি হচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের সাম্প্রতিক বার্ষিক বাসিন্দা সমীক্ষা (রেসিডেন্ট সার্ভে) এটা দেখায় যে, বারার ৩% বাসিন্দা এখনও ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। প্রতিবন্ধী বাসিন্দারা, যাদের বয়স ৫৫ বছরের বেশি বা কাজ করছেন না তাদের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।

অনলাইনে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বড় বাঁধা হল ডিভাইসের অভাব, ভাষার প্রতিবন্ধকতা, মুখোমুখি হওয়ার পছন্দ এবং সহযোগিতা লাভের অভাব।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, ডিজিটালভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হওয়া অপরিহার্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অংশগ্রহণ করার জন্য-সুযোগ, পরিষেবা এবং প্রিয়জনের সাথে সংযোগ করতে আপনার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ন্যাশনাল ডাটাব্যাঙ্ক এবং গুড থিংস ফাউন্ডেশনের সাথে আমাদের অংশীদারিত্বের ফলে আমরা বারার বাসিন্দাদের ডিজিটাল প্রয়োজন মেটাতে বিনামূল্যে মোবাইল ডাটা, মিনিট ও টেক্সট সহ প্রি-লোড সিম প্রদান করছি।

এই স্কিমটি পরিচালনা করবে আইডিয়া স্টোর টিম। বাসিন্দারা হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোর কিংবা ক্রিসপ স্ট্রিট আইডিয়া স্টোরে গিয়ে একটি বিনামূল্যের সিম কার্ড নিতে পারেন। এ ব্যাপারে আরও বিশদ তথ্য এবং এটি পাওয়ার যোগ্যতার সম্পর্কে জানতে জন্য ওয়েবসাইট ভিজিটি করুন। এছাড়া বাসিন্দারা একটি হ্যান্ডহোলড কম্পিউটার ট্যাবলেট লোন হিসেবেও পেতে পারেন। ট্যাবলেট কম্পিউটার ধারে দেওয়ার এই স্কিমটি আইডিয়া স্টোর পরীক্ষামূলকভাবে আগামী ৬ মাস পরিচালনা করবে।

বারার যেসকল বাসিন্দা ডিজিটালভাবে পিছিয়ে পড়েছেন তারা অনলাইনে এক্সেস পেতে এবং তাদের ডিজিটাল দক্ষতা উন্নত করতে আইডিয়া স্টোর হোয়াইটচ্যাপেল থেকে একটি ট্যাবলেট কম্পিউটার ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত ধার বা লোন হিসেবে নেয়া যাবে।

কেবিনেট মেম্বার ফর রিসোর্সেস এন্ড দ্যা কস্ট-অব-লিভিং, কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ বলেছেন, কিছু কিছু লোক ডিজিটাল সুবিধা থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে এবং আমরা জানি যে অনলাইনে সংযুক্ত হওয়া মানুষের জীবনে একটি অর্থবহ পরিবর্তন আনতে পারে।

অনেক বাসিন্দারই ডিজিটালভাবে সংযুক্ত থাকার মত একটি ডিভাইস নেই। এ কারণেই আমরা ট্যাবলেট স্কিমটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করছি। আইডিয়া স্টোর গুলি বিনামূল্যে কম্পিউটার কোর্সও অফার করে থাকে যাতে আপনি কীভাবে ইমেল ব্যবহার করতে হয়, ওয়েব অনুসন্ধান করতে এবং আরও অনেক কিছু শিখতে পারেন। ট্যাবলেট লেন্ডিং স্কিম এবং যোগ্যতা সম্পর্কে আরও জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হিউম্যান রাইটস পীস ফর বাংলাদেশ এর উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ ইউকের উদ্যোগে আলহাজ্ব আবুল হোসেন মৃত্যুতে সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি সন্ধ্যা ছয়টায় প্রিন্সলেট স্ট্রিটের সংগঠনের অস্থায়ী কার্যলয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভার বক্তারা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক বাতিরুল হক সরদার।

পরে সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ইউকে শাখার সভাপতি সাংবাদিক রহমত আলী। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলার আয়াস মিয়া। সভায় উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি আব্দুল মুকিত চুন্নু এমবিই, সাবেক স্পিকার ও কাউন্সিলার আহবাব হোসেন, ট্রেজারার মিসবাহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, শেখ মোদব্বির হোসেন মধুশাহ, এসিস্টেন্ট ট্রেজারার আবু সবুর, এডভোকেট মোহাম্মদ আনিসুল ইসলাম, শেখ মোদব্বির হোসেন মধুশাহ, মোঃ নজমুল হুদা, রেদওয়ান খাঁন, কাজী খালেদ আহমেদ, মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, ফারুক মিয়া ও এম এ জামান প্রমুখ।

সভায় ইউকের বিভিন্ন শাখার শূন্য পদ পূরণে পদক্ষেপ গ্রহণ, সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট এডভোকেট মঞ্জিল মোর্শেদের ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আগামী ১০ - ১৫ জুনের সফর সফল করতে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া অপর এক প্রস্তাবে লন্ডনে লাশ দফানে অনাকাঙ্খিত বিলম্বরোধে স্থানীয় কাউন্সিল ও এমপিদের সাথে মতবিনিময় আয়োজনের প্রতি গুরুত্বরোপ করা হয়।

উল্লেখ্য, মরহুম আলহাজ্ব আবুল হোসেন হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ ইউকে শাখার সহসভাপতি এলাইস মিয়া মতিন, বার্মিংহাম শাখার সভাপতি এইচ এম আশরাফ আহমেদ, ব্র্যাডফোর্ড শাখার সভাপতি আলহাজ্ব সুনু মিয়া, ইউকে শাখার সদস্য নছির মিয়া ও ইউকে শাখার সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলার আয়াস মিয়ার পিতা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
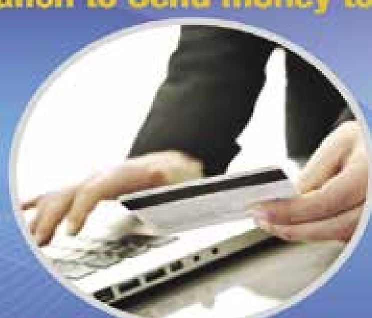
SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

যৌন শিক্ষা নিষিদ্ধ হচ্ছে

ব্রিটিশ শিক্ষামন্ত্রী গিলিয়ান কিগান বলেন, শিশুরা যাতে অল্প বয়সেই লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত জটিল আলোচনার সংস্পর্শে না আসে ও তাঁদের নিস্পাপ শৈশব যাতে নষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এ প্রস্তাব।

ব্রিটিশ শিক্ষামন্ত্রী আরা বলেন, নতুন নির্দেশিকাতে সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়বস্তু সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য স্পষ্ট বয়সসীমা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে যে লিঙ্গ পরিচয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় পড়ানো উচিত নয়। ২০২০ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যৌনশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ১১ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের থেকে এই বিষয়ক পাঠদান শুরু হয়। কিন্তু লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে সৃষ্টি হওয়া জটিলতা ক্রমেই দেশটির রক্ষণশীল ও উদারপন্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যুদ্ধের বিষয় হয়ে উঠেছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, অভিভাবকেরা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের সন্তানরা যতক্ষণ স্কুলে থাকে, ততক্ষণ নিরাপদ থাকে ও সেখানে বাচ্চাদের বয়সের জন্য উপযুক্ত নয়, এমন কিছু শেখানো হয় না। এই প্রস্তাব অভিভাবকদের বিশ্বাস আরও শক্ত করতে ও আমাদের সন্তানদের নিরাপদ রাখতে আর বেশি সাহায্য করবে।

৪ জুলাই নির্বাচন

থাকা লেবার পার্টি সরকার গঠন করবে।

গার্ডিয়ান লিখেছে, ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে থাকলেও লেবার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন কিয়ার স্টারমার। তবে ভোটের আগের ছয় সপ্তাহে অনেক নেতাকে এই পদ দখলের প্রতিযোগিতায় হয়ত নামতে দেখা যাবে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাসভবন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সুনাক তার ঘোষণা শেষ করেন। কারো কারো হাতে ছাতা দেখা গেলেও ভিজে ভিজে সংবাদ সংগ্রহ করতে দেখা যায় সংবাদকর্মীদের। ক্যামেরায় ধরা পড়া সুনাককে বেশ হতাশই দেখাচ্ছিল।

তিনি বলেন, পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস। ৪ জুলাই হবে যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচন।

এর আগে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার সদস্যদের ডাকা হয়। সেখানে আগাম নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী সুনাক। প্রধানমন্ত্রীর আগাম নির্বাচন পরিকল্পনা নিয়ে মঙ্গলবার থেকেই ওয়েস্টমিন্সটারে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে আলবেনিয়া সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফেরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রান্ট শাফস প্রধানমন্ত্রীর ডাক পাওয়ায় তার পূর্বনির্ধারিত বিদেশ সফর পিছিয়ে দেন।

হাউস অব কমনসে বুধবার দুপুরে এসপিএন নেতা স্টিফেন ফ্লিন প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, নির্বাচন আয়োজন নিয়ে তার চিন্তা কী, তিনি ভয় পাচ্ছেন কিনা। জবাবে সুনাক বলেন, চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধেই নির্বাচন হবে।

কোন দিনে কী ঘটতে চলেছে :

১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের ঘোষণায় নির্বাচনের আগে-পরের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ বলে দেওয়া হয়েছে। ২৪ মে, শুক্রবার: পার্লামেন্ট মুলতবি হবে। ৩০ মে, বৃহস্পতিবার: পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হবে। ৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার: সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ হবে। ৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার: ভোটগ্রহণ শেষে রাতেই ভোটগণনা হবে। ৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার: বিজয়ী দল ও প্রধানমন্ত্রীর নাম জানা যাবে। ৯ জুলাই, মঙ্গলবার: স্পিকার ও এমপিদের শপথের জন্য পার্লামেন্ট বসবে। ১৭ জুলাই, বুধবার: রাজার ভাষণের মধ্য দিয়ে নতুন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বসবে।

বরিস জনসনের পর কনজারভেটিভ পার্টির নেতা হিসেবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া লিজ ট্রাস মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলে ২০২২ সালের অক্টোবরে সুনাকের কপাল খুলে যায়।

তিনিই প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত অভিবাসীর সন্তান, একজন অশ্বেতাঙ্গ, এশীয় এবং প্রথম হিন্দু ধর্মাবলম্বী, যিনি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে পৌঁছাতে পেরেছেন। তিনিই সবচেয়ে কম বয়সে (৪২) যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সুনাক অভিবাসী দম্পতির ছেলে। তার বাবা-মা যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন পূর্ব আফ্রিকা থেকে। দুজনই ছিলেন ভারতীয় বংশদ্ভূত।

১৯৮০ সালের ১২ জুন ইংল্যান্ডের সাউথহ্যাম্পটনে জন্ম সুনাকের। তার বাবা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের জেনারেল প্র্যাক্টিশনার ছিলেন। আর মায়ের নিজস্ব ওষুধের দোকান ছিল। সুনাককে ব্রিটেনের সবচেয়ে ধনী এমপিদের একজন বলেই মনে করা হয়। সুনাকের স্ত্রী অকশতা মূর্তি ভারতীয় ধনকুবের নারায়ণ মূর্তি এবং সুধা মূর্তির মেয়ে। এই দম্পতির দুই মেয়ে আছে।

১০ হাজারের বেশি বাংলাদেশিকে

আশ্রয়প্রার্থীদের ফাস্ট-ট্র্যাক রিটার্ন চুক্তির অধীনে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। মূলত ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের পর ভিসা ব্যবস্থার অপব্যবহারকারীদের মধ্যে বাংলাদেশিরা শীর্ষস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে।

দ্য টেলিগ্রাফ বলছে, গত বছর প্রায় ১১ হাজার বাংলাদেশি ভিসা নিয়ে ব্রিটেনে প্রবেশ করেছেন শুধুমাত্র স্থায়ীভাবে থাকার উদ্দেশ্যে। আর বৃটেনে প্রবেশের পর আশ্রয়ের আবেদন জমা দিয়েছেন তারা।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, অভিবাসীরা গত বছরের মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, কর্মী বা ভিজিটর ভিসায় ব্রিটেনে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় দাবি করেছেন। মূলত ব্রিটেনে প্রবেশের 'পেছনের দরজা' হিসেবে কাজে লাগানোর প্রয়াসে এসব ভিসা ব্যবহার করেছেন তারা।

তবে এখানে বাংলাদেশিদের প্রাথমিক আশ্রয় আবেদনের মাত্র ৫ শতাংশই সফল হয়েছে। অর্থাৎ ১০ হাজারের বেশি বাংলাদেশিকে যুক্তরাজ্য থেকে ফেরত পাঠানো হবে।

এমন অবস্থায় যুক্তরাজ্যের অবৈধ অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রী মাইকেল টমলিনসন বাংলাদেশের সাথে একটি ফাস্ট-ট্র্যাক রিটার্ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এই চুক্তির অধীনে কেবল ব্যর্থ আশ্রয়প্রার্থীরাই নয়, বিদেশি নাগরিকদের যারা অপরাধী এবং যেসব ব্যক্তি ভিসা নিয়ে ব্রিটেনে প্রবেশের পর বাড়তি সময় অতিবাহিত করেছেন তাদেরও নির্বাসনের কাজ সহজতর হবে।

এছাড়া রিটার্ন চুক্তিটির ফলে বাধ্যতামূলক কোনো ইন্টারভিউ গ্রহণ করা ছাড়াই অভিযুক্তদের দেশে ফেরত পাঠনো যাবে কারণ এসকল অভিবাসীর দেশ থেকে ফেরত পাঠানোর জন্য সহায়ক প্রমাণ রয়েছে।

দ্য টেলিগ্রাফ বলছে, চলতি সপ্তাহে লন্ডনে স্বরাষ্ট্র বিষয়ক প্রথম যৌথ ইউকে-বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপে উভয় পক্ষ রিটার্ন চুক্তিটিতে সম্মত হয়। উভয় দেশ তাদের মধ্যকার অংশীদারিত্বের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার কথা জানায়।

টমলিনসন বলেছেন: 'অবৈধভাবে এখানে আসা বা থাকা বন্ধ করার জন্য অবৈধ অভিবাসীদের অপসারণের কাজ ত্বরান্বিত করা আমাদের পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলাদেশ (যুক্তরাজ্যের) একটি মূল্যবান অংশীদার এবং আমরা তাদের সাথে এই ইস্যুর পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সম্পর্ক জোরদার করছি।'

তিনি আরও বলেন, 'এই ধরনের চুক্তিগুলো অবৈধ অভিবাসনের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে বলে আমরা ইতোমধ্যে স্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পেয়েছি। বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর বৈশ্বিক সমাধান প্রয়োজন এবং আমি সবার জন্য ন্যায্য ব্যবস্থা তৈরি করতে বাংলাদেশ ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ।'

দ্য টেলিগ্রাফ বলছে, ভিসা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (অন্যান্য দেশের মানুষকে) যুক্তরাজ্যে থাকার অনুমতি দেয়, সাধারণত সেটা মাত্র কয়েক মাস হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাজ্যে প্রবেশের পর কেউ আশ্রয়ের আবেদন বা অ্যাসাইলাম দাবি করলে তার দেশটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকার সম্ভাবনা বেশি। কারণ কেউ এই ধরনের আবেদন করলে তাদের নির্বাসনে পাঠানোর ক্ষেত্রে হোম অফিস মানবাধিকার আইনসহ বিশাল বাধার সম্মুখীন হয়।

গত মাসে প্রকাশ্যে আসা অফিসিয়াল ডকুমেন্টস অনুযায়ী, ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ২১ হাজার ৫২৫ জন ভিসাধারী যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। যা আগের বছরের তুলনায় ১৫৪ শতাংশ বেশি। এর মানে যুক্তরাজ্যের ভিসা নিয়ে প্রবেশকারী প্রতি ১৪০ জনের মধ্যে একজন ব্রিটেনে আশ্রয়ের আবেদন করেছে।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের পর আশ্রয় আবেদনকারীদের মধ্যে সবার ওপরে রয়েছে পাকিস্তানিরা। পাকিস্তানের প্রায় ১৭ হাজার ৪০০ জন নাগরিক যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। এরপরই রয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশি আশ্রয় আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। এরপরই ভারতের ৭ হাজার ৪০০ জন, নাইজেরিয়ার ৬ হাজার ৬০০ জন এবং আফগানিস্তানের রয়েছে ৬ হাজার জন।

অবশ্য যুক্তরাজ্য থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর প্রচেষ্টা এটিই প্রথম নয়। গত বছর যুক্তরাজ্যে থাকার অধিকার নেই এমন ২৬ হাজার লোককে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, যা ২০২২ সালের তুলনায় ৭৪ শতাংশ বেশি।

এছাড়া আলবেনিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত ফাস্ট-ট্র্যাক রিটার্ন চুক্তি দেশটি থেকে ছোট নৌকায় করে অভিবাসীদের আগমনের সংখ্যা ৯০ শতাংশেরও বেশি কমাতে সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছে দ্য টেলিগ্রাফ।

লন্ডনে রেইনবো চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র উৎসবের ২৫তম রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে চলচ্চিত্র বিষয়ক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরু হবে আগামী ২ জুন পূর্ব লন্ডনের জেনেসিস সিনেমা হলে। এই উৎসবে বাংলাদেশ ভারতসহ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। বাঙ্গালীদের মিলন মেলা এই চলচ্চিত্র উৎসবে সকলকে অংশগ্রহণ করতে আনুরোধ জানানো হয়েছে।

গত ২১ মে মঙ্গলবার বিকেলে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে রেইনবো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৫তম রজত জয়ন্তীর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন উৎসব কমিটির ডিরেক্টর মোস্তফা কামাল, এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বুলবুল হাসান, কমিটির সিনিয়র সদস্য নীলুফার হাসান, আবু মুসা হাসান এবং কমিটির তরুণতম সদস্য সামির কামাল।

এতে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এবারের উৎসবে মোট ৩৮ টি সিনেমা দেখানো হবে। এতে থাকছে ১৫ দেশের ১৮ টি বিভিন্ন ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র। যে সমস্ত দেশের সিনেমা এবার থাকবে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ফ্রান্স, ভুটান, ইরান, ভারত, ফিলিপাইন, কাজাকস্থান, রাশিয়া, জার্মানি, বেলারুশিয়া, জর্ডান, আফগানিস্তান, ইউকে, ইতালি, এবং তুরস্ক। বিভিন্ন ভাষায় সিনেমা গুলো থাকছে বাংলা, ফরাসী, হিন্দি, আসামি, মালায়ালাম, তামিল, ফারসী, আরবী, রুশ, দারি, ভুটানিজ, হিন্দি, গুজরাটি, কার্দিশ, ইটালিয়ান ইত্যাদি। সব গুলো চলচ্চিত্র ইংরেজি সাব টাইটেলসহ। উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা হিমেল আশরাফ পরিচালিত 'প্রিয়তমা' সিনেমাটি দেখানো হবে। এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের সুপরিচিত শাকিব খান এবং তার সঙ্গে ভারতের ইভিকা পাল। এছাড়া কাজী হায়াত, শহিদুজ্জামান সেলিম, লুৎফর রহমান জর্জসহ আরো অনেকেই ছবিতে অভিনয় করেছেন।

উৎসব শেষ হবে আগামী ৯ জুন পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীণে অবস্থিত রিচ মিক্স সেন্টারে। সমাপনী দিনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা মোঃ মইনুদ্দিন হাসান পরিচালিত ফাতেমা চরচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এই চলচ্চিত্রটি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক

চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদান করে কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছে। এতে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত অভিনেত্রী ফারিন। এই চলচ্চিত্রে ফারিন অভিনয় করেছেন একটি ছাব্বিশ বছর বয়সী গ্রামের মেয়ের, যে ঢাকায় এসে তার ক্যারিয়ারকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

৩ জুন থেকে ৮ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন ব্রাডি আর্টস সেন্টারে দুটো করে চলচ্চিত্র প্রদর্শন হবে।প্রতিদিন বিকেল ৪টা এবং ৬টায় ছবি দেখানো শুরু হবে। এছাড়া শনিবার ৮ই জুন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ব্রাডি আর্টস সেন্টারে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে এবং বাংলাদেশের ও ভারতের আটজন চলচ্চিত্র পরিচালক/নির্মাতা উপস্থিত থাকবেন। এই ওয়ার্কশপে পরিচালকবৃন্দ চলচ্চিত্রে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলবেন, আর যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা প্রশ্ন করে অনেক মূল্যবান উপদেশ ও সঠিক নির্দেশনা পাবেন। এই ওয়ার্কশপে যোগ দিতে হলে আগে থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে।

এছাড়া আগামী ৪ জুন এবং ৫ জুন দুপুর দেড়টা থেকে পূর্ব লন্ডনের কুইনম্যারি ইউনিভার্সিটির আর্টস বিলডিং-এর ব্লক সিনেমা হলে ১৯টির মতো শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে। আগে আসলে আগে ঢুকবেন ভিত্তিতে এন্ট্রি দেওয়া হবে এবং এর জন্য কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না।

এবারের উৎসবে বাংলাদেশের পাঁচটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দেখানো হবে। এই চলচ্চিত্রগুলো হচ্ছে আশরাফ হিমেল পরিচালিত প্রিয়তমা, মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন হাসান পরিচালিত ফাতিমা, ইফ্ফাত জাহান মম পরিচালিত মুনতাসির, সায়েদা নিগার বানু পরিচালিত নোনা পানি এবং জাস্ট এ জোক নামে পাঁচটি বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্র দেখানো হবে। এছাড়া ভারতের নির্মিত শেষ পাতা, মাহিশাশুর মার্দানি এবং নীহারিকা নামের তিনটি বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। সবগুলো ছবিই ফ্রি দেখানো হবে। অর্থাৎ কোনো প্রবেশ টিকিট লাগবেনা। তবে উৎসব কমিটির ডিরেক্টর মোস্তফা কামাল প্রত্যেকে এক পাউণ্ড করে ডনেশন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে ওয়েবসাইট ভিজিট করলে বিস্তারিত জানা যাবে।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে জানলেন তিনি ‘মৃত’

সিলেট প্রতিনিধি: সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে এক ব্যক্তি জানতে পারেন তিনি মৃত। এ

ঘটনায় গত ২০ মে সোমবার উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ে নিজে জীবিত থাকার বিষয়টি লিখিত আবেদনের জন্য যান তিনি। ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম মঈন উদ্দিন (৩৮)। জগন্নাথপুর উপজেলার চিলাউড়া-হলিদপুর ইউনিয়নের কবিরপুর গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় তিনি রং মিস্ত্রি। মঈন উদ্দিন বলেন, কিছুদিন আগে আমার বড় মেয়েকে স্কুল ভর্তি করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দেই। পরে শিক্ষাকরা জানান, আমার জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য অনলাইনে পাওয়া যায়নি। অনলাইনে মৃত দেখাচ্ছে। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নির্বাচন অফিসে গিয়ে আবেদন করেছি।

এ ব্যাপারে জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মুজিবুর রহমান বলেন, ওই রং মিস্ত্রি এসে লিখিত আবেদন করে গেছেন। তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র সার্চ করে দেখি মৃত দেখাচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা কাজ করছি। রঙের কাজ করায় ওনার হাতের আঙুলের দাগ মুছে গেছে। তাই ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া যায়নি। ফলে কিছুটা সময় লাগবে। এ ধরনের সমস্যা নিয়ে লোকজন অফিসে আসলেই তা দ্রুত ঠিক করে দেওয়া হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে ওই নির্বাচন কর্মকর্তা বলেন, সাধারণত ভোটার হালনাগাদের সময় যারা মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করেন, মূলত তারাই ভুলবশত এ কাজ করে থাকেন।

এক কাবিখা প্রকল্পে দুর্নীতির তিন মামলা

এবার আসামি উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জন

সিলেট প্রতিনিধি: হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি প্রকল্পে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এই নিয়ে তৃতীয় মামলা দায়ের হয়েছে। গত ১৪ মে মঙ্গলবার হবিগঞ্জ স্পেশাল জজ ও দায়রা আদালতে মামলাটি করেন লাখাই ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম। তৃতীয় দফার এই মামলায় লাখাই উপজেলা চেয়ারম্যান মুশফিউল আলম আজাদসহ ৬ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাকি আসামিরা হলেন- সাবেক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আলী নূর, তেঘরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. নোমান সারওয়ার জনি, বামৈ ইউপি চেয়ারম্যান মো. আজাদ হোসেন ফুরুক, করাব ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুল কদ্দুছ ও বুল্লা ইউপি চেয়ারম্যান খোকন চন্দ্র গোপ।

মামলার বাদীর আইনজীবী এম. এ. এ. এম গাউছ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। আদালত মামলা আমলে নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন হবিগঞ্জ কার্যালয়ের উপপরিচালককে তদন্তের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, লাখাই উপজেলা চেয়ারম্যান মুশফিউল আলম আজাদ ও সাবেক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আলী নূরের সুপারিশে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮ প্রকল্পে ৫৪০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ হয়। যার মূল্য ২ কোটি ১৬ লাখ টাকা। আসামিরা প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন, বরাদ্দ গ্রহণ ও প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে টাকা আত্মসাৎ করেন। বাস্তবে ওই প্রকল্পগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই।

মামলার বাদী লাখাই ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘বিভিন্ন সংবাদপত্রে লাখাই উপজেলার কাবিখা প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বোঝা যায়, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ অন্য আসামিরা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। দেশের সম্পদ এভাবে লুট হতে দেওয়া যায় না। তাই একজন সচেতন মানুষ হিসেবে এই মামলা দায়ের করেছি।’

লাখাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুশফিউল আলম আজাদ বলেন, ‘নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করতে মামলাটি করা হয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের মামলা করার অধিকার আছে। এই প্রকল্পের সঙ্গে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে।’

মুশফিউল আলম আজাদ আরও বলেন, ‘যে প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে, তা উপজেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত প্রকল্প নয়। এটা একটা বিশেষ প্রকল্প। সবকিছু ইউএনও দেখে থাকেন। আমি শুধু কমিটির অনুমোদন দিয়েছি। অথচ মামলায় ইউএনওকে আসামি করা হয়নি। আমার নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্যই এই মামলা দায়ের হয়েছে।’

প্রসঙ্গত, লাখাই উপজেলার এই প্রকল্প নিয়ে এর আগে দুইটি মামলা দায়ের হয়েছে। গত ২১ মার্চ উপজেলার বামৈ ইউপি চেয়ারম্যান মো. আজাদ হোসেন ফারুক ও সাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আলী নূরসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে প্রথম মামলা দায়ের হয়। এরপর করাব ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুল কদ্দুছ, বুল্লা ইউপি চেয়ারম্যান খোকন চন্দ্র গোপ ও সাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আলী নূরকে আসামি করে আদালতে আরেকটি মামলা হয়। এই প্রকল্প নিয়ে তৃতীয় মামলায় উপজেলা চেয়ারম্যান মুশফিউল আলম আজাদকে আসামি করা হলো।

লাখাইয়ে আ.লীগ নেতাকে ভোট না দিলে তালাক দিয়ে এলাকাছাড়া করার হুমকি

সিলেট প্রতিনিধি: আগামী ২৯ তারিখ হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। এই নির্বাচনকে ঘিরে এরই মধ্যে উপজেলায় কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে। এ অবস্থায় চেয়ারম্যান প্রার্থী সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মাহফুজুল আলম মাহফুজকে ভোট না দিলে তালাক দিয়ে এলাকাছাড়া করার হুমকি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রজন্ম লীগের

সাবেক নেতা হারুনুর রশীদ।

গত শনিবার (১৮ মে) রাতে উপজেলার বামৈ ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে মোটরসাইকেল প্রতীকের পক্ষে নির্বাচনী সভায় বক্তব্যে তিনি এই হুমকি দেন। এ সময় তিনি বক্তব্যে কুলাঙ্গার শব্দটিও ব্যবহার করেন। এই বক্তব্যের ভিডিয়ো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

ওই সভায় হারুনুর রশীদ বলেন, আমরা শুধু সতর্ক করে দিতে চাই, নির্বাচন ২৯ তারিখ শেষ হয়ে যাবে। যদি বামৈবাসী (মাহফুজুল আলমের গ্রাম) আপনাদের ভোট ঠিকমতো না পায়, তাহলে আপনাদেরও সঠিক হিসাব বুঝিয়ে দেব। এই নোয়াগাঁওয়ের ভোট যদি অন্য কোনো দিকে যায়, সঠিক হিসাব দেব।

তিনি নোয়াগাঁওবাসীকে হুমকি দিয়ে বলেন, থাকবেন আমাদের সঙ্গে, হাট-বাজার করবেন আমাদের বুকে, আর সংসার করবেন গিয়ে (প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মুশফিউল আলম আজাদের নোয়াগাঁও গ্রাম) করাব। এটা হতে দেব না। আর যদি করেন, তাহলে একবারে তালাক দিয়ে আপনাদের বিদায় করে দেব। আপনারা মাহফুজ ভাইকে মোটরসাইকেল মার্কায় ভোট দিবেন।

এ ব্যাপারে হারুনুর রশীদ চৌধুরীর মোবাইল নম্বরে কল করা হলে তিনি কল রিসিভ করে নেটওয়ার্কের সমস্যার কথা বলে ফোন কেটে দেন।

ওই নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ। তাঁর কাছে প্রজন্ম লীগের বক্তব্য সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে তাঁর এখন সময় নেই বলে মোবাইল ফোন রেখে দেন।

শুধু বক্তব্য নয়, মাহফুজুল আলমের নিজের এলাকা হওয়ায় বামৈ ইউনিয়নে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের নিয়মিত হুমকি দেওয়া ও নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর করছেন বলে অভিযোগ করেন চেয়ারম্যান প্রার্থী অ্যাডভোকেট মুশফিউল আলম আজাদ।

মুশফিউল আলম বলেন, নির্বাচনের পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য আমি নীরবে সহ্য করছি। ভোটার ও আমার সমর্থকদের হুমকি ও আরও কয়েকটি ব্যাপারে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দায়ের করব।

লাখাই উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সিলেটের অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম রাকিব বলেন, আমি হুমকি দেওয়ার বিষয়টি জেনেছি। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যদি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, তাহলে আমি ব্যবস্থা নেব।

আজিজ আহমেদকে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

১ম পৃষ্ঠার পর ...

মধ্যরাতের পর) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আজিজ আহমেদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে অযোগ্য ঘোষণার কথা জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের ওই বিবৃতিতে বলা হয়, উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিতে সম্পৃক্ততার কারণে সাবেক জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদকে, পূর্বে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট, ফরেন অপারেশন অ্যান্ড রিলেটেড প্রোগ্রামস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস অ্যাক্টের ৭০৩১ (সি) ধারার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে পররাষ্ট্র দপ্তর। এর ফলে আজিজ আহমেদ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য অযোগ্য হবেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাঁর (আজিজ আহমেদ) কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবমূল্যায়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার ওপর জনগণের আস্থা কমেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, আজিজ আহমেদ তাঁর ভাইকে বাংলাদেশে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি এড়াতে সহযোগিতা করেন। এটা করতে গিয়ে তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন। এ ছাড়া অন্যায্যভাবে সামরিক খাতে কন্ট্রাক্ট পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। তিনি নিজের স্বার্থের জন্য সরকারি নিয়োগের বিনিময়ে ঘুষ নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে আল-জাজিরায় প্রচারিত বহুল আলোচিত ‘অল দ্যা প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান’ ডকুমেন্টারীতে সাবেক সেনা প্রধান আজিজ আহমেদের এসব দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়।

আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও আইনের শাসন শক্তিশালী করতে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার পুনরায় নিশ্চিত করা হলো। সরকারি সেবা আরও স্বচ্ছ ও নাগরিকদের সেবা লাভের সুযোগ তৈরি, ব্যবসা ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুদ্রা পাচার ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধের অনুসন্ধান ও বিচার নিশ্চিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টায় সহায়তা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

এদিকে নিষেধজ্ঞাপর পর বাংলাদেশের একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে নিজের প্রতিক্রিয়া সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ বলেন, আমাকে যে দুই কারণে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তার কী কোনো ভিত্তি আছে? তারা বলেছেন, আমি আমার পদপদবি দিয়ে আমার ভাইকে নাকি সহযোগিতা করেছি। তিনি আরও বলেন, আমি কোনো অপরাধ করিনি যে, শাস্তি পেতে হবে। তারা আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তুলেছে, তার কোনো প্রমাণ থাকলে আমাকে দিক। আজিজ আরও বলেন, ভাইদের সম্পদশালী করতে আমি কোনো ক্ষমতা অপব্যবহার করিনি। তারা আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ করুক।

সিলেটে টাকা নিয়ে লাপাত্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারী

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে লাপাত্তা রয়েছেন কর্মচারী মিনহাজ। গত ৩রা আগস্ট থেকে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া টাকার পরিমাণ প্রায় অর্ধকোটি টাকা। এ ছাড়াও অফিসের অভ্যন্তরে থাকা কর্মচারী ইউনিয়নের তহবিল ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় আরও অর্ধকোটি টাকা তিনি ঋণ নিয়েছেন বলে কর্মচারীরা জানিয়েছেন। অনুপস্থিত থাকায় এখন তার ঋণের জামিনদাররা পড়েছেন বেকায়দায়। এমন ঘটনায় সিলেটের বাংলাদেশ ব্যাংকে তোলপাড় চলছে। ইতিমধ্যে কর্মকর্তারা বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়কে জানিয়েছে। প্রধান কার্যালয় থেকে এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন সিলেটের কর্মকর্তারা। সিলেটের বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকৌশল শাখায় প্লাম্বার বা কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত ছিল মিনহাজ ওরফে ফারুক। সে স্যানেটারি মিস্ত্রি হিসেবেও নিয়োগ পেয়েছিল।

তার বাড়ি টাঙ্গাইলের বাসাইলের বারুলা গ্রামে। কর্মচারীরা জানিয়েছে, মিনহাজ ২০১১ সালে মাস্টার রোলের কর্মচারী হিসেবে প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসে কাজে যোগ দিয়েছিল। এরপর ২০১৭ সালে সে নিয়মিত কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পায়। তার মামা সাইফুল ইসলাম মিয়াও সিলেটের বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকৌশল শাখায় যুক্ত। তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মিত কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর মিনহাজ ওরফে ফারুক ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত

গৃহঋণ নিয়েছে।

আর এই টাকা দিয়ে সিলেট শহরতলীর সুরমা গেট এলাকায় জমিও কিনেছেন। এ ছাড়া মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদও আরেকটি ঋণ ব্যাংক থেকে নিয়েছেন। দুটি ঋণে জামিনদার হিসেবে ব্যাংকের প্রকৌশল শাখার একাধিক কর্মচারীকে রাখেন মিনহাজ। এ ছাড়া ব্যাংকের কর্মচারীদের যে সমিতি রয়েছে সেই সমিতি থেকেও সে ঋণ নিয়েছে। ব্যাংক ও সমিতি'র ঋণ মিলে কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তারা। কর্মচারীরা জানান, চাকরিতে থাকার সময় তার সঙ্গে অনেকেরই ভালো সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের সুবাদে বিভিন্ন সময় তার নামে নেয়া ঋণের জামিনদার হয়েছেন পরিচিতরা। গত আগস্ট মাসের শুরু থেকে হঠাৎ কর্মস্থলে অনুপস্থিত মিনহাজ ওরফে ফারুক। ব্যাংকের তরফ থেকে বারবার চেষ্টা করা হলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কর্মচারীদের ধারণা ঋণের টাকা নিয়ে দেশ ছেড়েছে মিনহাজ।

এই অবস্থায় জামিনদাররা পড়েছেন বিপাকে। ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাংক থেকে তাদের চাপ দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কয়েকজন জামিনদার। তারা জানিয়েছেন, মিনহাজ টাকা না দিলে জামিনদারদের বেতন থেকে টাকা কর্তন করা হবে। এটাই হচ্ছে ব্যাংকের নিয়ম।

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঋণের টাকা নিয়ে কর্মচারী উধাওয়ের ঘটনার বিষয়টি ইতিমধ্যে আমলে নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়কে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধান কার্যালয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই অবস্থায় মিনহাজ ওরফে ফারুকের সন্ধানে অনেকেই সরব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সন্ধান চেয়ে তারা লিখেছেন- 'ফারুক ওরফে মিনহাজ বাটপার লোকটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে গিয়েছে। তাকে ধরিয়ে দিন। সহজ সরল মানুষগুলোকে এই প্রতারক বাটপার ঠকিয়েছে। তাকে দয়া করে ধরিয়ে দিয়ে সহজ সরল মানুষগুলোকে সহায়তা করেন।'

এদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের পরিচালক (প্রশাসন) খালেদ আহমেদ জানিয়েছেন, কোনো কর্মচারী অনুমোদনবিহীন দীর্ঘদিন থেকে অনুপস্থিত থাকলে তার ব্যাপারে অফিসের নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ব্যাংক থেকে যে টাকা পয়সা নিয়েছে তা উদ্ধারেও অনেক নিয়ম মানতে হয়।

লাপাত্তা থাকা মিনহাজের মামা বাংলাদেশ ব্যাংকের সিলেট অফিসের প্রকৌশল বিভাগের কর্মচারী সাইফুল ইসলাম মিয়া জানিয়েছেন, মিনহাজ ওরফে ফারুক তার ভাগিনা হলেও তার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক ছিল না। লাপাত্তা হওয়ার পর জানতে পারেন সে ব্যাংক ও সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে পালিয়েছে। তার কোনো ঋণে তিনি জামিনদার ছিলেন না।

সাইফুল জানান, মিনহাজ ওরফে ফারুক কোথায় আছে তিনি জানেন না। সে বিদেশে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত নন। পলাতক হওয়ার পর অনেকে এসে ব্যক্তিগতভাবে জানাচ্ছেন, তার কাছে পাওনা টাকা রয়েছে।

বিয়ানীবাজার উপজেলা নির্বাচন

ভোটকেন্দ্রে না যেতে বার্তা বিএনপি-জামায়াতের

সিলেট প্রতিনিধি: বিয়ানীবাজার উপজেলা পরিষদের নির্বাচন আগামী ২৯ মে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উপজেলা জুড়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা। তবে একদলীয় এই নির্বাচন স্থানীয়ভাবে এখনো বেশ নিরুত্তাপ। উপজেলার গ্রাম-গঞ্জে সর্বদলীয় নেতাকর্মীদের আশানুরূপ অংশগ্রহণ চোখে পড়েনি। এখানে চেয়ারম্যান পদে ৯ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৯ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এরপরও দলীয় নেতাকর্মীদের ভোটকেন্দ্রে না যেতে কড়া বার্তা দিচ্ছে বিএনপি-জামায়াত। কোনো প্রার্থীর পক্ষে যাতে তারা কাজ না করে সেজন্য দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিবৃত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন বিএনপি'র দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ। যদিও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। অনেক পদবিধারী নেতাও ছুটছেন পছন্দের প্রার্থীর প্রচারণায়। তবে এক্ষেত্রে পুরোটাই ব্যতিক্রম জামায়াত-শিবির। তারা নির্বাচনী কোনো কিছুতেই সম্পৃক্ত হচ্ছে না।

উপজেলায় বিএনপি-জামায়াতের বিপুলসংখ্যক ভোটার রয়েছেন। দুইজন জামায়াত ও দুইজন বিএনপি সমর্থক নেতা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইউপি সদস্য পদে আরও অন্তত ৩০ জন জনপ্রতিনিধির দায়িত্বে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপি সমর্থক সাবেক এক ইউপি চেয়ারম্যান জানান, সামাজিকতা-আঞ্চলিকতার কারণে অনেক প্রার্থী আমার কাছে আসেন, দেখা করেন। তবে আমি কোনো প্রার্থীর পক্ষেই প্রচারণা করছি না। জামায়াত সমর্থক অপর আরেক ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, রাজনৈতিক কারণে নয় সামাজিক ও সম্প্রদায়গত কারণে বিরোধীমতের কোনো জনপ্রতিনিধি কৌশলী প্রচারণায় থাকতে পারেন। আসলে তৃণমূলের নির্বাচনে সকল নেতাকর্মীকে ঘরে আটকে রাখা কঠিন।

সূত্র জানায়, বিয়ানীবাজার উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়নের অন্তত শতাধিক পদবিধারী বিএনপি নেতা বিভিন্নভাবে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন। কেউ হয়তো প্রকাশ্যে আসছেন। আত্মীয়তা, গ্রাম-গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, আঞ্চলিকতাসহ আরও কিছু কারণে এসব নেতাকর্মী নির্বাচনী মাঠে প্রচার-প্রচারণায় আছেন। জাকির হোসেন সুমন নামের একজন চেয়ারম্যান প্রার্থী বিগত দিনে মাথিউরায় ইউপি নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছেন, তিনি এবার উপজেলায়ও চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করছেন। এর বাইরে বিয়ানীবাজারে আর কেউ নির্বাচন করছেন না।

অস্বাভাবিক হারে হোলডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি সিলেটে 'বিকল্প' পথে সিটি মেয়র আনোয়ারুজ্জামান

সিলেট ডেস্ক: উভয় সংকটে সিলেটের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। একদিকে সিলেট সিটিতে একটি কার্যকর হোলডিং কর ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যা অতীতের মেয়ররা করতে পারেননি। অন্যদিকে সামাল দিতে হবে জনক্ষোভ। দুই মিলে কিছুটা 'অস্বস্তি' আছে তার মধ্যে। এই অবস্থায় বিকল্প পথে হাঁটছেন মেয়র আনোয়ার। ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন রিভিউ বোর্ড গঠন করা হবে। তবে; এতে ক্ষোভ কমছে না। এ কারণে এবার নিজেই শুরু করতে যাচ্ছেন 'ডায়ালগ'।

সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামীকাল মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে হোলডিং ট্যাক্সের ব্যাপারে সুধীজনের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এখান থেকে তিনি নগরবাসীর পরামর্শ নেবেন। তবে, আন্দোলনে থাকা সিলেট নগরের বাসিন্দারা জানিয়েছেন- ধার্য্য করা হোলডিং ট্যাক্স বাতিল করে নতুনভাবে আলোচনা করে ট্যাক্স প্রণয়ন ছাড়া বিকল্প পথ মেয়রের সামনে নেই। নতুবা সিলেটে আন্দোলন শুরু হবে।

৬ মাস আগে সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। এরই মধ্যে তিনি নগরের বড় একটি সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন। এ কারণে নগরবাসীর বাহবা কুড়াচ্ছেন। আর এ সমস্যাটি হলো নগরের হকার সমস্যা। প্রায় দুই যুগ ধরে সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দখল করে ব্যবসা করছিল প্রায় ৫ হাজার ভ্রাম্যমাণ হকার। এতে করে নগরে পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান ও আরিফুল হক চৌধুরী চেষ্টা করেও বিষয়টির সুরাহা করতে পারেননি। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের ৪ মাসের মাথায় গত রমজানের আগেই তিনি বিষয়টির সুরাহা করেন। এখন হাত দিয়েছেন নগর সংস্কারে। বিশেষ করে ক্লিন সিলেট করার জন্য যে কার্যক্রম চালাচ্ছেন সেটিও প্রশংসনীয় হচ্ছেন। সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীও

এ ব্যাপারে মেয়রের প্রশংসা করেছেন। এখন নগরে শৃঙ্খলা ফেরাতে তিনি কাজ করছেন। বিশেষ করে অবৈধ স্ট্যান্ডকে শৃঙ্খলায় এনে, যানজট দূর করে ক্লিন সিলেট নির্মাণে আরেক ধাপ এগিয়ে যেগে চান। এ কারণে তিনি কয়েক দফা বৈঠক করেছেন সড়ক দখলে রাখা শ্রমিকদের সঙ্গে। এসব বেঠকে স্ট্যান্ড সরানোর বিষয়ে নানা মতামতও এসেছে। পরিবহন শ্রমিকদের সার্বিক বিষয়ে সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র আনোয়ার।

নগর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আলোচনার মাধ্যমে নগরে শৃঙ্খলা ফেরাতে মেয়রের এ উদ্যোগও অনেকখানি এগিয়েছে। তবে- ট্যাক্সের বিষয়টি নিয়ে এখনো স্বস্তি ফেরাতে পারছেন না। সিলেট নগরে এখনো কার্যকর কোনোহোলডিং ট্যাক্স চালু করা হয়নি। সাবেক মেয়ররা নিজেদের ক্ষমতা বলে কমিয়ে এ ট্যাক্স আদায় করেছেন। ফলে বিগত পরিষদ সিলেট সিটি করপোরেশনের জন্য হোলডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করে গিয়েছিল সেটি নতুন করে চালু করা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। আন্দোলনও দানা বাঁধছে নগরে। প্রতিদিন নগরীর কোথাও না কোথাও আন্দোলন চালাচ্ছেন নগরবাসী। সিলেট নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে রি-এসেসমেন্টের দাবি জানিয়েছে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। মেয়র তার সিদ্ধান্তেই অনড় রয়েছেন। তিনি রি-এসেসমেন্টে না গিয়ে রিভিউ করার পক্ষে সিদ্বান্ত নিয়েছেন। আর পরিষদকে নিয়ে এ সিদ্ধান্তের পক্ষে রয়েছেন নির্বাচিত কাউন্সিলররা। এতে করে মুখোমুখি হয়ে পড়েছেন জনপ্রতিনিধি ও নাগরিকরা।

মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী জানিয়েছেন, আলোচনা করে সবকিছুর সমাধান সম্ভব। নগরের প্রতিটি মানুষকে আমরা ট্যাক্সের আওতায় নিয়ে আসতে চাই। এটা নগরবাসীর স্বার্থের জন্য করা হচ্ছে। এখন আস্থা ফেরাতে হবে। এই আস্থা ফেরাতে কাজ করছে সিলেট সিটি করপোরেশন।

সিলেট সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ শাখার প্রধান সাজলু লস্কর মানবজমিনকে জানিয়েছেন, মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী রিভিউ বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পাশাপাশি সুশীল সমাজের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন। কেন এই ক্ষোভ- এ ব্যাপারে বসে যখন আলোচনা হবে তখন হয়তো বিষয়টির সুন্দর সমাধান আসবে।

তাইওয়ানের পার্লামেন্টে এমপিদের মারামারি

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : তাইওয়ানের পার্লামেন্টে অধিবেশন চলাকালে মারামারি এবং হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন দেশটির সংসদ সদস্যরা (এমপি)। শুক্রবার একটি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক শুরুর পর সরকারি এবং বিরোধী দলের আইনপ্রণেতাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। একে-অপরের ওপর হামলে পড়েন এবং কিল ঘুসি মারতে থাকেন। অধিবেশন কক্ষেই ধস্তাধস্তি এবং কিল-ঘুসির পাশাপাশি চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়। স্পিকারের আসনের পাশেই এমন কান্ড টেলিভিশনে দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন দেশের মানুষ।

ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, নতুন সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে ভোট শুরুর আগেই পার্লামেন্ট কক্ষের বাইরে কয়েকজন আইনপ্রণেতা বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। পরে তারা স্পিকারের আসনের চারপাশে উঠে আসেন। কেউ কেউ ধাক্কা দিয়ে সহকর্মীকে মেঝেতে ফেলে দেন। কেউ টেবিলের ওপর উঠে পড়েন। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে বিকালের দিকে আবারও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তারা। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারিতে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন লাই চিং। কিন্তু তার ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (ডিপিপি) পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে।

আর পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দল কুমিংতানের আসন সবচেয়ে বেশি। তবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তারা সরকার গঠন করতে পারেনি। এ কারণেই সরকারের ওপর পার্লামেন্টের প্রভাব বাড়াতে কিছু সংস্কার প্রস্তাব দেয় বিরোধীরা। এ নিয়েই সংঘর্ষ বাধে।

পরাধীনতার ৭৬ বছর পার করল গাজা

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : নাকবা দিবস। ফিলিস্তিনিদের জন্য ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। 'মহাবিপর্যয়'ও বলা হয় দিনটিকে। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে সেই দিন ফিলিস্তিনিদের ভূখণ্ড দখল করে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে ইসরাইল। এরপর থেকেই তাদের ওপর চলতে থাকে দখলদার বাহিনীর অমানবীয় নির্যাতন।

ইসরাইলিরা অবরুদ্ধ অঞ্চলটির শুধু ভূমিই দখলে নেয়নি, কেড়ে নিয়েছে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ঘর-বাড়ি, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ। ধ্বংস করেছে অবকাঠামো এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ। অত্যাচার, অবহেলা ও হতাশায় ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে পরাধীনতার ৭৬ বছর পার করল গাজা। খবর আলজাজিরার।

ইসরাইলের আগ্রাসনের পর প্রথম দখল হয় ফিলিস্তিনিদের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ। গাজায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনি এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে ও পূর্ব জেরুজালেমে বসবাসকারীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে অসলো চুক্তি অনুসারে। অধিকৃত পশ্চিম তীরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেখানে ইসরাইলিরা ৬০ শতাংশ ভূমিই নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

যৌথভাবে ইসরাইল-ফিলিস্তিনিদের দখলে আসে ২২ শতাংশ অঞ্চল। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের ঝুলিতে থাকে মাত্র ১৮ শতাংশ ভূখণ্ড। ইসরাইলিদের ৬০ শতাংশ দখল হওয়া ভূমিতে ৩ লাখ ফিলিস্তিনির বাসস্থান ছিল। কিন্তু ইসরাইলিরা সেই অংশটিতে ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করে অবৈধভাবে ২৯০টিরও বেশি ইহুদি বসতি স্থাপন করে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন

মোদির ভারতে মুসলিম পরিচয় যেন নিজ দেশেই আগন্তুক

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : আপনার দেশের নেতারা আপনাকে দেখতে চান না, এই উপলব্ধি যেন এক নিঃসঙ্গ অনুভূতি। বর্তমানে অনেকাংশেই হিন্দুপ্রধান ভারতে আপনি একজন মুসলিম হলে অপমানিত হতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই একই চিত্র। কয়েক দশক ধরে আপন, এমন বন্ধুরাও বদলে যায়। প্রতিবেশীরা প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করা থেকে বিরত থাকে- তারা আর কোনো উৎসবে যোগ দেয় না অথবা কষ্টের সময়ে সমস্যার কথা জানতে দরজায় কড়া নাড়ে না।

'এটা প্রাণহীন এক জীবন,' বলছিলেন জিয়া উস সালাম নামের এক লেখক, যিনি দিল্লির উপকণ্ঠে স্ত্রী উজমা আউসফ এবং চার কন্যার সাথে বসবাস করেন।

এক সময় ভারতের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্রের জন্য চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে কাজ করা ৫৩ বছর বয়সী সালাম তার সময় সিনেমা, শিল্প, সঙ্গীতেই কাটিয়ে দিতেন। দীর্ঘ আড্ডার জন্য একটি প্রিয় খাবারের স্টলে একজন পুরনো বন্ধুর মোটরসাইকেলের পিছনে চড়ে কাজের দিনগুলো শেষ হত তার। সালামের স্ত্রী-ও সাংবাদিক ছিলেন যিনি লাইফ, ফুড, ফ্যাশন নিয়ে লিখতেন।

এখন সালামের রুটিন কেবল অফিস এবং বাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ। গভীর উদ্বেগ তার ভাবনার জায়গাগুলো দখল করেছে। তিনি বলেন, 'দৃশ্যমান মুসলিম' হওয়ার কারণে ব্যাংক টেলার, পার্কিং লট অ্যাটেনডেন্ট, ট্রেনের সহযাত্রীদের দ্বারা ক্রমাগত এমন জাতিগত প্রোফাইলিং তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে।

পারিবারিক গল্পগুলো আরো কষ্টকর, যেখানে সালাম দম্পতি এমন একটি দেশে নিজেদের কন্যাদের লালন-পালন করছেন যেখানে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রশ্ন তোলা হয় কিংবা এমনকি মুসলিমদের পরিচয়ের চিহ্নগুলোকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এসবের মধ্যে তারা কিভাবে পোশাক পরে, তারা কী খায়, এমনকি তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

তাদের মধ্যে এক কন্যাকে এসব বিষয় নিয়ে এতটাই লড়াই করতে হয়েছিল যে, তার কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন হয়েছিল এবং সে কয়েক মাস স্কুলেও যেতে পারেনি। দিল্লির ঠিক বাইরে নয়ডায় মিশ্র হিন্দু-মুসলিম পাড়ায় থাকাটা ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে পরিবারটিতে প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হয়। তাদের সবচেয়ে বড় কন্যা মরিয়ম (স্নাতক শিক্ষার্থী) জীবনকে সহনীয় করে তোলার জন্য যেকোনো কিছুতে আপস করে নেয়ার চেষ্টা করে। সে তার জীবন এগিয়ে নিতে চায়।

মুসলিম এলাকা ব্যতীত অন্য যেকোনো জায়গায় বসবাস করা তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। রিয়েল এস্টেট এজেন্টরা প্রায়ই সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসে যে, পরিবারগুলো মুসলিম কিনা; বাড়িওয়ালারা মুসলিম শুনলে তাদের ভাড়া দিতে নারাজ। মরিয়ম বলেন, আমি এসবে মানিয়ে নিতে শুরু করেছি। "আমি মানছি না," সালাম মেয়ে মরিয়মের কথার বিরোধিতা করে

বলছিলেন। তিনি এটা স্মরণ করার জন্য যথেষ্ট বয়সী যে, আগে কবে বিশাল বৈচিত্র্যময় ভারতে সহাবস্থান ছিল মূল আদর্শ। তিনি দেশের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতায় যুক্ত হতে চান না। তবে তিনি বাস্তববাদীও বটে। তিনি চান মরিয়ম বিদেশে পাড়ি জমাক, অন্তত দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে। সালাম এই আশাকে আঁকড়ে ধরে আছেন যে ভারতে এটি একটি ক্ষণস্থায়ী পর্যায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য লম্বা খেলা খেলছেন।

দ্রুত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে ২০১৪ জাতীয় ক্ষমতায় তার উত্থান, দশক পুরনো হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ভারতীয় রাজনীতির প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে দৃঢ়ভাবে নিয়ে আসেন। এর পর থেকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো এবং শক্তিশালী গণতন্ত্র থেকে সরে এসেছেন। যে ব্যবস্থা কখনো কখনো বিস্ফোরক ধর্মীয় এবং জাতিগত বিভাজন থাকা সত্ত্বেও ভারতকে দীর্ঘদিন ধরে একত্র করে রেখেছিল।

দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলো ভারতীয় সমাজকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টায় মোদির চার পাশের বিশাল শক্তিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। সরকার সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তাদের সদস্যরা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের উসকানি দেয়। পরে তাদের মুসলমানদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিতে এবং মুসলিম পুরুষদের ধরপাকড় করতে দেখা যায়। অতি উৎসুক কিছু গোষ্ঠী গরুর গোশত পাচারের অভিযোগে মুসলমানদের পিটিয়ে হত্যা করেছে (অনেক হিন্দুর কাছে গরু পবিত্র)। মোদির দলের শীর্ষ নেতাদের প্রকাশ্যে হিন্দুদের সাথে উদযাপন করতে দেখা গেছে যারা কিনা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। সম্প্রচার গণমাধ্যমের বৃহৎ অংশে, বিশেষ করে সোস্যাল মিডিয়ায় ধর্মান্ধতা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। মুসলিম পুরুষরা হিন্দু নারীদের ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রলুব্ধ করে, এমনকি রেস্তোরাঁর খাবারে মুসলমানরা থুথু ফেলে- এমন সব ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়ে দেয়া হয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলো থেকে।

মোদি এবং তার দলের নেতারা ভারতীয়দের সমানভাবে গণ্য করে এমন কল্যাণমূলক কর্মসূচির দিকে ইঙ্গিত করে বৈষম্যের দাবি প্রত্যাখ্যান করলেও মোদি নিজেই এখন পরের মাসের শুরুতে শেষ হতে যাওয়া নির্বাচনে মুসলিমবিরোধী উপমার পুনরাবৃত্তি করছেন। তিনি ভারতের ২০ কোটি মুসলমানকে আগের চেয়ে আরো বেশি সরাসরিভাবে টার্গেট করেছেন, তাদের 'অনুপ্রবেশকারী' বলে অভিহিত করেছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাদের অনেক সন্তান রয়েছে।

এই 'ক্রিপিং ইসলামোফোবিয়া'ই এখন সালামের লেখনীর প্রধান বিষয়। সিনেমা, সঙ্গীত, জীবনের আনন্দ, এখন সবই ছোট মনে হয়। একটি বইয়ে, তিনি মুসলিম পুরুষদের হত্যার ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। সাম্প্রতিক একটি ফলো-আপে, তিনি বর্ণনা করেছেন, কিভাবে ভারতের মুসলমানরা নিজেদের জন্মভূমিতে নিজেদের 'অনাথ' ভাবছেন। তিনি বলেন, 'আমি যদি এই ইস্যুগুলো নিয়ে না লিখি, কেবল সিনেমা ও সাহিত্যেই নিজ শক্তি সীমাবদ্ধ করি, তাহলে নিজেকে আয়নায় দেখতে পারব না। ভবিষ্যতে আমি আমার সন্তানদের কী জবাব দেবো- যখন আমার নাতি-নাতনীরা জিজ্ঞাসা করবে, অস্তিত্বের সঙ্কটের সময়ে আপনি কী করতেন?'

ছোটবেলায় সালাম দিল্লিতে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান রয়েছেন- এমন রাস্তায় সময় কাটাতেন। বিকেলে রোদ তপ্ত হয়ে উঠলে শিশুরা হিন্দু মন্দিরের আঙিনায় গাছের ছায়ায় খেলাধুলা করত। মন্দিরের পুরোহিত সবার জন্য পানি নিয়ে আসতেন। "আমি তার কাছে অন্য শিশুদের মতোই ছিলাম," সালাম স্মরণ করছিলেন।

সেই স্মৃতিগুলো একটি কারণ- যেসবের জন্য সালাম এই দৃঢ় আশাবাদ বজায় রেখেছেন যে ভারত তার ধর্মনিরপেক্ষতার পোশাক পুনরুদ্ধার করতে পারে। আরেকটি হলো দেশের বৃহৎ অংশে মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদ নির্বিচারে চললেও দেশটির অধিক সমৃদ্ধ দক্ষিণের বেশ কয়েকটি রাজ্য তা প্রতিরোধের মুখে পড়েছে।

সেখানে মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক কথোপকথনও অন্য রকম: কলেজ ডিগ্রি, চাকরির পদোন্নতি, জীবন পরিকল্পনা- স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদকারী রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় এবং অর্থনৈতিক মঙ্গলকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন একজন ঘোষিত নাস্তিক।

রাজ্যের রাজধানী চেন্নাইতে পাঁচ সদস্যের পরিবার নিয়ে বসবাস করেন জান মোহাম্মদ। তিনি বলছিলেন, 'প্রতিবেশীরা একে-অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন। গ্রামীণ এলাকার একটি ঐতিহ্য রয়েছে। যখন কোনো সম্প্রদায় কোনো উপাসনালয় নির্মাণ শেষ করে, তখন অন্যান্য ধর্মের গ্রামবাসীরা ফল, সবজি এবং ফুল উপহার নিয়ে আসে এবং খাবারের জন্য অবস্থান করেন।' 'আবাসনের চেয়েও বড় কথা হলো একটা বোঝাপড়া আছে,' মোহাম্মদ বলছিলেন।

তার পরিবার 'ওভারএচিভার'-এ পূর্ণ তাদের শিক্ষিত রাজ্যটিতে যা কিনা আদর্শ। মোহাম্মদ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে নির্মাণ ব্যবসায় আছেন। অর্থনীতিতে ডিগ্রিধারী তার স্ত্রী রুখসানা সন্তান বড় হওয়ার পর অনলাইনে পোশাকের ব্যবসা শুরু করেন। এক মেয়ে মাইমুনা বুশরার দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আছে। সে একটি স্থানীয় কলেজে পড়ায়। তার বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। সর্বকনিষ্ঠ হাফসা লুবনা বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং দুই বছরের মধ্যে একটি স্থানীয় কোম্পানিতে ইন্টার্ন থেকে (২০ বছর বয়সে) ম্যানেজার হয়ে গেছে। দুই মেয়েরই পিএইচডি চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। একমাত্র উদ্বেগ ছিল, সম্ভাব্য বর তাতে আতঙ্কিত হতে পারে। 'প্রস্তাব আসা কমে যায়,' রুখসানা মজার ছলে বলছিলেন। এক হাজার মাইল উত্তরে দিল্লিতে সালামের পরিবার অন্য দেশ বলে মনে হয়- এমন এক জায়গায় বাস করে। এমন একটি জায়গা যেখানে কুসংস্কার এতটাই নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে যে ২৬ বছরের বন্ধুত্বও এর ফলে ভেঙে যেতে পারে।

সালাম বিশাল আকৃতির জন্য তার একজন সাবেক সম্পাদককে 'মানব পাহাড়' ডাকনাম দিয়েছিলেন। শীতকালে দিল্লিতে কাজ শেষে যখন তারা সম্পাদকের মোটরসাইকেলে চড়তেন, তখন তিনি সালামকে ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রক্ষা করতেন। তারা প্রায়ই একসাথে থাকতেন; যখন তার বন্ধুটি ড্রাইভিং লাইসেন্স পায়, তখনো সালাম সাহেব তার সাথে ছিলেন। 'আমি প্রতিদিনই মসজিদে যেতাম, আর তিনি মন্দিরে যেতেন।' সালাম বলছিলেন, 'আমি সেজন্য তাকে সম্মান করতাম।' কয়েক বছর আগে, ব্যাপারগুলোর পরিবর্তন হতে শুরু করে। প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেজ এসেছিল। সম্পাদক সালামের কাছে মুসলিমবিরোধী ভুল তথ্যের কিছু জিনিস ফরোয়ার্ড করা শুরু করেন: উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানরা ২০ বছরের মধ্যে ভারত শাসন করবে কারণ তাদের নারীরা প্রতি বছর সন্তান জন্ম দেয় এবং তাদের পুরুষদের চার স্ত্রীর বিধান আছে।

হজের কার্যাবলি

জাফর আহমাদ

হজের ফরজ কাজ তিনটি- ১. ইহরাম বাঁধা; ২. আরাফাতে অবস্থান; ৩. তাওয়াফে জিয়ারাহ করা। মনে রাখতে হবে, এই তিনটির কোনো একটি ছুটে গেলে হজ হবে না।

হজের ওয়াজিব কাজ পাঁচটি- ১. সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা; ২. মুজদালিফায় রাত যাপন বা অবস্থান করা; ৩. জামরায় কঙ্কর মারা; ৪, কোরবানি করা ও ৫. বিদায়ী তাওয়াফ করা। এগুলোর কোনো একটি ছুটে গেলে তাকে দম দিতে হবে।

মূল হজের পাঁচ দিন

১. হজের প্রথম দিন ৮ জিলহজ : মক্কা থেকে ইহরাম বেঁধে মিনায় যাওয়া এবং ৮ জিলহজ সেখানে অবস্থান করা।

২. হজের দ্বিতীয় দিন ৯ জিলহজ : ফজরের নামাজ মিনায় পড়ে আরাফাতের ময়দানে রওনা হওয়া। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাত ময়দানে অবস্থান। (হজের দ্বিতীয় ফরজ) প্রথম ফরজ তো আমরা নির্দিষ্ট মিকাত থেকে ইহরাম বেঁধে পালন করব। আরাফাতের দিনকেই মূল হজ বলা হয়। আরাফাত থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিব নামাজ না পড়ে মুজদালিফায় রওনা করতে হবে। সেখানে তারতিব ঠিক রেখে মাগরিব ও এশার নামাজ পড়ে সুবিধামতো স্থানে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। ইচ্ছে করলে এখান থেকে ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করা যাবে। ফজরের নামাজ আদায় করবেন। সূর্যোদয় পর্যন্ত কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে হবে।

হজের তৃতীয় দিন ১০ জিলহজ : এই দিনটি খুবই কঠিন ও পরিশ্রমের। এ দিনের কাজগুলো নিম্নরূপ :

মুজদালিফা থেকে মিনায় ফিরে আসা, শুধু বড় জামরায় সাতটি কঙ্কর মারা, কোরবানি করা, চুল কাটা, মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করা (হজের তৃতীয় ও শেষ ফরজ), মক্কা থেকে আবার মিনায় চলে আসা।

মুজদালিফা থেকে মিনায় পৌঁছানোর পর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতে হবে। সূর্য হেলার আগে বড় জামরায় সাতটি কঙ্কর মারতে হবে। কোরবানি করবেন। এরপর হজের তৃতীয় ও শেষ ফরজ তাওয়াফে জিয়ারাত বা বিদায়ী তাওয়াফ করা এবং মাথা মুণ্ডন করা। তারপর মিনায় ফিরে যাবেন।

হজের চতুর্থ দিন ১১ জিলহজ : মিনায় অবস্থান। সূর্য হেলার পর তিনটি জামরায় সাতটি করে ২১টি পাথর মারা। প্রথমে ছোট জামরায়, পরে মধ্যম জামরায়, শেষে বড় জামরায়। সূর্য ডোবার আগে পাথর মারা শেষ করে মিনার তাঁবুতে চলে যাওয়া।

হজের পঞ্চম দিন ১২ জিলহজ : মিনায় সর্বশেষ অবস্থান। সূর্য হেলার পর আগের নিয়মে সাতটি করে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করা এবং সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে আসা। সূর্যাস্তের আগে যদি মিনা ত্যাগ না করা যায় তবে ১৩ জিলহজ মিনায় অবস্থান করে ১২ জিলহজের মতো আবার ২১টি কঙ্কর মারতে হবে।

বিদায়ী তাওয়াফ : যেদিন দেশে ফিরে যাবেন বা মদিনায় চলে যাবেন মক্কায় আর ফিরে আসবেন না, সেদিন সুবিধামতো সময়ে বিদায়ী তাওয়াফ করা। বিদায়ী তাওয়াফ সাধারণ পোশাকে হবে। এ তাওয়াফে রমল, ইজতিবা ও সাঈ নেই।

হজের কিছু পরিভাষা

ইহরাম : প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পর গোসল করে মিকাতের আগে তথা বিমানে উঠার আগে দুই টুকরা সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে মিকাত থেকে উমরার নিয়ত করা। এটি হজের প্রথম ফরজ। আর তখন থেকেই তালবিয়া পাঠ করা।

মিকাত : মিকাত অর্থ নির্দিষ্ট সময় বা সময়সূচি। হজের পরিভাষায় এমন এক নির্দিষ্ট স্থানকে মিকাত বলে, যেখান থেকে বা যে স্থান অতিক্রম করার আগে হজ বা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে হয়। এ রকম স্থান পাঁচটি।

তালবিয়া : লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক লাব্বায়িকা লা শারিকা লাকা লাব্বায়িক ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারিকা লাক। অর্থাৎ- উপস্থিত, উপস্থিত হে আল্লাহ! তোমার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও। তোমার কোনো শরিক নেই।

তাওয়াফ : তাওয়াফ মানে জিয়ারত বা চক্কর দেয়া। অর্থাৎ বায়তুল্লাহর চারদিকে চক্কর দেয়া। ফরজ, ওয়াজিব ও নফল তাওয়াফ রয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে- 'এবং ইবরাহিম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিলাম যে তোমরা আমার ঘর পবিত্র করো তাওয়াফকারী ও ইতিকাফকারীদের জন্য।' (সূরা বাকারা-১২৫)

রমল : রমল শুরু হয় সপ্তম হিজরিতে। রাসূলুল্লাহ সা: ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়া থেকে ফিরে যান উমরাহ আদায় না করেই। হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী বছর তিনি ফিরে আসেন উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে। সময়টি ছিল জিলকদ মাস। সাহাবাদের কেউ কেউ জ্বরাক্রান্ত হয়েছিলেন। এ নিয়ে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল- 'এমন এক সম্প্রদায় তোমাদের কাছে আসছে ইয়াছরিবের জ্বর যাদের দুর্বল করে দিয়েছে।' (বুখারি-মুসলিম) শুনে রাসূলুল্লাহ সাহাবাদের রামল করতে বললেন। রামল মানে বুকটান করে দৌড়ানো। আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের মতো, ছোট ছোট কদমে গা হেলিয়ে বুক টান করে দৌড়ানো। তাওয়াফে এই রমল করতে হয়। উদ্দেশ্য মুমিন কখনো দুর্বল হয় না, মুমিন কখনো হতোদ্যম হয় না, এটি দেখানো। রোগ-শোক সব কিছুকে চাপিয়ে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এর সাথে ইজতিবা নামে আরেকটি পরিভাষা আছে। মানে চাঁদরখানা ডান বগলের নিচে দিয়ে বীরের বেশে তাওয়াফ করা।

সাফা-মারওয়া পাহাড় ও সাঈ : কাবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একেবারেই কাছাকাছি ছোট্ট একটি পাহাড়ের নাম সাফা এবং কাবার অনতিদূরে উত্তর-পূর্ব কোণে মারওয়া পাহাড়। এটিও খুবই ছোট্ট একটি পাহাড়। এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে মা হাজেরা তার দুগ্ধপায়ী সন্তান ইসমাইল আ:-এর জান বাঁচানোর জন্য ছোটাছুটি করেছিলেন। আল্লাহ তার মেহমানদের জন্য এই দু'টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়ানোকে বৈধ করে দিলেন। এই ছোটাছুটির নামই হলো সাঈ।

হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর : পবিত্র কাবার দক্ষিণ কোণে জমিন থেকে ১.১০ মিটার উচ্চতায় স্থাপিত হাজরে আসওয়াদ। এটি জান্নাত থেকে নেমে আসা একটি পাথর। (নাসায়ি) শুরুতে যার রং ছিল দুধের বা বরফের মতো সাদা। পরে আদম সন্তানদের পাপ তাকে কালো করে দেয়। (তিরমিজি) হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়। (নাসায়ি) হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে আল্লাহু আকবার বলে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে ইশারা করলেও চলবে। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন মুমিন হৃদয়ে সুন্নাহর তাজিম ও সম্মান বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ সা: করেছেন সেজন্য আমরা করি। হজরত ওমর রা: পাথরকে চুম্বন করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমি জানি নিশ্চয়ই তুমি একটি পাথর। ক্ষতি-উপকার করার ক্ষমতা কোনোটিই তোমার নেই। রাসূলুল্লাহ সা:-কে চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।' (বুখারি-১৫২০)

রুকনে ইয়ামানি : কাবা শরিফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। তাওয়াফের সময় এ কোণকে সুযোগ পেলে স্পর্শ করতে হয়। চুম্বন বা ইশারা করা নিষেধ।

মুলতাজিম : হাজরে আসওয়াদ থেকে কাবার দরজা পর্যন্ত জায়গাটুকুকে মুলতাজিম বলে। (মুসলিম) মুলতাজাম শব্দের অর্থ- 'এঁটে থাকার জায়গা'। সাহাবায়ে কেরাম রা: মক্কায় এসে মুলতাজামে যেতেন ও দুই হাতের তালু, দুই হাত, চেহারা ও বক্ষ দেয়ালের সাথে এঁটে দিয়ে দোয়া করতেন।

মাকামে ইবরাহিম : মাকামে ইবরাহিম বলতে সেই পাথরকে বুঝায় যেটি কাবা শরিফ নির্মাণের সময় ইসমাইল নিয়ে এসেছিলেন তার পিতা ইবরাহিম এর ওপর দাঁড়িয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেন। নির্মাণকাজে ওপরে উঠার প্রয়োজন হলে পাথরটি অলৌকিকভাবে ওপরে উঠে যেত। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'তার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো এবং মাকামে ইবরাহিম বা ইবরাহিমের ইবাদতের স্থান।' (সূরা আলে ইমরান-৯৭) তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহিমের পেছনে কাবামুখী হয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে হয়।

মাতাফ : কাবা শরিফের চারপাশের উন্মুক্ত জায়গাকে মাতাফ বলে। মাতাফ মানে তাওয়াফ করার স্থান। বর্তমানে তাওয়াফের অতিরিক্ত ভিড় এড়ানো এবং একসাথে আরো বেশি করে মানুষ যাতে তাওয়াফ করতে পারে এ জন্য খোলা চত্বরের বাইরে মজবুত স্টিলের ওপর তিন তলা করে দেয়া হয়েছে।

আল হাতিম : হাতিম অর্থ বিচ্ছিন্ন। কাবার উত্তর পাশে অর্ধ-গোলাকার জায়গাটিকে হাতিম বলে। এটি ইবরাহিম আ:-এর ভিত্তির অর্ন্তভুক্ত ছিল। অর্থাৎ এটি কাবাঘরের অংশ। কিন্তু কুরাইশরা কাবা পুনর্নির্মাণের সময় অর্থাভাবে তা কাবার ভিত্তির মধ্যে করতে পারেনি। এখানে প্রবেশ করে নফল নামাজ পড়া মানে কাবাঘরে প্রবেশ নামাজ পড়া। এটি দোয়া কবুলের জায়গা।

মিজাব : অর্থ- নালা। কাবাঘরের ছাদ থেকে পানি অবতরণের নালাকে মিজাব বলে। এর নিচে দাঁড়িয়ে দোয়া কবুল হয়।

মসজিদে হারাম : কাবা শরিফ ও তার চারপাশের মাতাফ, মাতাফের ওপারে বিলডিং, বিলডিংয়ের ওপারে মারবেল পাথর বিছানো উন্মুক্ত চত্বর এ সবগুলো মিলে মসজিদুল হারাম। কারো কারো মতে, পুরো হারাম অঞ্চল মসজিদুল হারাম হিসেবে বিবেচিত।

লেখক : প্রবন্ধকার ও গবেষক

উন্নতির গোপন রহস্য

মিজান ইবনে মোবারক

ক্ষণস্থায়ী জীবনের নাম দুনিয়া। ষাট, সত্তর বা একশ' বছরের জিন্দেগিতে প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন জীবনে উন্নতি করার। তাই নিজেকে ভালো একটা অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাতদিন একাকার করে মেহনত ও সাধনা করে। আকাঙ্ক্ষা সফল হওয়ার। তার সাধনার কাছে আল্লাহর বিধান পালন করা তখন তুচ্ছ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। নামাজ, রোজাসহ ধর্মীয় কোনো অনুশাসন মানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। দুনিয়া অর্জনের জন্য আখিরাতের জীবনকে বরবাদ করা হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহর কতক বান্দা রয়েছে যাদের লক্ষ্য হলো, আখিরাতের জীবনে সফল হওয়া। দুনিয়া নিয়ে তাদের নেই বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা। কোনোরকম দিন গুজরান করতে পারলেই হলো। তাদের মাথায় সর্বদা কাজ করে, দুনিয়া আখিরাতের ক্ষেতস্বরূপ। এখানে যেমন কর্ম আখিরাতে তেমন ফল। যত বিপদই আসুক না কেন, আল্লাহর হুকুম যেন না ছুটে যায় সে জন্য তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকে। কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, অনন্তকালের জিন্দেগিতে সফল হতে বস্তুত যে আখিরাত কামনা করে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টার নেয়ামতের প্রাচুর্য দান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দিই এবং আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশই থাকবে না (সূরা শুরা : ২০)।

একজন ঈমানদারের উচিত আখিরাতমুখী হওয়া। কারণ, আখিরাতের সফলতাই প্রকৃত সফলতা। যে আখিরাতমুখী হবে, সে দুনিয়া এবং আখিরাত সবই পাবে। পক্ষান্তরে যে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে, দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকবে সে দুনিয়াও হারাবে আখিরাতও। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা: এমন উল্লেখ করেছেন। আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্র করে সুসংহত করে দেবেন। তখন তার কাছে দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দেবে।

আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন দুচোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দেবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চেয়ে বেশি পাবে না (তিরমিজি : ২৪৬৫)।

আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা দুনিয়া পদদলিত করে আর দুনিয়া তাদের পদচুম্বন করে। তাই বলে সব কিছু বাদ দিয়ে দুনিয়া অর্জন করা আবার সব কিছু বাদ দিয়ে আখিরাত অর্জন করা নয়; বরং ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দুনিয়াবী কাজ এতটুকু করতে হবে যার দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। বাকিটা সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটাতে হবে। নতুবা দুঃখ-দুর্দশার গ্লানি চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরবে।

হজরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দেবো এবং তোমার অভাব দূর করে দেবো। তুমি তা না করলে আমি তোমার দুই হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দেবো এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করব না(তিরমিজি : ২৪৬৬)।

মানুষের জীবনে ব্যস্ততা থাকবে। তবে সে ব্যস্ততা যেন কেবল দুনিয়াকেন্দ্রিক না হয়। সব ব্যস্ততা-ঝামেলা কাটিয়ে স্থায়ী জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করতে হবে। আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। আল্লাহর জন্য যে সময়টুকু ব্যয় হয় সেটাই মূলত সময়, সেটাই মূলত উন্নতি।

লেখক : শিক্ষার্থী, মারকাজুশ শাইখ আরশাদ, আল-মাদানী ঢাকা।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২৪	৩:০৪	৪:৫৪	০১:০৩	৬:২৬	৯:০২	১০:১৫
শনিবার	২৫	৩:০১	৪:৫২	০১:০৩	৬:২৭	৯:০৪	১০:১৮
রবিবার	২৬	৩:০০	৪:৫১	০১:০৩	৬:২৮	৯:০৫	১০:১৯
সোমবার	২৭	২:৫৮	৪:৫০	০১:০৩	৬:২৮	৯:০৬	১০:২০
মঙ্গলবার	২৮	২:৫৭	৪:৪৯	০১:০৩	৬:২৯	৯:০৭	১০:২২
বুধবার	২৯	২:৫৫	৪:৪৮	০১:০৩	৬:৩০	৯:০৯	১০:২৪
বৃহস্পতিবার	৩০	২:৫৫	৪:৪৮	০১:০৩	৬:৩০	৯:১০	১০:২৫

ভারতের নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস

মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার পিএসসি (অব.)

বহুত্ববাদ ও উদার গণতান্ত্রিক সহনশীল মূল্যবোধের রাজনীতিতে বিশ্বব্যাপী ক্ষয়িষ্ণু একটা ধারা ক্রমশই বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে। বহু দিক থেকে চুলচেরা সব বিশ্লেষণ চলছে। পক্ষ-বিপক্ষের তর্ক-বিতর্কে ভারতের মিডিয়া এখন প্রচন্ড গরম। বৈশ্বিক মিডিয়ায়ও প্রতিদিন ভারতের নির্বাচন নিয়ে খবর ও বিশ্লেষণ প্রকাশ পাচ্ছে। বড় গাছের দিকে সবার দৃষ্টি থাকে। ভারত এখন উদীয়মান পরাশক্তি। ১৯ এপ্রিল প্রথম ধাপের ভোট শুরু হয়। শেষ অর্থাৎ সপ্তম দফা ভোট হবে ১ জুন। ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ করা হবে ৪ জুন। সাত দফায় লোকসভার ভোটে ১০ লাখ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। এ লেখাটি প্রকাশের দিন ২০ মে পঞ্চম দফা ভোট হবে। ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত চার দফা ভোটের পর ফলাফলের সম্ভাব্য চিত্রটি বছরের শুরুতে যেমন ছিল তার থেকে বেশ কিছুটা বদলে গেছে বলে ভারতের অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন। গত জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বিশ্লেষণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত ছিল এবারও বিজেপি অপ্রতিরোধ্য এবং একটানা তৃতীয়বার সরকার গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত। তাই শুরুতে আলোচনা ছিল বিজেপির জয়ী হওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কথা হলো কত আসনে জিতবে সেটাই দেখার বিষয়। তাই বিজেপির স্লোগান, একলা ৩৭০ এবং শরিক মিলে ৪০০। কিন্তু ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকেই একটা ভিন্ন বাতাস অনুভব করার কথা কেউ কেউ বলতে শুরু করেন এবং প্রথম দুই দফা ভোটের পর অনেকেই জোরেশোরে বলতে শুরু করেছেন যে, যেমন ভাবা হয়েছিল তা নয়, বিজেপির জন্য লড়াইটা সহজ হচ্ছে না। অঘটনও ঘটে যেতে পারে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত হচ্ছে দলগত হিসাবে এককভাবে পাল্লা এখনো বিজেপির দিকেই ভারী। ভারতের জাতীয় রাজনীতির হিসাবকিতাব এতই জটিল এবং এত বেশি পরিবর্তনশীল উপাদান দ্বারা প্রভাবিত যে, এর ফল সম্পর্কে আগাম কিছু বলা খুবই কঠিন কাজ। ২০০৪ সালের নির্বাচনে তখন ক্ষমতায় থাকা অটল বিহারি বাজপেয়ির নেতৃত্বাধীন এনডিএ (ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স) জোটের ইন্ডিয়া শাইনিং স্লোগানের ঢেউ দেখে বড় বড় জরিপকারী প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করে বলেছিল দ্বিতীয়বার টানা সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বিজেপি। কিন্তু সব প্রিডিকশন ব্যর্থ করে ২০০৪ সালে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ (ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স)। ২০০৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন ১৪৫ থেকে বেড়ে ২০৬ হয়ে যায় এবং টানা দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে। বিজেপির আসন ২০০৪ সালের ১৩৮ থেকে নেমে আসে ১১৬টিতে। টানা দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থেকে কংগ্রেস সরকার সর্বভারতীয় অর্থনীতিকে একটা শক্ত ভিত্তিতে নিয়ে যায়। ২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক ভূরাজনীতিতে বড় চমক দেখাতে সক্ষম হয়। কিন্তু ২০১৪ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের অভাবনীয় বিপর্যয় ঘটে। কংগ্রেসের ইতিহাসে সর্বনিম্ন মাত্র ৪৪টি আসন পায়, যেখানে পাঁচ বছর আগে প্রাপ্ত আসন ছিল ২০৬। অন্যদিকে বিজেপি ২০০৯ সালে প্রাপ্ত ১১৬ থেকে একলাফে ২০১৪ সালে ২৮২ আসন পেয়ে যায়। আরেকটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করি, তাহলে বোঝা যাবে ভারতের নির্বাচনি ফল আগাম অনুমান করা কত কঠিন কাজ। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ভোট পায় শতকরা ৩৪ শতাংশ, আর বিজেপি ১৭ শতাংশ। অথচ ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট বেড়ে হয় শতকরা ৪৫ শতাংশ, আর বিজেপির কমে মাত্র ১০ শতাংশ হয়ে যায়। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মাথায় ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিশাল উত্থান ঘটে, শতকরা প্রায় ৪০.৭ শতাংশ ভোট এবং পশ্চিমবঙ্গের ৪২ আসনের মধ্যে ১৮টি দখল করে নেয়। তারপর ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট সামান্য কমে হয় শতকরা প্রায় ৩৮ শতাংশ। তাতে বোঝা যায়- পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বড় বিস্তৃতি ঘটেছে। তাই এবার লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভোট প্রাপ্তি যদি শতকরা ৩৫-৪০ শতাংশের মধ্যে থাকে, তাহলেও বিজেপিবিরোধী শিবিরের জন্য সেটা বড় দুঃসংবাদ হতে পারে। তবে এটাও ঠিক, ভোট প্রাপ্তির হার একটা বড় বিষয় হলেও ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট নির্বাচনি পদ্ধতিতে শতকরা ভোট প্রাপ্তির সঙ্গে আসন প্রাপ্তির অনুপাতে বিগত সময়ে বিস্তর পার্থক্য ঘটেছে। এবার অন্য উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করি। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী ফ্যাক্টর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এককভাবে এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিরোধ্য, তার কোনো জুড়ি নেই। সে কারণেই দেখা যাচ্ছে নির্বাচনি প্রচারে বিজেপি নেতারা বিগত ১০ বছরে সরকারের পারফরম্যান্সের কথা নয়, নরেন্দ্র মোদির নামে ভোট চাইছেন। মধ্য-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের হিন্দি ভাষাভাষী বলয়ে বিজেপির আদর্শগত বড় ভোটব্যাংক তৈরি হয়েছে। এটাই বিজেপির সবচেয়ে বড় সম্বল। বিজেপির আরেকটি বড় শক্তি আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)। ক্যাডারভিত্তিক দল হওয়ায় তারা মানুষের কাছে ব্যক্তি পর্যায়ে যেভাবে পৌঁছাতে পারে অন্য দলের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চার দফায় যে হারে ভোট পড়েছে সেটি বিগত লোকসভা নির্বাচনের চেয়ে গড়ে ৫-৭ শতাংশ কম। তাতে বলা হচ্ছে, ক্যাডারভিত্তিক দল হওয়ায় এবং নির্দিষ্ট ভোটব্যাংক থাকায় বিজেপির ভোটাররা ঠিকই ভোট দিয়েছে। আর কংগ্রেস এবং তাদের মিত্র বড় সব আঞ্চলিক দলগুলো বিজেপিবিরোধী জোয়ার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হওয়ায় জনগণ সেভাবে ভোট কেন্দ্রে আসেনি। তবে ভারতের কিছু মিডিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী কম ভোট পড়া মানে বিগত দুই নির্বাচনে দলনিরপেক্ষ যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে এটা তাদের ক্ষমতাবিরোধী মনের বহিঃপ্রকাশ। বিজেপির বিপরীতে কংগ্রেসের বড় দুর্বলতা, সুনির্দিষ্টভাবে তারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কোনো প্রার্থীকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারেনি। তবে রাহুল গান্ধী কর্তৃক ২০২২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তামিলনাড়ুর দক্ষিণ প্রান্ত কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ৩৫০০ কিলোমিটার ভারত জোড়ো যাত্রার একটা সুফল কংগ্রেস পাবে বলে এখন মনে হচ্ছে। রাহুল গান্ধী ও বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সভা-সমাবেশে ব্যাপক জনসমাগম দেখে অনেকেই মনে করছেন এবার কংগ্রেস আবার ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে। তবে সেই ঘুরে দাঁড়ানোটা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত যাবে কি না তা নিয়ে অনেক রকম পক্ষ-বিপক্ষে মত আছে। কারণ ২০১৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস আসন পায় মাত্র ৫২টি, ভোট প্রাপ্তির হার ছিল ১৯.৫ শতাংশ। তাই এককভাবে তো সম্ভব নয়, বরং ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের নিয়ে সরকার গঠন করতে হলেও দলগতভাবে কংগ্রেসকে অন্তত ১৫০-১৬০-এর ওপরে আসন পেতে হবে। কংগ্রেসের ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস আছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ১৫৪ আসন পেয়ে পরাজিত হয়ে মাত্র তিন বছরের মাথায় ১৯৮০ সালের নির্বাচনে ৩৫৩ আসন পেয়ে বিশাল বিজয় অর্জন করে কংগ্রেস। কিন্তু কথা হলো, তখন ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন। বিহার, কর্ণাটক মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গকে এবার মূল যুদ্ধক্ষেত্র বলা হচ্ছে। এই পাঁচটি রাজ্যে কংগ্রেস ও তার জোটভুক্ত আঞ্চলিক দলগুলো যদি ২০১৯ সালের নির্বাচনি ফল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো করতে পারে তাহলে বিজেপির জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। বিহারে রয়েছে ৪০টি লোকসভার আসন। এখানে প্রভাবশালী ও ঝানু রাজনীতিক বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ও তার সংযুক্ত জনতা দল কংগ্রেস জোট ছেড়ে এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ায় এ রাজ্যে বিজেপি অনেকটাই ভারমুক্ত। তবে বিহারের একসময়ের সর্বভারতীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য লালু প্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বী যাদব নীতিশ কুমারের বিপরীতে তরুণ ভোটারদের ব্যাপকভাবে কাছে টানছেন। কিন্তু ২০১৯ সালের নির্বাচনে তেজস্বী যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের আসন সংখ্যা ছিল শূন্য। তাই শূন্য থেকে কতটুকু এগোতে পারবেন তা নিয়ে কথা থেকে যায়। তবে জোটের রাজনীতিতে নীতিশ কুমারের বারবার ডিগবাজি দেওয়াটা তরুণ ভোটাররা পছন্দ করছেন না বলে ভারতীয় মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র কর্ণাটকে আসন সংখ্যা ২৮। ২০১৯ সালের নির্বাচনে শতকরা ৫১.২৮ ভাগ ভোট পেয়ে বিজেপি ২৫টি আসন পায়। কংগ্রেস সেবার মাত্র একটি আসন পায়, যদিও ভোট প্রাপ্তি ছিল শতকরা ৩১.৮ ভাগ। ২০২৩ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে কংগ্রেস সরকার গঠন করায় সেখানে একটা পরিবর্তনের হাওয়া এবং তাতে বিজেপির আসন সংখ্যা ১০-১২টি কমে যেতে পারে বলে ভারতীয় বিশ্লেষকরা অনুমান করছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাটল গ্রাউন্ড উত্তরপ্রদেশে ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৮০টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৭১টি পায়। কিন্তু বিজেপির বড় উত্থানের বছর ২০১৯ সালে কমে আসে ৬২টিতে। এবার কংগ্রেস ও অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করায় ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতির কারণে বিজেপির আসন সংখ্যা আরও কমে যেতে পারে। তবে কত কমবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। বিজেপির আসন যদি উত্তরপ্রদেশে ৫০-এর নিচে নেমে যায় তাহলে সেটা সার্বিক জয়-পরাজয়ের হিসাবে বিজেপির জন্য বড় দুঃসংবাদ হবে। ৪৮টি লোকসভা আসনের মহারাষ্ট্র হতে পারে এবারের নির্বাচনের বড় এক টার্নিং পয়েন্ট। ২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত বিজেপি ও উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ছিল শক্ত জোটে আবদ্ধ। আদর্শগতভাবে দুই দলের জায়গা অভিন্ন। ২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর সরকার গঠন নিয়ে বড় মতপার্থক্য হওয়ায় বিজেপি ছেড়ে শিবসেনা কংগ্রেস ও শারদ পাওয়ারের এনসিপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। উদ্ধব ঠাকরে মুখ্যমন্ত্রী হন। তখন ভারতের এক বাঙালি সিনিয়র সাংবাদিককে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আদর্শগতভাবে তেল আর জলের মিলন কীভাবে হয়। তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতার রাজনীতিতে সবকিছুই হালাল। ২০২২ সালে এসে মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা একনাথ সিন্ধিয়া কিছু বিধানসভার সদস্য নিয়ে কংগ্রেস ত্যাগ এবং বিজেপিতে যোগ দেন। তাতে উদ্ধব ঠাকরের সরকারের পতন ঘটে এবং রাজ্য সরকার গঠন করে বিজেপি। এবার এনসিপি, শিবসেনা ও কংগ্রেস মহারাষ্ট্রে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই তিন দলের সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তি প্রায় শতকরা ৫৫.৫ ভাগ, আর আসন ছিল ২৩টি। অন্যদিকে বিজেপি ২৩টি আসন পেলেও ভোট প্রাপ্তির হার ছিল ২৭.৪ ভাগ। সুতরাং মহারাষ্ট্র এবার বিজেপির জন্য বড় দুশ্চিন্তার জায়গা। এবার বিজেপির আসন সংখ্যা এ রাজ্যে গতবারের ২৩ থেকে বেশ নিচে নেমে যেতে পারে বলেই বেশির ভাগ বিশ্লেষণে আসছে। আরেক ব্যাটল গ্রাউন্ড পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস আলাদা আলাদা নির্বাচন করছে বিধায় ২০১৯ সালে বিজেপির প্রাপ্ত ১৮ আসনের বড় হেরফের হবে বলে কেউ বলছেন না। দু-একটি প্লাস-মাইনাস হতে পারে। অন্যান্য ফ্যাক্টরের মধ্যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল ও তার দল আদ আদমি পার্টি (এএপি) এবারের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। দিল্লি ও পাঞ্জাবে তাদের সরকার আছে। দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে এএপি জোটবদ্ধ। কেজরিওয়ালের গ্রেফতার, হাজতবাস ও হাই কোর্টের আদেশে নির্বাচনি প্রচার চালানোর জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভের বিষয়টি ব্যাপকভাবে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাতে এএপির কর্মী-সমর্থকদের উল্লাস-উদ্দীপনা বৃদ্ধির সঙ্গে তার একটা অনুকূল সাড়া দিল্লির সাধারণ ভোটারদের মধ্যে পড়বে বলে অনেকে ধারণা করছেন। এর প্রভাব পার্শ্ববর্তী হরিয়ানা রাজ্যেও পড়তে পারে। ফলে দিল্লি ও হরিয়ানার ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপির একচেটিয়া অবস্থান থাকলেও সেখানে এবার ভাগ বসাতে পারে এএপি। আসাম, বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরখন্ড ও উত্তরপ্রদেশ- এ ১০টি রাজ্যের মোট ২৫৪ আসনের মধ্যে ২০১৯ সালে বিজেপি ও জোট পায় ২২২টি। এ রাজ্যগুলোতে বিজেপি এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে থাকলেও উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে ২০১৯ সালের প্রাপ্ত আসন ধরে রাখা নিয়ে দোলাচল সৃষ্টি হয়েছে। তাতে এ ১০ রাজ্যে গত নির্বাচনে প্রাপ্ত ২২২ আসন থেকে বড় আকারে না হলেও যদি মাঝারি মাত্রার প্রস্থান ঘটে তাহলে সেটা কংগ্রেস জোটকে অনেক দূর এগিয়ে নেবে। অন্যদিকে কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা ও পশ্চিমবঙ্গ- এ সাতটি রাজ্য যেখানে কংগ্রেস জোট সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, সেখানে মোট ২০৭টি আসনের মধ্যে কিছু এদিকে-ওদিক হলেও বড় ধরনের বিজয় যদি তারা না পায় তাহলে বিজেপি অপ্রতিরোধ্যই থেকে যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অনুসারে এখনো বিজেপির পাল্লা ভারী হলেও লড়াইটা এবার হাড্ডাহাড্ডি হবে বলেই সবাই মনে করছেন এবং তাতে যা কিছু ঘটে যেতে পারে। এই কলামে আলোচিত ফ্যাক্টরগুলোর বাইরেও অনেক কিছু আছে। তাই শেষটা দেখার জন্য ৪ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

লেখক : রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

শেখ হাসিনার উত্তরসূরি কে হবেন?

সাইফুল্লাহ সবুজ

খোদ প্রধানমন্ত্রী একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। ভয়েস অব আমেরিকা বাংলার শিরোনাম: শেখ হাসিনার প্রশ্ন–'বামপন্থিরা আমাকে হটিয়ে কাকে ক্ষমতায় আনতে চায়?' শুধু যে বামপন্থিরা তাঁকে সরাতে চায় এমন নয়; বিএনপিসহ অন্য অনেক দলও চায়। রাজনীতিতে সক্রিয় নয়, এমন অনেকেও চাইতে পারেন। শুধু যে রাজনৈতিক কারণে তা না, সঙ্গে আর্থসামাজিক কারণও থাকতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীকে হটাতে চাওয়ার কারণ যাই থাক, মূল প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হলো, শেখ হাসিনার উত্তরসূরি হবেন কে? প্রশ্নটি দল-দেশ সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শুধু বাম-ডান বা আওয়ামী লীগবিরোধীদের জন্যও নয়; বরং আওয়ামী লীগের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতা হলো, কোনো একদিন শেখ হাসিনার উত্তরসূরি প্রয়োজন হবে, প্রধানমন্ত্রী বা দলীয়প্রধান হিসেবে। এটাই দুনিয়ার রীতি। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায়–'এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;/ জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের।' চাই বা না চাই, দুনিয়ার অমোঘ নিয়ম মেনে চলে যেতে হবে সবাইকে। তার আগে উত্তরসূরি তৈরি করতে কী করছেন আমাদের প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল বা নেতারা? শেখ হাসিনার প্রশ্নটি এই দায়বদ্ধতাকে সামনে নিয়ে এসেছে।

পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরির কাজটা সবাইকেই করতে হয়। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের শিক্ষা, চর্চা এবং উন্নতি সে প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি ও টেকসই হওয়ার পূর্বশর্ত। একই কথা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় নেতৃত্বের শিক্ষা, চর্চা বা উন্নতি কি হচ্ছে? আজকের তরুণ, যে আগামীর নেতা, সে কি সুযোগ পাচ্ছে? কতটুকু পাচ্ছে? তারা কি মানুষের সামনে আশার আলো হিসেবে বিকশিত হতে পারছে? বর্তমান ছাত্ররাজনীতি দেখে কী মনে হচ্ছে?

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সিদ্ধান্তও প্রধানমন্ত্রী ছাড়া হয় না। আওয়ামী লীগের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সিদ্ধান্তও দলীয় সভাপতি ছাড়া হয় না। বিএনপির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সিদ্ধান্তও চেয়ারপারসন ছাড়া হয় না। অন্য দলগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। কোনো দলেই ভবিষ্যৎ নেতা, সভাপতি বা চেয়ারপারসন কে হবেন-তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা রোডম্যাপ দৃশ্যত নেই।

ধারণা করা যেতে পারে, শেখ হাসিনার পরে সজীব ওয়াজেদ জয় বা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বা পরিবারের অন্য কেউ দলের দায়িত্ব পাবেন। পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই এই পারিবারিক রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু যিনি দায়িত্ব নেবেন তাঁর প্রস্তুতি কী? দলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাই বা কতটুকু? দলে বা বাইরে এ বিষয়ে কারও কোনো ধারণা বা চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। দলে চিন্তার সুযোগ সীমিত, কারও চিন্তা করার ইচ্ছাও নেই বলা চলে।

বয়স বা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে যদি শেখ হাসিনাকে অবসর নিতে হয়, সে ক্ষেত্রে কে হবেন দলের সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রী? সে প্রস্তুতি তো আওয়ামী লীগেরই থাকা উচিত। এ নিয়ে বেশ চিন্তা-চর্চাও থাকা দরকার। যে কোনো গণতন্ত্রমুখী দলের জন্য এটা প্রযোজ্য। এ প্রশ্ন সামনে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।

একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নিজের উত্তরসূরি কে হবেন, কীভাবে হবেন-এ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা দিয়ে যেতে পারেন। তাতে করেও তিনি ধন্যবাদ পাবেন। কিন্তু ভয় হয়, এ ক্ষেত্রে 'নিবেদিতপ্রাণ কর্মী' থেকে বেছে নেওয়ার মতো বিমূর্ত ধারণাও নির্দেশ করা হতে পারে। আবার যে দেশে জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের সুযোগ ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে, সেখানে দলীয় ফোরামে ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচনের মতো 'স্পর্শকাতর' বিষয়ে কর্মীদের ভূমিকা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচনে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কাই প্রবল।

দল বা সরকার পরিচালনা মামুলি কাজ নয়; সেই কাজটাই হচ্ছে সবচেয়ে উপেক্ষায়। পেশাদার ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদরা আর সরকারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকছেন না। এন্তার অভিযোগ রয়েছে, দলেও ত্যাগী নেতারা মূল্যায়িত নন। বরং ক্ষমতায় আসছেন ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত আমলা, পুলিশ-সেনা কর্মকর্তা বা পারিবারিক প্রভাবে অরাজনৈতিক উত্তরসূরি। রাজনৈতিক উত্তরসূরি দৃশ্যত সেভাবে গড়ে উঠছে না। ফলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা মাঠ পর্যায়ে কেন্দ্রের নির্দেশনা বাস্তবায়নেও ঝামেলা হচ্ছে। স্থানীয় সরকারের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বড় দলগুলোর কেন্দ্রের নির্দেশ না মানা বা বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার শামিল। যে কোনো নির্বাচনেই নেতৃত্বের এই অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ পায়। এ থেকে উত্তরণের জন্য নেতৃত্বের বিকল্প কে, কীভাবে-তা বের করা জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী যেভাবে প্রশ্নটি সামনে এনেছেন, সেভাবে সমান গুরুত্ব দিয়ে যদি তিনি বলেন, দলের ভেতরে তাঁর উত্তরসূরি কে এবং কীভাবে হবেন, তবে তা অন্য প্রতিষ্ঠান, দল ও দেশের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সাইফুল্লাহ সবুজ: উদ্যোক্তা ও উন্নয়নকর্মী; সাবেক সেনা কর্মকর্তা

নজিরবিহীন বেনজীর এবং আমাদের পুলিশ

আলম রায়হান

সবাই জানেন, বেনজীর আহমেদ বাংলাদেশ পুলিশের আইজি ছিলেন। গুণধর এই ব্যক্তির আগে আইজিপি পদে ছিলেন ২৮ জন। আর আইজিদের মধ্যে মহা-নজিরবিহীন অঘটন ঘটিয়েছেন বেনজীর আহমেদ। তাঁকে বলা হয়, 'নজিরবিহীন বেনজীর!' হাওয়া ভবনের মাঠে ক্রিকেট খেলার সময় অনেকটা চকিদারের ভূমিকা পালন করা প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে পুরো চাকরি জীবন তিনি নানান ধরনের নজিরবিহীন ঘটনার জন্ম দিয়েছেন। এ কারণে তিনি অঘটন ঘটন পটিয়সী হিসেবে বেশ খ্যাত। এমনকি অবসরে যাওয়ার পরও তার এই ধারায় তেমন ছেদ পড়েনি। সিঙ্গাপুরে শপিং মলে শার্টপ্যান্ট-টিশার্ট পরে শপিংসহ নানান বিষয়ের কারণে ফোকাসে ছিলেন বেনজীর আহমেদ। আর এ বিষয়টিকে তুঙ্গে তুলে দেয় তাঁর সম্পদের পাহাড় এবং দায়িত্বে থাকাকালে নানা অনিয়ম নিয়ে কালের কণ্ঠে অনুসন্ধানী রিপোর্ট। এ খবরে সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও শুরুর দিকে ওপর মহলে নড়াচড়ার আলামত তেমন দেখা যায়নি। ভাবখানা এই, 'আরে দূর, পত্রিকা লিখেছে!' গণমাধ্যম নিয়ে এই মানসিকতা বেশ জেঁকে বসেছে। তবে পরিস্থিতি এখানেই থেমে থাকেনি। বরং বেশ কিছুটা গতি পেয়েছে বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়। এ জন্য অবশ্য সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সুমনকে ১৮ এপ্রিল দুদকে দৌড়াতে হয়েছে। এর পরই যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙার মতো জেগেছে দুদক। ২২ এপ্রিল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন জানিয়েছেন, পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করা হবে। ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান দুদক সচিব। ১৮ এপ্রিলের উল্লিখিত দুই ঘটনা কাকতালীয়, নাকি এ দুয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে তা অবশ্য জানা যায়নি।

মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলাদেশ পুলিশের আইজি থাকাকালেই বেনজীর আহমেদ নানান দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আলোচিত ছিলেন। তবে তা ছিল আড়ালে-আবডালে, মৃদুলয়ে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় প্রেসনোটের ভাষায় 'মৃদু লাঠি চার্জের' মতো। কিন্তু সাবেক হওয়ার পর বেনজীর আহমেদের বিষয়ে দৈনিক কালের কণ্ঠে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা মোটামুটি বোমশেল। তাঁর সম্পদের এত ফিরিস্তি প্রকাশিত হয়েছে যা পড়তেই অনেক পাঠক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু পদের ক্ষমতা অপব্যবহার করে অবৈধ অর্জনে নিশ্চয়ই বেনজীর আহমেদ ক্লান্ত হননি। যদিও ফেসবুক লাইভে এসে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পদের বিবরণ সঠিক নয় এবং তাঁর সম্পদের একটি বড় অংশ হচ্ছে পারিবারিক ব্যবসা থেকে অর্জিত। তা হচ্ছে কৃষি খাত, বিশেষ করে মৎস্য চাষ। কৃষি কাজে এত সম্পদ অর্জন করা গেলে আমাদের কৃষক কেন অভাবে থাকে, বাংলাদেশ কেন বিশ্বের এক নম্বর ধনী দেশ হয় না? বোঝাই যাচ্ছে, বেনজীর আহমেদ আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে আর একটি নজির সৃষ্টি করেছেন।

লাগাতরভাবে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী বেনজীর প্রসঙ্গ কোথায় গিয়ে থামবে তা এখনই বলা কঠিন। বিষয়টি মরুপথে নদীর গতি হারাবার মতো হতে পারে। অথবা হতে পারে দেশে দুর্নীতির ধারার মূল উৎপাটনের সূচনার নজির। এমনটি হলে সবার চক্ষু খুলে যাবে, অবসরে গেলেও রেহাই নেই! আর সম্ভবত কেবল অবসরে যাওয়ার পর ধরার ধারার সঙ্গে অন্য ধারাও বেশ জোরালোভাবে সংযোজিত হতে পারে। তা হচ্ছে, সরকারি পদে থাকাকালেই ধরার ধারাকে প্রধান এজেন্ডায় নিয়ে আসা এবং সামগ্রিক বাস্তবতায় এটি খুবই জরুরি। বলা বাহুল্য, এ ধারা জোরালোভাবে শুরু করা প্রয়োজন পুলিশ দিয়েই। কারণ, সরকারকে মানুষ বিবেচনা করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানদণ্ডে। এ ক্ষেত্রে প্রধান হচ্ছে পুলিশ। এই এলিট শ্রেণি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা কিন্তু দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। প্রধানত দুই শ্রেণির কাছে মানুষ অসহায় অবস্থায় যায়। এক. ডাক্তার। দুই. পুলিশ। অথচ এই দুই শ্রেণিকে সব সরকারের আমলেই পিঠ চুলকানো কালচার চলে আসছে। আর পুলিশ রবীন্দ্রনাথের কবিতার তালগাছের অবস্থায় আছে। আবার এ কিন্তু এক ধরনের পরিস্থিতিগত উদ্ভূত বাস্তবতা।

আমাদের পুলিশের সৃষ্টি ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ রাজের নানান প্রয়োজনে, প্রধানত দমন পীড়নের জন্য। কিন্তু হতাশার কথা হচ্ছে, জন্মকালীন ধারা থেকে পুলিশ মুক্ত হতে পারেনি। বরং ক্রমে এই বাহিনীকে অতিব্যবহার বেড়েছে এবং তা প্রধানত হচ্ছে প্রতিপক্ষ দমনের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান আমলে বলতে গেলে এক রকম বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। আর এই প্রবণতা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো সরকারই বেরিয়ে এসেছে অথবা চেষ্টা করেছে- এমনটা গঞ্জিকাসেবীর পক্ষেও কল্পনা করা কঠিন। বিশেষ করে ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচন ভন্ডুল করার জন্য '৭৫-এর থিঙ্ক ট্যাংকের প্রেসক্রিপসনে জামায়াত-বিএনপি সারা দেশে যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে পুলিশকে অধিকমাত্রায় মারমুখী করা ছাড়া রাষ্ট্রের হয়তো আর কোনো বিকল্প ছিল না। এমনটাই অনেকেই মনে করেন। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। পুলিশের একটি অংশের মধ্যে জেঁকে বসেছে, 'আই কী হনুরে!' এটি কিন্তু কেবল ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আচরণেও বেশ স্পষ্ট। যা সংক্রমিত হয়েছে ওপর থেকে নিচে। একেবারে মাঠপর্যায়ে। এক সময় বলা হতো, 'বুঝলা না পাবলিক, আনসার কী জিনিস।' এখন পাবলিক বোঝে, পুলিশ কী জিনিস! ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। একটি নাটকের নাম আছে, 'চলিতেছে সার্কাস!' অনেকেই বলেন, পুলিশের সেবার মান কমেছে, বেড়েছে হয়রানির মাত্রা। এ ব্যাপারে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক।

এক. সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী খোদ রাজধানীতে একাত্তর টেলিভিশনের সাংবাদিক ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে ৯ এপ্রিল দিবাগত রাতে। এরপর ঘটনাস্থলে তিন থানার পুলিশ এসে একে অন্যের এলাকা বলে নিজেদের দায় এড়িয়ে যাওয়া। পরে 'উপরের সিদ্ধান্তে' হাতির ঝিল থানা নিজের এলাকা বলে মেনে নেয়। দুই. ৪ এপ্রিল বরিশালের হিজলা উপজেলা মৎস্য অধিদফতরের ওপর হামলা চালিয়েছে স্থানীয় হরিনাথপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা। এ ঘটনার ১ মিনিট ২১ সেকেন্ডের ভিডিও ফুটেজ দেখা গেছে, একটি মোটরসাইকেল থেকে নেমে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবদুর রহিম মৎস্য কর্মকর্তাকে শাসাচ্ছেন এবং তার দুই সহযোগী আভিযানিক দলের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল এবং মারধর করে রাস্তার ওপর ফেলে দেন। তিন. বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একজন সিনিয়র ইন্সপেক্টর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বাইপাস করে ২৫ মার্চ আদালতে প্রেরিত এক তদন্ত প্রতিবেদনে লিখেছেন, '২,৬৬,০০০ টাকার মালামাল জোর করিয়া বাধা দেওয়া সত্ত্বেও চুরি করিয়া নিয়ে যায়।' চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও আইনের দৃষ্টিতে কোনটাকে চুরি এবং কোনটা লুট-তা জানেন না। অথচ তিনি সমানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। বলা হয়, তিনি মাদক চক্রের খুবই প্রিয়। ১৮ বছর ওসির দায়িত্বে থাকাকালে তিনি বিপুল ধনসম্পদের মালিক হয়েছেন। বলা হয়, আনুপাতিক হিসেবে তার সম্পদ বেনজীরের চেয়েও বেশি হতে পারে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় দুটি প্রসিডিং চলছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া এই পুলিশ ইন্সপেক্টর বছর দেড়েক পর অবসরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। আর অবসরে যাওয়া মানেই আইনের অনেক ধারা থেকে রেহাই পাওয়া। হয়তো বেনজীর আহমেদও অবসরে থাকার কারণে অনেক দায় থেকে রেহাই পাবেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, বেনজীরের মতো বিশাল এবং অনেক ক্ষুদ্র পুলিশ সদস্য সমানে যা ইচ্ছা তা করেন কীভাবে? এ প্রসঙ্গে কারও কারও মূল্যায়ন হচ্ছে, পুলিশ আসলে পুলিশের মধ্যে নেই। কিশোর যেমন কৈশোরের সীমারেখা লঙ্ঘন করে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য হয়ে যায়, তেমনই কিছু কিছু পুলিশ সদস্য 'পুলিশ গ্যাং' হয়ে গেছে বলে রটনা আছে। কিশোর গ্যাংয়ের যেমন বড় ভাই থাকে, তেমনই 'পুলিশ গ্যাং'য়েরও থাকে মুরব্বি। পুলিশ প্রসঙ্গে এই অভিযোগের ভিত্তি কতটা জোরালো তা নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে। কিন্তু একশ্রেণির পুলিশ যে নিজ বিভাগের চেইন অব কমান্ডের বাইরে অন্য কেবলা ম্যান্টেইন করেন তা তো বারবার প্রমাণিত হয়েছে, নানান ঘটনায়। এ ক্ষেত্রে তো ওসি প্রদীপ দানব সমান হয়ে গিয়েছিলেন। গুলিতে মেজর সিনহা মারা না গেলে কার সাধ্য ছিল ওসি প্রদীপের কেশাগ্র স্পর্শ করে! মাঠপর্যায়ে ওসি প্রদীপ একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এ রকম দৃষ্টান্ত কেবল একটি বিরাজমান-তা মনে করার কোনো কারণ নেই। চেইন অব কমান্ডের বাইরে ওসি প্রদীপ ও বেনজীর আহমেদের অন্য কোনো প্রটেকশন না থাকলে এত অপকর্ম তারা কীভাবে করেছেন! আর অন্য কেউ যে ওসি প্রদীপ ও বেনজীরের পথে হাঁটেননি অথবা হাঁটছেন না- তা কি হলফ করে বলার উপায় আছে! ধারণা করা অমূলক নয়, প্রদীপ-বেনজীরের তরিকায় অনেকেই আছেন। অথবা আছেন কেউ কেউ। অবশ্য এ বিষয়ে সেই বাক্যটি প্রযোজ্য হতে পারে, 'সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।'

নিশ্চয়ই পুলিশের সবাইকে প্রদীপ এবং বেনজীরের কাতারে দাঁড় করানো যাবে না। হয়তো এদের সংখ্যা অগুনতিও নয়। কিন্তু যা আছে তাতেই কিন্তু পুরো কাঠামোতে কলঙ্কের দাগ লাগার জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া জন্মকালীন দোষের বোঝা তো আছেই। এ বিষয়ে চূড়ান্ত কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। সরকারের ভাবা প্রয়োজন, অনেক হয়েছে! এখানেই ফুলস্টপ দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করা কেবল বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব। এ জন্য রাষ্ট্রের পরিবেশও এখন বেশ অনুকূলে। আর কারোই দ্বিমত নেই, অসাধ্য সাধনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অকল্পনীয় উন্নয়নের রূপকার এবং সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিজেকে একাধিকবার প্রমাণ করেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। এখন পুলিশসহ অন্যান্য সরকারি লোকদেরও পুরোমাত্রায় শুদ্ধ ধারায় আনার কঠিন কাজটিও তাঁকেই করতে হবে। এটি সময়ের দাবি।

৩য় পৃষ্ঠার পর ...

প্রেসিডেন্ট রাইসির জানাজায় মানুষের ঢল

ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্যের জাল। যদিও বৈরী আবহাওয়াকে এই দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে কেউ কেউ মনে করছেন। আবার কূটনৈতিক নানা সমীকরণও থাকতে পারে। সব কিছু আমলে নিয়েই কাজ করছে তদন্ত কমিটি।

নিহত প্রেসিডেন্টের জানাজায় মঙ্গলবার ঢল নেমেছিল মানুষের। হাজারো ইরানি পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজে জড়ো হন। সর্বস্তরের মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় শেষ বিদায় জানান। এদিকে আগামী ২৮ জুন ইরানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। দেশটির সরকার সোমবার এক বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ানসহ ৯ আরোহীর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিকভাবে সমবেদনা জানিয়েছে আমেরিকা। সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক বিবৃতিতে এই সমবেদনা জানান। সমবেদনা প্রকাশ করেছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সামরিক জোটও। খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসও ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

যেভাবে দুর্ঘটনা

১. গত ১৯ মে রোববার আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশের যৌথভাবে নির্মিত একটি বাঁধ উদ্বোধন করতে যান ইব্রাহিম রাইসি। সেখানে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভও ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে সেখান থেকে তিনটি হেলিকপ্টারের একটি বহর নিয়ে ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজে ফিরছিলেন ইব্রাহিম রাইসি-আব্দোল্লাহিয়ানসহ তাঁদের সঙ্গে থাকা অন্য কর্মকর্তারা।

ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে রোববার বলা হয়, ফেরার পথে পূর্ব আজারবাইজানের জোলফা এলাকার কাছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রেসিডেন্টকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। অন্য দুটি হেলিকপ্টার নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছায়।

২. উদ্ধার অভিযান:

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ইরনা জানায়, পূর্ব আজারবাইজানের ভারজাঘান শহরের পাশে দিজমার এলাকায় এই হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটে। শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে অভিযান ব্যাহত হওয়ার খবর জানানো হয়।

৩. হেলিকপ্টার যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি

রাইসি ও আব্দোল্লাহিয়ান যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত বেল-২১২ মডেলের একটি হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করছিলেন। বিবিসি জানায়, ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানের কাছে এমন কোনো হেলিকপ্টার বিক্রি করেনি যুক্তরাষ্ট্র।

৪. ফোনে যোগাযোগ হয়েছিল:

দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলে এক কর্মকর্তার বরাতে বলা হয়, বিধ্বস্ত হওয়া হেলিকপ্টারটি থেকে অন্তত একজন আরোহী ও একজন ক্রু উদ্ধারকারীদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন। তবে তাঁরা কারা, সেটা জানানো হয়নি।

ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহমাদ ভাহাদা বলেছেন, চরম বৈরী আবহাওয়ায় প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহনকারী ওই হেলিকপ্টার দ্রুত অবতরণ করতে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেনি দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, যাই ঘটে থাকুক না কেন, রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে কোনো ধরনের ব্যাঘাত ঘটবে না।

৫. উদ্ধারকাজ যেভাবে হয়

সোমবার সকালে তুরস্কের সংবাদমাধ্যম আনাদোলু নিউজ এক এক্স বার্তায় জানায়, ইরানের পাহাড়ি এলাকায় তুরস্কের একটি উদ্ধারকারী ড্রোন তাপের উৎসের সন্ধান পেয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এটি ইরানের বিধ্বস্ত হওয়া হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষের। সেখানে উদ্ধার তৎপরতায় জড়িত ব্যক্তিদের এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উদ্ধারকারীদের ৭৩টি দল তল্লাশিতে অংশ নেয়। সঙ্গে নেওয়া হয় কুকুর ও ড্রোন। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে একজন আঞ্চলিক সেনা কমান্ডার বলেন, ঘটনাস্থলের প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে তল্লাশি চালানো হবে। ওই এলাকায় তীব্র শীত পড়েছে। ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারপাশ। অনেক বৃষ্টি হচ্ছে।

৬. হেলিকপ্টার পুড়ে গেছে

ইরানের একজন কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানান, বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। তিনি আরও বলেন, বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটি পুরোপুরি পুড়ে গেছে। ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পীর হোসেন কোলিভান্দ বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটি খুঁজে পাওয়ার ঘোষণা দেন।

ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভির বরাত দিয়ে এএফপির খবরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসিকে নিয়ে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারে 'প্রাণের চিহ্ন নেই'।

৭. নতুন প্রেসিডেন্ট কে

ইরানের গার্ডিয়ান কাউন্সিলের মুখপাত্র হাদি তাহান নাজিফ জানিয়েছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবার অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপালন করবেন। ইরানের সংবিধান অনুসারে, ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট মারা গেলে কিংবা কোনো কারণে দায়িত্বপালনে অপারগ হলে, ভাইস প্রেসিডেন্ট সরকারের দায়িত্ব নেবেন। সর্বোচ্চ ৫০ দিনের মধ্যে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট বেছে নিতে নির্বাচন করতে হবে। সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেনির অনুমোদনের পর নতুন প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নেবেন।

পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২৮ জুন

ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম ইরনার খবরে জানা গেছে, আগামী ২৮ জুন ইরানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশটির সরকার সোমবার এক বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈঠকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবার, বিচার বিভাগের প্রধান গোলাম হোসেইন মোহসেনি-এজেই, পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ, আইনবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দেহকান এবং ইরানের সাংবিধানিক কাউন্সিল ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আগামী ২৮ জুন ইরানের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরনা। এর আগে ৩০ মে থেকে ৩ জুনের মধ্যে প্রার্থীরা নিজেদের নাম নিবন্ধন করতে পারবেন। চূড়ান্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রার্থীরা আগামী ১২ থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত প্রচারণা চালাতে পারবেন।

বাংলাদেশে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদোল্লাহিয়ানসহ সব আরোহী নিহত হওয়ার ঘটনায় বৃহস্পতিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করেছে বাংলাদেশ। ওইদিন বাংলাদেশের সব সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশের বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এ ছাড়াও, নিহত ব্যক্তিদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনার জন্য দেশের সব মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। আর অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

Prime Minister Calls Surprise July Election in Bid for Conservative Majority

In a shock move, Prime Minister Rishi Sunak has called a snap UK general election for July 4th, far earlier than the anticipated autumn timeline. Sunak made the surprise announcement in a rain-soaked speech outside 10 Downing Street on Wednesday, vowing to "fight for every vote" as he seeks to win a fifth consecutive term for the Conservatives.

The Prime Minister pointed to recent falls in inflation and the UK's emergence from recession as "proof that the plan and priorities" set out by his government are working. He appears to be banking on an economic revival narrative to persuade voters to stick with Tory leadership.

However, Sunak's statement was marred by awful weather and pro-Labour protesters blaring the anthem "Things Can Only Get Better" over loudspeakers. The bizarre scene underscored the uphill battle he faces, with Labour holding commanding leads in the polls.

Labour leader Sir Keir Starmer wasted no time framing the election as a chance for "change" after years of "Tory chaos" that he argues has damaged the economy and public services like the NHS.

"Give the Tories five more years and things will only get worse. Britain deserves better than that," Starmer declared in calling for his party to be given a shot at governing.

While some questioned the wisdom of calling an early election before the economy improves further, Sunak appears to be getting ahead of potentially worse news later in the year. The move clears the way for only a short campaign before Parliament is dissolved next Thursday.

The surprise July 4th date marks the first UK election held in the summer since 1945 and will be the first where voters are required to show photo ID. It will also be contested using new constituency boundaries redrawn since 2010 to account for population shifts.

Sunak's early election call has sent shockwaves across British politics, scrambling strategies and timelines. As one anonymous Conservative MP remarked, "I just don't understand it."

Even members of Sunak's own cabinet seemed caught off guard, with one minister questioning why the prime minister opted to give his speech outside in the pouring rain if the goal was to remind the public of his economic credentials.

But the decision has been made, and the country now barrels toward a quick five-week campaign with enormous implications for the UK's future direction on issues like the economy, public services, Brexit, and more.

The last several years of British politics have been extraordinarily volatile, including the Covid pandemic, Boris Johnson's scandals and resignation, and Liz Truss's disastrous 49-day tenure that roiled markets with her fiscal plans. Now it falls to Sunak to gain a fresh mandate from voters to continue Conservative governance. Labour is heavily favoured but has blown big poll leads before, setting up an unpredictable contest over the next month and a half.

Other major parties like the SNP, Liberal Democrats, Greens, and Reform UK have also framed the snap election as a chance for major political disruption – whether that means Brexit realignment, Scottish independence, or more radical economic policies.

In calling this surprise summer poll, Sunak is making a high-stakes gamble that his government's perceived economic competence can override the Tories' recent turmoil and upheaval. After years of chaos, he's betting the British public will opt for stability over change when it matters most.

Schools Told Not to Teach About Gender Identity

The government has unveiled new draft guidance that would ban teaching about gender identity in English schools. The proposed rules, announced on Wednesday, represent a major shift in how relationships, sex and health education (RSHE) is taught.

Under the plans, primary schools would be prohibited from delivering any lessons relating to gender identity. Teaching materials that "present contested views as fact - including the view that gender is a spectrum" would also be avoided across all ages.

Secondary schools would still cover topics like sexual orientation and gender reassignment as part of the curriculum on protected characteristics. However, the concept of gender identity itself could not be taught.

The guidance comes from Education Secretary Gillian

Keegan, who said it provides "clarity" that teachers have requested on appropriate content for different age groups. She claimed to have received evidence of "campaign groups' materials" promoting ideas like "choosing lots of different genders and identities".

Prime Minister Rishi Sunak defended the move, stating he was "horrified" by reports of children being "exposed to disturbing content that is inappropriate for their age" in classrooms. The new guidelines aim to ensure this does not happen, he said.

However, teaching unions argue there is no evidence of a widespread issue with inappropriate materials being used. Some also worry the restrictions could shut down general discussions around gender identity.

"Young people must be able to discuss this matter without their teachers feeling in peril of saying something wrong," said Geoff Barton, general secretary of the Association of School and College Leaders.

Opposition politicians have criticized the guidance as well, with Labour's Catherine McKinnell expressing "deep concern" about the lack of consultation with school leaders in developing it.

The draft rules set specific age limits for when different RSHE topics can be introduced in England's schools:

- In primary, sex education cannot occur before Year 5
- In secondary, explicit sexual violence cannot be discussed before Year 9

They also require schools to have policies to handle questions from younger students on restricted topics, such as referring them to online resources.

Some parents have welcomed the proposed guardrails, but others worry it could push curious children to find potentially harmful information online instead.

"If topics were restricted it will leave children even more dependent on getting answers...from online sources," said Lucy Emmerson of the Sex Education Forum.

The government is now opening the draft guidance to a nine-week public consultation period before finalizing it into statutory rules that all schools must follow.

The proposals have reignited debate around the appropriate boundaries for sex education in an era of rapidly evolving societal norms. With passionate voices on all sides, the consultation is likely to be a contentious process in the coming months.

বাংলাদেশী এমপিকে কলকাতায়

তাঁরা হলেন আমান উল্লাহ, জিহাদ ও সিয়াম। গত মঙ্গলবার ঢাকা ও কেরানীগঞ্জ থেকে প্রথমে তাঁদের আটক করে ডিবি।

এ ঘটনায় বুধবার শেরেবাংলানগর থানায় করা হত্যা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। মামলার বাদী এমপি আজীমের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন। গ্রেপ্তার তিনজনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের বরাতে ডিবি সূত্র জানায়, হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী এমপি আজীমের ছোটবেলার বন্ধু আখতারুজ্জামান শাহীন। হত্যাকাণ্ডে ছয়জনের বেশি জড়িত। তাঁদের বেশির ভাগ বাংলাদেশি নাগরিক।

ঠিকাদারি ব্যবসা, সীমান্তকেন্দ্রিক সোনা চোরাকারবার নিয়ে বিরোধসহ আরো কয়েকটি কারণে এমপি আনারকে হত্যা করা হয়।

ডিবি সূত্রের তথ্য মতে, আখতারুজ্জামানের সঙ্গে এমপি আজীমের কোটি কোটি টাকার লেনদেন নিয়ে ব্যাবসায়িক দ্বন্দ্ব ছিল। এই বিরোধের জের ধরে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি এমপি আজীমকে ভাড়াটে লোক দিয়ে হত্যা করান। তাঁরা একটি নিষিদ্ধ চরমপন্থী সংগঠনের সদস্য। আখতারুজ্জামান এর মধ্যে নেপাল হয়ে দুবাই পালিয়ে গেছেন।

হত্যার ষড়যন্ত্র যেভাবে বাস্তবায়ন :

ডিবি সূত্র জানায়, এমপি আজীমকে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে পাঁচ কোটি টাকার চুক্তিতে দক্ষিণাঞ্চলের চরমপন্থী নেতা আমান উল্লাহকে দায়িত্ব দেন আখতারুজ্জামান শাহীন। সে অনুযায়ী আখতারুজ্জামান আমান উল্লাহকে নিয়ে গত ৩০ এপ্রিল বিমানে ভারতে যান। কলকাতায় এক বান্ধবীর বাসায় এমপি আজীম হত্যার ষড়যন্ত্র করেন তিনি। ১২ মে চিকিৎসার জন্য দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে যান এমপি আজীম। পরদিন ১৩ মে একই বাসায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমান উল্লাহ ও তাঁর সহযোগীরা আজীমকে হত্যা করেন। ১৫ মে আমান উল্লাহ বিমানে দেশে ফিরে আসেন। এরপর তাঁর চার সহযোগী সীমান্তপথে দেশে ফিরে আসেন।

ডিবি জানায়, এমপি আজীম হত্যাকাণ্ড সরাসরি অংশ নেওয়া চরমপন্থী নেতা আমান উল্লাহ ১৯৯১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দুই দফায় ২০ বছর জেল খেটে জামিনে ছিলেন। তিনি স্বর্ণ চোরাকারবারসহ বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত। তাঁর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডে জড়িতরাও নানান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত। তাঁদের এমপি আজীমকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে গত ১০ মে ভারত থেকে দেশে ফেরেন আখতারুজ্জামান।

হত্যাকাণ্ডে অংশ নেন ছয় সন্ত্রাসী : এমপি আজীম হত্যাকাণ্ডে অংশ নেন চরমপন্থী নেতা আমান উল্লাহসহ ছয়জন। অন্যরা হলেন আমান উল্লাহর সহযোগী মোস্তাফিজুর রহমান, ফয়সাল শাহজি, মোঃ জিহাদ, মো. সিয়াম ও আরেকজন (নাম জানা যায়নি)। তাঁদের মধ্যে আমান উল্লাহ, জিহাদ ও সিয়ামকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি। গত মঙ্গলবার ডিবির ওয়ারী বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার শাহিদুর রহমান রিপনের নেতৃত্বে ডিবির একটি দল আমান উল্লাহকে প্রথমে গ্রেপ্তার করে। পরে অন্য দুজনকে ঢাকা ও কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেন, এমপি আজীম হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। তাঁরা সম্প্রতি কলকাতা থেকে ফিরেছেন। এর মধ্যে একজনের নাম আমান উল্লাহ আমান। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা এমপি আজীম হত্যাকাণ্ডের তথ্য দেন। পরে সেই তথ্য দেওয়া হয় কলকাতা পুলিশকে। এরপর মঙ্গলবার তাঁর মরদেহের বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করে ভারতের পুলিশ।

পুলিশ জানায়, এমপির সম্পূর্ণ মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আজীমকে যেখানে হত্যা করা হয়, সেখান থেকে চারটি ট্রলি ব্যাগে মরদেহের টুকরা এক ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হয়। পুলিশ বর্তমানে সেই ব্যাগগুলোর সন্ধান করছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বললেন :

এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, ভারতের পুলিশ আমাদের জানিয়েছে, তিনি যে (এমপি আজীম) খুন হয়েছেন, এটি নিশ্চিত। তিনি বলেন, সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীমকে বাংলাদেশিরাই হত্যা করেছে। কলকাতার একটি বাসায় পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্র যা জানায় : এ ঘটনায় শেরেবাংলানগর থানায় করা হত্যা মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন, গত ৯ মে ঢাকার বাসা থেকে তাঁর বাবা ঝিনাইদহের উদ্দেশে রওনা হন। ১১ মে বিকেলে বাবার সঙ্গে আলাপে তাঁর বক্তব্য অসংলগ্ন বলে মনে হয়। ১৩ মে বাবার ভারতীয় সিম নাম্বার থেকে উজির মামা বলে পরিচিত একজনের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ আসে, 'আমি হঠাৎ করে দিল্লি যাচ্ছি। আমার সাথে ভিআইপি আছে। আমি অমিত শাহর সঙ্গে আছি। আমাকে ফোন দেওয়ার দরকার নেই।'

যুক্তরাজ্যে 'মোহাম্মদ' এখন

'চার্লস' নামটি তালিকা থেকে বাদ পড়লেও শুধু ইংল্যান্ডের হিসেবে শততম স্থানে রয়েছে। চার্লসের সন্তানদের মধ্যে 'উইলিয়াম' নামটি এবার তিন ধাপ নেমে ২৪তম স্থানে। 'হ্যারি' শীর্ষ দশ থেকে ১৫তম স্থানে নেমে আসে। মেয়েদের নামের তালিকায় একসময়ের শীর্ষ জনপ্রিয় নাম 'এলিজাবেথ' এখন ৬০তম অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে ভিক্টোরিয়া, যা ২০১৭ সালে শীর্ষ ১০০-তে স্থান পেয়েছিল, এবার সেই নাম বাদ পড়েছে। বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রিটেনে বর্তমানে মেয়েদের শীর্ষ ১০ নাম: অলিভিয়া, অ্যামেলিয়া, ইসলা, আভা, লিলি, আইভী, ফ্রেয়া, ফ্লোরেন্স, ইসাবেলা এবং মিয়া। ব্রিটেনে বর্তমানে ছেলেদের শীর্ষ ১০ নাম: নুয়াহ, মুহাম্মদ, জর্জ, অলিভার, লিও, আর্থার, অস্কার, থিওডোর, থিও এবং ফ্রেডি।

রাজার চেয়েও ধনী প্রধানমন্ত্রী

গত রোববার (১৯ মে) সর্বশেষ সানডে টাইমসের শীর্ষ ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় এমন তথ্য উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন এমন এক হাজার শীর্ষ ধনী ব্যক্তি বা পরিবারের তালিকা প্রকাশ করেছে সানডে টাইমস। তাঁদের নিট সম্পদের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

নতুন তালিকা অনুযায়ী, এক বছরে সুনাক দম্পতির সম্পদ ১২ কোটি ব্রিটিশ পাউন্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর তাঁদের সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি ৯০ লাখ পাউন্ড। আর তা বেড়ে এই বছর হয়েছে ৬৫ কোটি ১০ লাখ পাউন্ড।

অন্যদিকে, এই একই সময়ে রাজা চার্লসের সম্পদ ১০ মিলিয়ন পাউন্ড বেড়ে ৬০ কোটি পাউন্ড থেকে ৬১ কোটি পাউন্ড হয়েছে। তাই এবারের ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় সুনাক দম্পতির থেকে ১৩ ধাপ নিয়ে অবস্থান করছেন রাজা চার্লস। নতুন তালিকায় সুনাক দম্পতি ২৪৫তম এবং চার্লস ২৫৮তম স্থানে রয়েছেন।

ঋষি সুনাকের সম্পদ এত বৃদ্ধির জন্য অবশ্য স্ত্রী অক্ষতা মূর্তির কথাই বলছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য মিরর। টেক স্টার্ট-আপ ইনফোসিসে অক্ষতার শেয়ারই তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধির কারণ। ইনফোসিস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অক্ষতার বাবা নারায়ণ মূর্তি। তাঁরা এখন লন্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সবচেয়ে ধনী দম্পতি।

বিবিসি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২২ সালে প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে টপকে গিয়েছিলেন সুনাক দম্পতি। সে বছর রানির মোট সম্পদ ছিল ৩৭ কোটি পাউন্ড।

তবে ব্রিটিশ রাজপরিবারের হাতে কত সম্পদ রয়েছে, তার বেশির ভাগই অজানা বলে জানিয়েছে সানডে টাইমস। ফলে রাজা চার্লসের প্রকৃত সম্পদ অনুমান করাও কঠিন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত হিসাবমতে, রাজপরিবারের অধীনে থাকা একাধিক প্রাসাদ ও জায়গার দাম মিলিয়ে ১ হাজার ২০০ কোটি পাউন্ডের বেশি।

প্রতিবছর যুক্তরাজ্যের শীর্ষ ধনীর তালিকা প্রকাশ করে থাকে সানডে টাইমস। এবারের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে গোপী হিন্দুজা অ্যান্ড ফ্যামিলি (৩৭ দশমিক ২ বিলিয়ন পাউন্ড)।

এরপর ধারাবাহিকভাবে রয়েছে স্যার লিওনার্দ ব্লাভাতনিক (২৯ দশমিক ২৫ বিলিয়ন পাউন্ড), ডেভিড অ্যান্ড সাইমন রুবেন অ্যান্ড ফ্যামিলি (২৪ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন পাউন্ড), স্যার জিম র‍্যাটক্লিফ (২৩ দশমিক ৫২ বিলিয়ন পাউন্ড), স্যার জেমস ডাইসন অ্যান্ড ফ্যামিলি (২০ দশমিক ৮ বিলিয়ন পাউন্ড), বারনাবি অ্যান্ড মার্লিন সুয়্যার অ্যান্ড ফ্যামিলি (১৭ দশমিক ২ বিলিয়ন পাউন্ড), ইডান অফার (১৪ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন পাউন্ড), লক্ষ্মী মিত্তাল অ্যান্ড ফ্যামিলি (১৪ দশমিক ৯২ বিলিয়ন পাউন্ড), গাই জর্জ অ্যালান্নাহ অ্যান্ড গ্যালেন ওয়েস্টন অ্যান্ড ফ্যামিলি (১৪ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন পাউন্ড) ও জন ফ্রেডরিকসেন অ্যান্ড ফ্যামিলি (১২ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন পাউন্ড)।

রাজনীতিতে প্রবেশেরও আগে থেকে যুক্তরাজ্যের ধনী হিসেবে পরিচিত ঋষি সুনাক। তিনি হেজ ফান্ড ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করতেন। গত বছর তাঁর দেওয়া আয়কর তথ্য থেকে জানা যায়, ঋষির মোট সম্পদের পরিমাণ ২ দশমিক ২ মিলিয়ন পাউন্ড।

১৫ বছরে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষিকার

হন তিনি।

অভিযুক্ত ওই শিক্ষিকার নাম রেবেকা জোয়েন্স। তিনি যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে ১৫ বছর বয়সী ওই ছাত্রকে ৩৪৫ পাউন্ডের বেলট উপহার দিয়ে যৌন সম্পর্কে জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে।

বিবিসি জানিয়েছে, ৩০ বছর বয়সী ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে শিশুর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের অভিযোগের বিচার চলছে। ম্যানচেস্টার ক্রাউন কোর্টে এ বিচারকার্য প্রক্রিয়াধীন। তদন্ত চলাকালে ওই শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করা হয়। যদিও স্কুল বা ছাত্রদের কারও নাম পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই শিক্ষিকা ১৫ বছর বয়সী ছাত্রের এক বন্ধুকে ছবি পাঠান। তার পাঠানো ছবির মধ্যে গোপনে তোলা ছবিও ছিল। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলার প্রসিকিউটর জো অ্যালম্যান জানান, ওই ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে আনা হয়েছিল। এরপর বিচারকাজ শুরু করা হয়। তখনই ওই শিক্ষিকার অপর এক ছাত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন যৌন সম্পর্কের বিষয়টি সামনে আসে।

বিবিসি জানিয়েছে, দ্বিতীয় ছাত্রের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে তিনি গর্ভবতী হন। তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েও ওই ছাত্রের সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছিলেন। ওই সময়ে তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর।

ওই ছাত্র শিক্ষিকার ফ্ল্যাটে যায় এবং তারা ঘনিষ্ট হয়। এরপর ছাত্রের বয়স ১৬ বছর হলে পরস্পর পূর্ণ যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এতে করে ওই শিক্ষিকা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। প্রসিকিউটর শিক্ষিকার এ আচরণকে নির্লজ্জ বলে উল্লেখ করেছেন।

আদালত জানিয়েছে, ওই শিক্ষিকা গর্ভবতী হতে সক্ষম নন বলে তার দ্বিতীয় ছাত্রকে জানান। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তার বিরুদ্ধে দুই সপ্তাহব্যাপী বিচার চলবে।

সিলেটে মেয়র-চেয়ারম্যান

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান এই বিভক্তি সামনে আনলেন।

ওয়ান-ইলেভেনে সিলেট আওয়ামী লীগের ৪০ নেতা-কর্মীর কারাভোগ-নির্যাতনের ১৭ বছর উপলক্ষে আলোচনা সভায় কৌশলে মেয়রকে ইঙ্গিত করে বক্তব্য দেন নাসির উদ্দিন খান। তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে সিলেটের রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন তোলপাড় চলছে, তখনই পাল্টা জবাব দিলেন মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। মঙ্গলবার (১৪ মে) রাতে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে নাসির উদ্দিন খান নিজেদের জেল-জুলুমসহ নানা সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে বলেন, অনেকে বিদেশে বসে মাল কামিয়েছেন। অনেক আন্দোলন করেছি। আজ মনে হয়, আমরা পরগাছা। সুবিধাভোগীরা অনেকে জনপ্রতিনিধি হয়ে গেছেন। এখন কেউ কেউ মনে করেন, তাঁর বাবার সম্পত্তি হয়ে গেছে সিলেট।

নাসির উদ্দিন খান আরও বলেন, আমরা টাকা খরচ করে অনেককে জনপ্রতিনিধি বানিয়েছি। সেটা ভুললে চলবে না। আমার পাওয়ার আছে, আমার অমুক আছে-তমুক আছে, সেটা থাকবে না। জনগণ যদি না থাকে, সংগঠন যদি না থাকে, কারও অস্তিত্ব থাকবে না। রাজনীতিতে দুঃসময় এলে তারা থাকবে না, আমাদের দেশে থাকতে হবে-আমাদের দ্বৈত নাগরিকত্ব নেই। আমি বললাম, তারা চলে যাবে।

ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক জগলু চৌধুরী, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির হোসেন, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ও সাবেক রাষ্ট্রদূত সৈয়দ শাহেদ রেজা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সিলেট জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমদাদ রহমান রাজনৈতিক অভিভাবক পরিবর্তন করে যোগ দিয়েছেন মেয়র বলয়ে। এর আগে তিনি ছিলেন নাসির খানের নিয়ন্ত্রিত তেলীহাওর গ্রুপের সিনিয়র নেতা। তারও আগে একই গ্রুপ ছেড়ে মেয়র বলয়ে যোগ দিয়েছেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজও। দিনে দিনে বলয় বড় করছেন মেয়র আনোয়ার। এই আঘাত গিয়ে পড়ছে তেলীহাওর গ্রুপে। এতে ক্ষুব্ধ জেলার প্রভাবশালী নেতা নাসির উদ্দিন খান।

এরপর গত শনিবার এমদাদ রহমানের দেওয়া শোডাউনের মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বক্তব্যের জবাব দিলেন মেয়র। এতে যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের হাজারো নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

শোডাউনের আগে রেজিস্ট্রারি মাঠের সমাবেশে বক্তব্য দেন মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। তিনিও কারও নাম উল্লেখ না করে প্রতিপক্ষের নেতাদের উদ্দেশে বলেন, সবাই ঠান্ডা মাথায় মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন। কেউ চোখ রাঙালে কোনো কিছু আসে যায় না। কার দৌড় কতটুকু জানা আছে। আমরা এসব বিষয় নিয়ে বলতে চাই না। মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন। নেতা-কর্মীদের নির্যাতন করে নিজেদের নবাব ভাববেন না।

বক্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে নাসির উদ্দিন খান বলেন, নেতা-কর্মীদের বোঝাতে চেয়েছি, যারা দলকে মূল্যায়ন করে না, উড়ে এসে জুড়ে বসে, তাদের অবস্থান স্থায়ী হয় না। কাউকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দেইনি। এগুলো একটি পক্ষের কাজ। তারা তিলকে তাল বানায়। সিলেটে আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ আছে বলে দাবি তাঁর।

আর সিসিক মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেন, উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করতেই এমন বক্তব্য দিয়েছি। কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়। কেউ কেউ এসব নিয়ে নানা আলোচনা রটিয়ে শান্তি পায়। তিনিও দাবি করেন, আওয়ামী লীগে কোনো বিভক্তি নাই, আমরা ঐক্যবদ্ধ।

শীর্ষ দুই নেতার পালপালটি বক্তব্য এবং দলের বিভক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি অ্যাডভোকেট মফুর আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, রেষারেষি বা এই ধরনের জিনিস পরিহার করা উচিত। এতে দলের নেতা-কর্মী ও জনগণের কাছে ভুল বার্তা যাবে। সার্বিকভাবে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এর আগে ২ মার্চ সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চেয়ার ছোড়াছুড়ি হয়। জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে মেয়রসহ দুই এমপিকে বক্তব্য দিতে না দেওয়ায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বলয়ে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মৌলভীবাজার-২ আসনের এমপি শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সুনামগঞ্জ-১ আসনের এমপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত চন্দ্র সরকার, সদস্য ও সিলেট-৩ আসনের এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব, মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিধান কুমার সাহা প্রমুখ।

অপরদিকে, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির হোসেন মিলে একটি বলয়। প্রতিমন্ত্রী শফিক এই বলয়ের মুরব্বি হলেও মূল নেতৃত্বে নাসির খান।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান গত বছর সিলেট সিটি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। তবে তাঁকে মেনে নিতে পারেননি দলের একটি অংশের নেতা-কর্মীরা।

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SR SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

৫ কোটি টাকা চুক্তিতে শীর্ষ সন্ত্রাসী ভাড়া করেন বাল্যবন্ধু

বাংলাদেশী এমপিকে কলকাতায় যেভাবে নৃশংস কায়দায় হত্যা

ঢাকা প্রতিনিধি, ২৪ জুলাই ২০২৪ : ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ছোটবেলার বন্ধু আখতারুজ্জামান শাহীনের ষড়যন্ত্রে ভারতের কলকাতার একটি বাড়িতে তাঁকে

সম্পূর্ণ লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, দেহের মূল অংশ ট্রলিতে ভরে পাচার করা হয়েছে

হত্যা করা হয়। গত ২২ মে বুধবার এমন তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার একজন কর্মকর্তা।

ডিবি সূত্র জানায়, পাঁচ কোটি টাকার চুক্তিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক আখতারুজ্জামান ভাড়াটে খুনিদের এমপি আজীমকে হত্যার দায়িত্ব দেন। যার মূলে রয়েছেন আমান উল্লাহ আমান নামের এক সন্ত্রাসী। ওই কর্মকর্তার ভাষ্য, এ ঘটনায় গ্রেপ্তার তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে 'মোহাম্মদ' এখন শিশুদের দ্বিতীয় জনপ্রিয় নাম

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : মুসলিম বিশ্বের বাইরেও শিশুদের নাম 'মোহাম্মদ' রাখার দিক থেকে যুক্তরাজ্য এখন অনেক এগিয়ে। ব্রিটেনে ছেলে শিশুদের নাম হিসেবে 'মোহাম্মদ' বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

গত শনিবার (১৮ মে) সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যে 'মোহাম্মদ' নামটি এখন ছেলে শিশুদের জনপ্রিয় ১০০ নামের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, মাঝে নতুন রাজা চার্লসের নামে ছেলে শিশুদের নাম রাখার হিড়িক দেখা গেলেও এখন আর আগের অবস্থানে নেই এই নামটি। ব্রিটেনে ইউরোপীয় স্টাইলের নামের পাশাপাশি ধর্মীয় নাম এবং বিদেশি নাম রাখার প্রবণতাও বাড়ছে।

বিবিসির প্রতিবেদন বলছে, মেয়ে শিশুর নাম হিসেবে 'অলিভিয়া' জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছে। আর ছেলে শিশুর নাম 'নূয়াহ' বা 'নূহ' শীর্ষে আছে। নূয়াহ বর্তমানে শিশুর নাম হিসেবে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের সবচেয়ে জনপ্রিয়।

ফরাসি নাম 'ওটিলি' এবং 'এলোডি', গ্রীক নাম 'ওফেলিয়া' এবং আইরিশ নাম 'মেভ' মেয়েদের নাম হিসাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস মিলিয়ে

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

রাজার চেয়েও ধনী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী

মোট সম্পদের পরিমাণ ৬৫ কোটি ১০ লাখ পাউন্ড

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও তাঁর স্ত্রী অক্ষতা মূর্তির ব্যক্তিগত সম্পদ রাজা চার্লসের চেয়েও বেশি। এই দম্পতির সম্পদ গত বছরের চেয়ে ১২ কোটি ২০ লাখ পাউন্ড বেড়ে চলতি বছরে ৬৫ কোটি ১০ লাখ পাউন্ডে দাঁড়িয়েছে। বিগত বছর তাঁদের সম্পদ ছিল ৫২ কোটি ৯০ লাখ পাউন্ড।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

১৫ বছরে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষিকার শারীরিক সম্পর্ক

দেশ ডেস্ক, ২৪ মে ২০২৪ : ছাত্রের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন শিক্ষিকা। কেবল তাই নয়, এভাবে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাজ্যে। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ওই শিক্ষিকা ১৫ বছর বয়সী এক ছাত্রের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন। এ ঘটনায় গ্রেপ্তারও হয়েছেন তিনি। এরপর জামিনে ছাড়া পেয়ে আরেক ছাত্রের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে গর্ভবর্তী ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

শুভ উদ্বোধন
IMRAN & Co
SOLICITORS
বাঙালি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র হোয়াইটচ্যাপেলে আগামী ২৪ শে মে ২০২৪ শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে ইমরান এন্ড কোঃ সলিসিটার ফার্ম।
Our Practice Areas
• IMMIGRATION
• NATIONALITY AND ASYLUM
• SPONSORSHIP LICENCE
• FAMILY (DIVORCE AND FINANCIAL RELIEF)
• FAMILY (CHILDREN)
• CIVIL LITIGATION
• LANDLORD AND TENANT
• HOUSING
• EMPLOYEMENT
First Floor, 221 Whitechapel Road
London, E1 1DE
SCAN NOW
+44 207 871 5365
+44 755 604 9713
imransolicitors.co.uk
info@imransolicitors.co.uk

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk